www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

# স্মরণীয়দের সান্নিধ্যে

শাইখুল ইসলাম
আল্লামা ড. তাহের আল-কাদেরী

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

# লেখক পরিচিতি

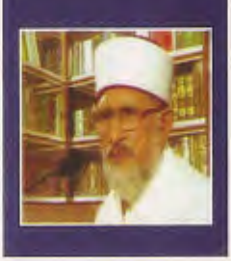

বর্তমান যুগের প্রখ্যাত ইসলামি চিন্তাবিদ শাইখুল ইসলাম ড. মুহাম্মদ তাহের আলকাদেরী পাকিস্তানের জং শহরে ১৯৫১ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটি থেকে এম.এ. পরীক্ষায় প্রথম স্থানে পাস করে নতুন এক রেকর্ড স্থাপন করেছেন। তিনি এই সুবাদে গোল্ড মেডেল অর্জন করেন। উল্লেখযোগ্য নাম্বার পেয়ে তিনি একই ইউনিভার্সিটি থেকে এল.এল.বি পাস করেন। ১৯৮৬ সালে পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটি 'ইসলামে শান্তি : এর প্রকার ও দর্শন' শীর্ষক বিষয়ের ওপর ডক্টরেট ডিগ্রি প্রদান করেছে।

তিনি মুসলিম বিশ্বের মহান রূহানী ব্যক্তি, ওলীদের আদর্শ পুরুষ সাইয়্যিদুনা তাহের আলাউদ্দীন আলকাদেরী আলবাগদাদী (রহ.)-এর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেছেন। তাঁর কাছ থেকে তরীকত ও তাসাউফ-এর দীক্ষা ও ফায়য্ অর্জন করেছেন। হযরতের শ্রদ্ধেয় শিক্ষকগণের মধ্যে রয়েছেন স্বয়ং তাঁর পিতা ড. ফরীদুদ্দীন কাদেরী, মাওলানা আবদুর রশীদ রেজভী, মাওলানা জিয়াউদ্দীন মাদানী, মাওলানা আহমদ সাঈদ কাজেমী, ড. বোরহান আহমদ ফারুকী এবং শাইখ মুহাম্মদ ইবনে আলুভী আল-মালেকী আল-মক্কী (রহ.)-এর মতো প্রখ্যাত আলেমগণ।

তিনি পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটির তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত পুরো পাকিস্তানব্যাপী 'উপস্থিত বক্তৃতা প্রতিযোগিতায়' প্রথম হয়ে 'কায়েদ আ'জম গোল্ড মেডেল' অর্জন করেছেন। এছাড়াও তিনি অর্জন করেছেন আরো অনেকগুলি গোল্ড মেডেল। তিনি পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটির এল.এল.বি বিভাগের শিক্ষক ছিলেন। এছাড়াও পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটির সেন্ট, সিন্ডিকেট ও একাডেমিক কাউন্সিলের সদস্য নির্বাচিত হন। তিনি একই সঙ্গে পাকিস্তান শরয়ী আদালতের ফিক্হ উপদেষ্টা, পাকিস্তান সুপ্রিম কোর্টের উপদেষ্টা, ইসলামি পাঠ্যক্রম জাতীয় কমিটির দক্ষ সদস্য, আ'লা তাহরীক মিনহাজুল কুরআনের প্রতিষ্ঠাতা-পরিচালক, পাকিস্তান আওয়ামী আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান সভাপতি, আন্তর্জাতিক ইসলামি সম্মেলনের সহসভাপতি, আন্তর্জাতিক ইসলামি একতা সংঘের সেক্রেটারী জেনারেল, পাকিস্তান জাতীয় সংসদের সাবেক সদস্য এবং ঊনিশটি রাজনৈতিক ও ধর্মীয় দলবিশিষ্ট সংগঠন 'পাকিস্তান আওয়ামী ইত্তেহাদ'-এর সভাপতি। তিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন আধুনিক ও প্রাচীন জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রখ্যাত সংগঠন 'পাস্তিান আওয়ামী ইত্তেহাদ'-এর সভাপতি। তিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন আধুনিক ও প্রাচীন জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রখ্যাত বিদ্যাপীঠ 'মিনহাজুল কুরআন ইউনিভার্সিটি, লাহোর'।

উর্দু, আরবি ও ইংরেজী ভাষায় এ পর্যন্ত তিন'শর ওপরে তাঁর রচিত গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। ইতিতমধ্যে তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থ পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদিত হয়েছে। বিচিত্র বিষয়ে রচিত তাঁর আটশতাধিক গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি প্রকাশের পথে রয়েছে। মানবকল্যাণের কারণ তাঁর বুদ্ধিবৃত্তিক, চিন্তানৈতিক ও সমাজিক খেদমতকে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। নিম্নে আমরা তার কিছু নমুনা পেশ করছি :

১. গবেষণা, রচনা এবং মানবকল্যাণের লক্ষ্যে আত্যন্তিক প্রচেষ্টার জন্য দ্বিতীয় মিলিনিয়ামের শেস প্রান্তে পৃথিবীর পাঁচশত প্রভাবশালী প্রতিনিধিদের অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

২. 'আমেরিকান বায়ুগ্রাফিকেল ইনস্টিটিউট' (ABI)-এর পক্ষ থেকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সমাজের অসাধারণ সেবার স্বীকৃতিস্বরূপ International whos who of Contemporary Achievement 'সমকালীন আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্ব পুরস্কার'-এর পঞ্চম এডিশনে ড. মুহাম্মদ তাহের আল-কাদেরীর ওপর একটি অধ্যায় অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

৩. 'আমেরিকান বায়ুগ্রাফিকেল ইউস্টিটিউ' (ABI)-এর পক্ষ থেকে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বেসরকারি শিক্ষাপ্রকল্প বাস্তবায়ন, দুইশ গ্রন্থের লেখক হওয়া, পাঁচ হাজারের অধিক বিষয়ের উপর বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে ও সংগঠনে বক্তৃতা উপস্থাপন করা, 'মিনহাজুল কুরআন আন্দোলন'-এর প্রতিষ্ঠা এবং 'দি মিনহাজ ইউনিভার্সিটির' চ্যান্সেলর হওয়ার সুবাদে The International Cultural Diploma of Honour আন্তাতিক সাংস্কৃতিক ডিপ্লোমা অব অনার্স উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছে।

৪. ইংল্যান্ডের ইন্টারন্যাশনাল বায়ুগ্রাফিক্যাল সেন্টার অব কেন্দ্রিক (IBC)-এর পক্ষ থেকে শিক্ষা ও সমাজের ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাপী কৃতিত্বের স্বাক্ষর স্থাপনের সুবাদে তাকে The International Man of the year 1998-99 '১৯৯৮-৯৯ সালের আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্ব' হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে।

৫. বিংশ শতাব্দীতে জ্ঞানের ক্ষেত্রে অসাধারণ সেবা করার জন্য তাকে Leading Intellectual of the World 'বিশ্বের মহান বুদ্ধিজীবি ব্যক্তিত্ব-এর উপাধি প্রদান করা হয়েছে।

৬. শিক্ষার অগ্রগতির ক্ষেত্রে তার অদ্বিতীয় খেদমতের জন্য International Who is Who-এর পক্ষ থেকে Individual Achievement Award 'অনন্য ব্যক্তিত্ব পুরস্কার' প্রদান করা হয়েছে।

৭. নজীরবিহীন গবেষণার কারণে (ABI)-এর পক্ষ থেকে Key of Success 'সফলতার চাবিকাঠি'র সম্মানে ভূষিত করা হয়েছে।

৮. বিংশ শতাব্দির International Who is Who এর পক্ষ থেকে Certificate of Recognition 'যোগ্যতার স্বীকৃতি সনদ' প্রদান করা হয়েছে।

সন্দেহাতীতভাবে শাইখুল ইসলাম ড. মুহাম্মদ তাহের আল-কাদেরী একজন ব্যক্তি মাত্র নন; বরং তিনি মুসলিম উম্মার জন্য একটি নতুন যুগের প্রতিষ্ঠাতা এবং উজ্জ্বল ভবিষ্যতের যোগ্য প্রতিনিধি।

সনজরী পাবলিকেশন

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

تذکرے اور صحبتیں

# স্মরণীয়দের সান্নিধ্যে

মূল

শায়খুল ইসলাম আল্লামা ড. তাহের আল-কাদেরী

অনুবাদ

আরিফুল ইসলাম

প্রকাশক

মুহাম্মদ আবু তৈয়ব চৌধুরী

সন্‌জরী পাবলিকেশন

৮১, শাহী জামে মসজিদ সুপার মার্কেট, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

স্মরণীয়দের সান্নিধ্যে
মূল : শায়খুল ইসলাম আল্লামা ড. তাহের আল-কাদেরী
ভাষান্তর : আরিফুল ইসলাম
সম্পাদনা : আবু আহমদ জামেউল আখতার চৌধুরী

প্রকাশক : মুহাম্মদ আবু তৈয়ব চৌধুরী, সন্‌জরী পাবলিকেশন, ৮১, শাহী জামে মসজিদ সুপার মার্কেট (২য় তলা), আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম, ফোন : ০৩১-২৮৫৮৫০৮

© সন্‌জরী পাবলিকেশনের পক্ষে নুরে জান্নাত তৃষা

প্রথম প্রকাশ : ১৩ মার্চ ২০১০, ২৬ রবিউল আউয়াল ১৪৩১, ২৯ ফাল্গুন ১৪১৬

মূল্য : ১৫০ [একশত পঞ্চাশ] টাকা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান
মোহাম্মদীয়া কুতুবখানা
৪২, জামে মসজিদ মার্কেট, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম

Sharaniyader Shannidde, By: Allamah Dr. Taher Al-kaderi. Translated In Bengali By: Ariful Islam. Edited By: Abu Ahmad Jameul Akhtar Chowdhury. Published By: Mohammad Abu Tayub Chowdhury. Price: Tk: 150/-

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

بسم الله الرحمن الرحيم

مَوْلَايَ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا أَبَدًا
عَلٰى حَبِيْبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ
مُحَمَّدٌ سَيِّدُ الْكَوْنَيْنِ وَالثَّقَلَيْنِ
وَالْفَرِيْقَيْنِ مِنْ عَرْبٍ وَّمِنْ عَجَمِ

﴿صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَبَارِكْ وَسَلَّمْ﴾

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

# সূচিপত্র

## স্মরণীয়দের সান্নিধ্যে


| | |
|---|---|
| ভূমিকা | ১ |
| রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামেরপবিত্র জীবন আলোচনা | ১৯ |
| খোলাফায়ে রাশেদীনের জীবন আলোচনা | ২২ |
| হযরত আবূ বকর রাদিআল্লাহু আনহু | ২২ |
| হযরত ওমর ফারূক রাদিআল্লাহু আনহু | ২৩ |
| হযরত উসমান গনী রাদিআল্লাহু আনহু | ২৭ |
| হযরত আলী মুরতাদা রাদিআল্লাহু আনহু | ২৭ |
| ইমাম যয়নুল আবেদীন আলী ইবনে হোসাইন রাদিআল্লাহু আনহু | ২৯ |
| ইমাম আবূ মুহাম্মদ জাফর সাদেক রাদিআল্লাহু আনহু | ৩২ |
| হযরত খাজা ওয়াইস করনী রাদিআল্লাহু আনহু | ৩৪ |
| হযরত ইমাম হাসান বসরী রাদিআল্লাহু আনহু | ৩৭ |
| হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজিজ রাদিআল্লাহু আনহু | ৪০ |
| হযরত মালেক ইবনে দিনার রাদিআল্লাহু আনহু | ৪২ |
| হযরত ফুজাইল ইবনে আয়াজ রাদিআল্লাহু আনহু | ৪৪ |
| হযরত রাবেয়া বসরী রাদিআল্লাহু আনহা | ৪৭ |
| হযরত হাবিব আজমী রাদিআল্লাহু আনহু | ৫১ |
| হযরত ইবরাহীম আদহাম রাদিআল্লাহু আনহু | ৫৩ |
| হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক রাদিআল্লাহু আনহু | ৫৮ |
| হযরত সুফিয়ান সাওরী রাদিআল্লাহু আনহু | ৬০ |
| হযরত দাউদ তায়ী রাদিআল্লাহু আনহু | ৬২ |
| হযরত বিশর হাফী রাদিআল্লাহু আনহু | ৬৪ |
| হযরত আবূ আলী শাকীক বলখী রাদিআল্লাহু আনহু | ৬৬ |
| হযরত যুন্নুন মিসরী রাদিআল্লাহু আনহু | ৬৮ |
| হযরত বায়েজীদ বোস্তামী রাদিআল্লাহু আনহু | ৭১ |
| চার ইমাম রাদিআল্লাহু আনহুম | ৭৪ |
| ইমাম আবূ হানিফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি | ৭৪ |
| ইমাম মালেক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি | ৭৫ |
| ইমাম শাফেয়ী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি | ৭৭ |
| ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রাহমাতুল্লাহি আলাইহি | ৭৭ |


www.AmarIslam.com




| | |
|---|---|
| হযরত মারুফ করখী রাদিআল্লাহু আনহু | ৭৯ |
| হযরত সিররী সক্তী রাদিআল্লাহু আনহু | ৮১ |
| হযরত জুনাইদ বাগদাদী রাদিআল্লাহু আনহু | ৮৩ |
| হযরত গাউসে আযম শায়খ আবদুল কাদের জিলানী রাদিআল্লাহু আনহু | ৮৫ |
| হযরত খাজা মঈনুদ্দিন চিশ্তী আজমিরি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি | ১০৫ |
| হযরত খাজা বাহা উদ্দিন নকশবন্দী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি | ১০৯ |
| হযরত শিহাব উদ্দিন আবূ হাফস ওমর ইবনে মুহাম্মদ সোহরাওয়ার্দী | ১১২ |


www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

# প্রকাশকের বক্তব্য

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সাধকের জীবনে পাওয়া যায় সাধনার উপাধান। আদর্শ পুরুষের জীবনে পাওয়া যায় আদর্শের পাঠ। মহাপুরুষের জীবনে পাওয়া যায় মহান পথের পাথেয়। ইসলামের ইতিহাসে এরূপ আদর্শ মহাপুরুষের জয়জয়কার অবস্থান। যাদের অনবদ্য প্রচেষ্টা, মোযাহাদ, সাধনা ও কুরবানি পারসিকদের অগ্নিকুণ্ড থেকে নিয়ে এসেছে ইসলামের সুচীতল ছায়াতলে। পৌত্তলিক ভারতের বুকে শিকড় গেড়েছে তাওহীদি বৃক্ষের। খ্রীষ্টিয় রোমে এনেছে বৈপ্লবিক পরিবর্তন। এ মহাবীরদের আধ্যাত্মিক শক্তির সামনে ঠিকতে পারেনি কোন খোদাদ্রোহী শক্তি। ঠিকতে পারেনি কোন তাগুতী রাজশক্তি। তাদের পূণ্য জীবন লাখো-কোটি অগণিত বনী আদমকে দিয়েছে সঠিক পথের দিশা।

কিন্তু আজ আমাদের মাঝে ইসলামের সেই সকল মহাপুরুষরা নেই। নেই প্রিয়নবী সরদারে দু'আলম হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তবে তাদের আধ্যাত্মিক উপস্থিতি এখনো আমাদের মাঝে বর্তমান। আমরা এখনো পারি তাঁদের সোনালী জীবনকে পাথেয় করে মুক্তির বদ্ধদ্বার খুলতে। পারি সঠিক পথের পথিক হতে।

ইসলামের ইতিহাসের এসব কীর্তিমানদের সংক্ষিপ্ত জীবনালোচনা নিয়ে শায়খুল ইসলাম আল্লামা ড. তাহের আল-কাদেরী রচিত "تذکرے اور صحبتیں" নামক বইটি ইতিহাসের একটি আখর গ্রন্থ বলে মনে করি। বইটির মধ্যে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, চার খলিফা, চার ইমাম সহ বড় বড় আল্লাহর ওলীদের জীবনালোচনা এনেছেন। বইটির বিশেষ দিক হচ্ছে, বইটি আপনি পড়ে ঐ সকল মহামানবদের বাস্তব সান্নিধ্য লাভের তৃপ্তি লাভ করবেন।

আমরা বইটির অনুবাদের ক্ষেত্রে মূল আবেদন রক্ষা করার চেষ্টা করেছি। তবে এ বিষয়ে বিচারের ভার পাঠকের হাতে। ভুল-ত্রুটি অবহিত করলে আগামী সংরক্ষণে সংশোধনের প্রতিশ্রুতি রইল।

সালামসহ
মুহাম্মদ আবু তৈয়ব চৌধুরী
প্রকাশক
সন্‌জরী পাবলিকেশন



বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

# ভূমিকা

এটি আল্লাহ তা'আলার রীতি যে, তিনি নিজ প্রিয় ও নৈকট্যশীল বান্দাদের এবং তাদের অবস্থা ও পদস্তরের (মকাম) স্মৃতিচারণ করেন। বরং কুরআন মজিদে এর অঙ্গীকার রয়েছে,

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ ﴿١٥٢﴾

তোমরা আমাকে স্মরণ করো, আমি তোমাদেরকে স্মরণ করবো আর তোমরা আমার কৃতজ্ঞতা স্বীকার করো এবং আমার প্রতি কৃতঘ্ন হয়োনা।[১]

তাদের স্মৃতিচারণের উদ্দেশ্য নিজ অঙ্গীকার পূরণের সাথে সাথে এটিও যে, সত্যপথ অনুসন্ধিৎসুদের জন্য আমার প্রিয় ও নৈকট্যশীল বান্দাদের স্মৃতিচারণ যেন আমার রীতি বনে যায়। তাদের আলোচনা পাঠকারী ও শ্রবণকারীদের অন্তরও এ অবস্থার দিকে ধাবিত হয়ে যায়। এটি যেন তাদের পথের পাথেয় হয়ে যায়। আমার মুহাব্বত ও মারেফাতের সুগন্ধি এ আলোচনার মাধ্যমে যেন বহুদূর ছড়িয়ে যায়। লাখো সহস্র আত্মাকে যেন সুগন্ধিময় করতে থাকে। এভাবে তো তিনি কুরআনে বিভিন্ন নবী ও তাদের উম্মতদের ঘটনা ও অবস্থা অসংখ্য জায়গায় সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন। তবে একাধিক স্থানে আম্বিয়া কিরাম ও নৈকট্যশীলদের স্মৃতিচারণকেই আলোচনার শিরোনাম করা হয়েছে। এর কয়েকটি নমুনা দেয়া হচ্ছে:

١. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ ۚ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا ﴿٤١﴾

আপনি এই কিতাবে ইবরাহীমের কথা বর্ণনা করুন। নিশ্চয় তিনি ছিলেন সিদ্দীক, নবী।[২]

সূরা হূদে ইরশাদ করেন:

٢. إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُّنِيبٌ ﴿٧٥﴾

ইবরাহীম বড়ই ধৈর্যশীল, কোমল অন্তর, সদা আল্লাহ্‌মুখী।[১]

১. আল-কুরআন, সূরা আল-বাকারা ২:১৫২
২. আল-কুরআন, সূরা মরিয়াম ১৯:৪১



www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com



সূরা মরিয়মে ইরশাদ করেন:

٥١. وَٱذْكُرْ فِى ٱلْكِتَٰبِ مُوسَىٰٓ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا ﴿٥١﴾

এই কিতাবে মূসার কথা বর্ণনা করুন, তিনি ছিলেন পবিত্র এবং তিনি ছিলেন রাসূল, নবী।[২]

আরও ইরশাদ করেন:

٥٤. وَٱذْكُرْ فِى ٱلْكِتَٰبِ إِسْمَٰعِيلَ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ صَادِقَ ٱلْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا ﴿٥٤﴾

এই কিতাবে ইসমাঈলের কথা বর্ণনা করুন, নিঃসন্দেহে তিনি প্রতিশ্রুতি পালনে সত্যাশ্রয়ী এবং তিনি ছিলেন রসূল, নবী।[৩]

আরও পরে এ প্রসঙ্গে ইরশাদ করেন:

٥٥. وَكَانَ عِندَ رَبِّهِۦ مَرْضِيًّا ﴿٥٥﴾

তিনি তাঁর পালনকর্তার কাছে সন্তোষ স্তরে উপনীত ছিলেন।[৪]

আরও ইরশাদ করেন:

٥٦. وَٱذْكُرْ فِى ٱلْكِتَٰبِ إِدْرِيسَ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا ﴿٥٦﴾ وَرَفَعْنَٰهُ مَكَانًا عَلِيًّا ﴿٥٧﴾

এই কিতাবে ইদরীসের কথা আলোচনা করুন, তিনি ছিলেন সত্যবাদী নবী। আমি তাকে উচ্চ মকামে উন্নীত করেছিলাম।[৫]

অনুরূপভাবে ইয়াহইয়া আলাইহিস সালাম প্রসঙ্গে ইরশাদ করেন:

٥٧. وَحَنَانًا مِّن لَّدُنَّا وَزَكَوٰةً ۖ وَكَانَ تَقِيًّا ﴿٥٣﴾

[১]. আল-কুরআন, সূরা হুদ ১১:৭৫
[২]. আল-কুরআন, সূরা মরিয়াম ১৯:৫১
[৩]. আল-কুরআন, সূরা মরিয়াম ১৯:৫৪
[৪]. আল-কুরআন, সূরা মরিয়াম ১৯:৫৫
[৫]. আল-কুরআন, সূরা মরিয়াম ১৯:৫৬ ও ৫৭





নিজের পক্ষ থেকে আগ্রহ ও পবিত্রতা দিয়েছি। তিনি ছিলেন পরহেযগার।[১]

অতঃপর পুরো সূরা আম্বিয়া প্রিয়জনদের স্মৃতিচারণ দ্বারা ভরপুর। এমনকি ধারাবাহিকভাবে আল্লাহর প্রিয় ও নৈকট্যশীল নবীদের স্মৃতিচারণ করার পূর্বে ৫০ আয়াতে বলা হচ্ছে:

٥٠. وَهَٰذَا ذِكْرٌ مُّبَارَكٌ أَنزَلْنَٰهُ ۚ أَفَأَنتُمْ لَهُۥ مُنكِرُونَ ﴿٥٠﴾

এটা একটা বরকতময় উপদেশ, যা আমি নাযিল করেছি। অতএব তোমরা কি একে অস্বীকার কর?[২]

'বরকতময় স্মৃতিচারণ' শিরোনাম দিয়ে পরবর্তী আয়াত হতে শুরু করা হচ্ছে। হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম, যিনি নবীদের পিতামহ; তাঁর ব্যাপারে বলা হচ্ছে:

٥١. وَلَقَدْ ءَاتَيْنَآ إِبْرَٰهِيمَ رُشْدَهُۥ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِۦ عَٰلِمِينَ ﴿٥١﴾

আর আমি ইতঃপূর্বে ইবরাহীমকে তার সৎপন্থা দান করেছিলাম এবং আমি তার সম্পর্কে সম্যক পরিজ্ঞাত ছিলাম।[৩]

অতঃপর তার ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। তারপর হযরত লূত, হযরত ইসহাক ও হযরত ইয়াকুবের আলোচনা এসেছে আর শেষে বলা হয়েছে:

٥٢. وَكُلًّا جَعَلْنَا صَٰلِحِينَ ﴿٥٢﴾

প্রত্যেককেই সৎকর্মপরায়ণ করলাম।[৪]

অতঃপর ৭৩ আয়াতে এর সাথে তাদের অন্যান্য দায়িত্বাবলীও বর্ণনাপূর্বক পরবর্তীতে ইরশাদ করা হয়েছে:

٥٣. وَكَانُوا۟ لَنَا عَٰبِدِينَ ﴿٥٣﴾

তাঁরা আমার ইবাদতে ব্যাপৃত ছিলেন।[৫]

[১]. আল-কুরআন, সূরা মরিয়াম ১৯:১৩
[২]. আল-কুরআন, সূরা আল-আম্বিয়া ২১:৫০
[৩]. আল-কুরআন, সূরা আল-আম্বিয়া ২১:৫১
[৪]. আল-কুরআন, সূরা আল-আম্বিয়া ২১:৭২
[৫]. আল-কুরআন, সূরা আল-আম্বিয়া ২১:৭৩



www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com



তাদের পর হযরত নূহ, হযরত দাউদ, হযরত সুলাইমান ও হযরত আইয়ুবের আলোচনা রয়েছে আর শেষে ৮৪ আয়াতে ইরশাদ করেছেন:

١٢. وَذِكْرَىٰ لِلْعَٰبِدِينَ ﴿٨٤﴾

আর এটা ইবাদতকারীদের জন্যে উপদেশস্বরূপ।[১]

অতঃপর পরবর্তী আয়াতে হযরত ইসমাঈল আলাইহিস সালাম, হযরদ ইদরীস আলাইহিস সালাম ও হযরত জুলকিফিল আলাইহিস সালামের স্মৃতিচারণ করে বলেছেন:

١٣. كُلٌّ مِّنَ ٱلصَّٰبِرِينَ ﴿٨٥﴾ وَأَدْخَلْنَٰهُمْ فِى رَحْمَتِنَآ ۖ إِنَّهُم مِّنَ ٱلصَّٰلِحِينَ ﴿٨٦﴾

তাঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন সবরকারী। আমি তাঁদেরকে আমার রাহমতপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত করেছিলাম। তাঁরা ছিলেন সৎকর্মপরায়ণ।[২]

এরপর হযরত ইউনুস (তাকে যুন্নুন উপাধি দ্বারা স্মরণ করা হয়েছে), হযরত যাকারিয়া ও হযরত ইয়াহইয়া আলাইহিমুস সালামের স্মৃতিচারণ করা হয়েছে আর অবশেষে পূর্বোক্ত নিয়মানুযায়ী তাদের আধ্যাত্মিক অবস্থাও বর্ণনা করা হয়েছে।

١٤. إِنَّهُمْ كَانُوا۟ يُسَٰرِعُونَ فِى ٱلْخَيْرَٰتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا ۖ وَكَانُوا۟ لَنَا خَٰشِعِينَ ﴿٩٠﴾

তারা সৎকর্মে ঝাঁপিয়ে পড়তেন, তারা আশা ও ভীতি সহকারে আমাকে ডাকতেন এবং তারা ছিলেন আমার কাছে বিনীত।[৩]

মোট কথা এই সকল প্রিয় ও নৈকট্যশীল বান্দাদের স্মৃতিচারণ করার পর পুনর্বার এর লক্ষ্য-উদ্দেশ্য স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে।

١٥. إِنَّ فِى هَٰذَا لَبَلَٰغًا لِّقَوْمٍ عَٰبِدِينَ ﴿١٠٦﴾

১. আল-কুরআন, সূরা আল-আম্বিয়া ২১:৮৪
২. আল-কুরআন, সূরা আল-আম্বিয়া ২১:৭৬,৮৫
৩. আল-কুরআন, সূরা আল-আম্বিয়া ২১:৯০





এতে ইবাদতকারী সম্প্রদায়কে অভীষ্ঠ স্তরে পৌঁছানোই উদ্দেশ্য।[১]

অতঃপর এই সূরাতে সকল নৈকট্যশীল ও প্রিয় বান্দাদের ধারাবাহিকতা রাসূল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর গিয়ে শেষ করেছেন। ১০৭ আয়াতে সর্বশেষ রাসূল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্মৃতিচারণ করা হয়েছে।

١٦. وَمَآ أَرْسَلْنَٰكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَٰلَمِينَ ﴿١٠٧﴾

আমি আপনাকে বিশ্ববাসীর জন্যে রাহমতস্বরূপই প্রেরণ করেছি।[২]

এরপর এই সূরাতে অন্য কোন নবী-রাসূলের আলোচনা করা হয়নি। কেননা, মুহাব্বতের স্মৃতিচারণ নিজ শীর্ষচূড়ায় পৌঁছে গেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্মৃতিচারণের পর যে আয়াত দিয়ে সূরা আম্বিয়া শেষ করা হয়েছে, তা হচ্ছে, রহমানের স্মৃতিচারণ। কেননা, এখন তিনি সকল প্রিয়দের প্রিয়।

١٦. قَٰلَ رَبِّ ٱحْكُم بِٱلْحَقِّ ۗ وَرَبُّنَا ٱلرَّحْمَٰنُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ﴿١١٢﴾

পয়গাম্বর বললেন: হে আমার পালনকর্তা, আপনি ন্যায়ানুগ ফয়সালা করে দিন। আমাদের পালনকর্তা তো দয়াময়, তোমরা যা বলছ, সে বিষয়ে আমরা তাঁর কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করি।[৩]

আমরা নমুনাস্বরূপ শুধু দুটি সূরা হতে কিছু আয়াত পেশ করেছি। দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি ও বিজ্ঞজনদের জন্য এতটাই যথেষ্ট। নতুবা কুরআন মজিদে এরূপ আরো অসংখ্য আয়াত রয়েছে। আপনি দেখেছেন, প্রত্যেকটি আয়াতে কতই না প্রীতিমাখা ভঙ্গিতে আল্লাহ তা'আলা নিজ প্রিয় ও নৈকট্যশীল বান্দাদের আলোচনা করেছেন। অতঃপর তাদের প্রত্যেকের আধ্যাত্মিক ক্রিয়াকর্মের আলোচনা করেছেন। নিজ নৈকট্যশীল বান্দাদের দোয়া ও মুনাজাতের ঐ শব্দাবলীও হুবহু বর্ণনা করেছেন, যেগুলো দ্বারা তাঁরা আল্লাহকে ডাকতেন। তাদের ইবাদতগৃহ, দোয়ার বিশেষ সময়, দোয়ার ভঙ্গিমা, দোয়ার স্থান ও কান্নাকাটি পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন। তাদের ওপর নিজ

১. আল-কুরআন, সূরা আল-আম্বিয়া ২১:১০৬
২. আল-কুরআন, সূরা আল-আম্বিয়া ২১:১০৭
৩. আল-কুরআন, সূরা আল-আম্বিয়া ২১:১১২



www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com



গায়েবি অনুগ্রহের আলোচনা করেছেন। তাদের পরীক্ষা, রিয়াজত-মুযাহাদা, দৃঢ়পদ ও অটল সিদ্ধান্তেরও আলোচনা করেছেন। মোদ্দাকথা, তাদের স্মৃতিচারণের কোনদিক ছেড়ে দেননি আর আমাদেরকে পুনঃপুনঃ এদিকে মনোনিবেশ করানো হচ্ছে যে, এ সকল নেয়ামত আল্লাহর অনুগতশীল ও ইবাদত পালনকারীদের জন্য। যে ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্য, ইবাদত, প্রীতি ও নৈকট্যের পথের পথিক হতে ইচ্ছা করে, তার জন্য রয়েছে এই স্মৃতিচারণ ও পাথেয়। তাই ইসলামের ইতিহাসের প্রতিটি যুগে সাহাবায়ে কিরাম হতে নিয়ে বর্তমান পর্যন্ত খোদা প্রেমিকদের আলোচনা করা, তাদের অবস্থা, ঘটনা, রিয়াজত, মুযাহাদা, মুশাহাদা, গুণাবলী, বাণী ইত্যাদি বর্ণনা করা প্রত্যেক ঈমানদার ও আশেকদের প্রিয় আমল হিসেবে রয়েছে। আইম্মায়ে মুহাদ্দিসীন, উলামায়ে কিরাম, আউলিয়া ও আরেফ সকলে নিজেদের স্ব স্ব রুচি মতে তাদের স্মৃতিচারণ ও আলোচনা লিখেন, পড়েন, শুনেন এবং অপরকে শুনিয়ে আসছেন আর প্রতিটি যুগে তাদের স্মৃতিচারণমূলক আলোচনার ওপর গ্রন্থাবলী রচনা করা হচ্ছে যাতে আল্লাহ তা'আলার এই রীতির ওপর আমল করার বরকত লাভ হয়। এমনকি সর্বশ্রেষ্ঠ মানবদের যুগেই খোদা প্রেমিকদের আলোচনা, তাদের যুহুদ-তাকওয়া এবং আধ্যাত্মিক অবস্থা বর্ণনার ওপর রচনা ও সংকলনের ধারাবাহিকতা শুরু হয়ে গিয়েছিল। হিজরি দ্বিতীয় শতাব্দীতে যখন হাদীস সংকলনের কাজ চলছিল, তখন বড় বড় জ্ঞানী আলিমরা তাদের স্মৃতিময় আলোচনা সংকলনেও ব্যাপৃত ছিলেন। ইমাম আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, ইমাম ওয়াকী ইবনে আল-জাররা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এবং ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের মত মহান ব্যক্তিরা এ বিষয়ের ওপর বৃহৎ বৃহৎ গ্রন্থাবলী, জ্ঞানগত, চিন্তাগত, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক দীক্ষা-অনুশীলনের সর্বোত্তম হাতিয়ার গচ্ছিত করেছেন। এটি হচ্ছে তাসাউফের ইতিহাস।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রেরণের পর নবী আগমনের ধারাবাহিকতা তো বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। তবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খতমে নবুয়্যত ও রাহমতের উৎসর্গ দ্বারা তার উম্মতের ওপর এই অনুগ্রহ করা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক যুগে তাদেরকে স্বীয় প্রিয় নৈকট্যশীল বান্দা দ্বারা বরকতময় করেছেন। আল্লাহর এই অনুগ্রহভাজন বান্দারা কিয়ামতাবদি নিজেদের আধ্যাত্মিক কল্যাণ দ্বারা জগতবাসীকে উপকৃত করতে থাকবেন আর রাসূল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুয়তের ফয়েজ দ্বারা অন্তরের মৃত ভূমিকে সিঞ্চিত করতে থাকবে। তাদের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন:

عُلَمَاءُ أُمَّتِيْ كَأَنْبِيَاءِ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ.





আমার উম্মতের উলামায়ে রব্বানীগণ (একদিক দিয়ে) বনী ইসরাঈলের নবীদের অনুরূপ।[১]

নিঃসন্দেহে মুসলিম মিল্লাতের এমন কিছু পবিত্র ব্যক্তিত্ব রয়েছেন, যাদেরকে ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ﴾[২]-এর ভালোবাসার অন্তর্নিহিত ভাব আপাদমস্তক অনুসরণ বানিয়ে দিয়েছে। ﴿وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ﴾[৩]-এর সংবাদ সৎকাজের স্বাদ-মিষ্টি দ্বারা আসক্ত করেছে। ﴿وَجَاهِدُوا فِي اللهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ﴾[৪] আল্লাহর আনুগত্যে রিয়াজত-মুযাহাদার জন্য নির্বাচিত করে নিয়েছে। ﴿ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾[৫]-এর নিগুঢ় রহস্য আনুগত্য ও তাকওয়ার প্রতিচ্ছবি বানিয়ে দিয়েছে। ﴿تُوبُوا إِلَى اللهِ تَوْبَةً نَصُوحًا﴾[৬]-এর সংবাদ অনুতাপের মূর্তপ্রতীক বানিয়ে দিয়েছে ﴿وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ﴾[৭]-এর গুণ আল্লাহর দিকে আপাদমস্তক রুজুকারী বানিয়ে দিয়েছে। ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ﴾[৮]-এর জীবন সঞ্চারী সংবাদ দোয়া কবুলের পথের পথিক করেছে এবং নির্দেশ পালনের স্তরে পৌঁছে দিয়েছে। ﴿وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ﴾[৯]-এর প্রীতিভরা বর্ণনা আপাদমস্তক উৎসর্গকারী বানিয়ে দিয়েছে। যারা ﴿هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ﴾[১০]-এর সুসংবাদ শুনে নিজেদের জানমাল, আরাম-আয়েশ, মোটকথা প্রত্যেক বস্তু আল্লাহর সাথে সওদা করে নিয়েছে। ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى﴾[১১]-এর নির্ঝরনী হতে নিজেদের নফসকে ধৌত করে নিয়েছে। ﴿وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى﴾[১২]-এর আলো দ্বারা নিজেদের অন্তর আলোকিত করে নিয়েছে আর তাদের অন্তর ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلهِ﴾[১৩]-এর ফয়েজ দ্বারা আল্লাহর

১. আল-আসরারুল মারফুআ, পৃ. ২৪৭
২. আল-কুরআন, সূরা আলে ইমরান, ৩:৩১
৩. আল-কুরআন, সূরা আলে ইমরান, ৩:১১৪
৪. আল-কুরআন, সূরা হজ্জ, ২২:৭৮
৫. আল-কুরআন, সূরা মায়িদা, ৫:৯৩
৬. আল-কুরআন, সূরা তাহরীম, ২২:৮
৭. আল-কুরআন, সূরা কাফ, ৫০:৩৩
৮. আল-কুরআন, সূরা বাকারা, ২:১৮৬
৯. আল-কুরআন, সূরা হাশর, ৫৯:৯
১০. আল-কুরআন, সূরা সফ, ২১:১০
১১. আল-কুরআন, সূরা আলা, ৮৭:১৫
১২. আল-কুরআন, সূরা আলা, ৮৭:১৫
১৩. আল-কুরআন, সূরা বাকারা, ২:১৬৫



www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com



ভালোবাসার নির্ঝরনী হতে সিঞ্চিত করা হয়েছে। যাদেরকে ﴿وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ﴾ [১]-এর বর্ণনা রাহমত ও আযাবের অবস্থাসমূহের ওপর সতর্কবাণী দিয়েছে। ﴿وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ﴾ [২]-এর সংবাদ আশা-ভীতির অন্তর্জ্বালা অবস্থা দ্বারা মাতাল করেছে। ﴿وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ﴾ [৩]-এর বর্ণনা আখেরাতের চিন্তা দ্বারা ব্যথিত করেছে। ﴿ذَٰلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ﴾ [৪]-এর ধ্বনি আল্লাহর ভয়ে সন্ত্রস্ত হতে শিখিয়েছে। যারা ﴿قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ﴾ [৫]-এর প্রীতিভরা ডাক শুনে তার রাহমতের দিকে দৌড় দেয়। ﴿وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾ [৬] এবং ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ﴾ [৭]-এর উলূহী সুরের মাধুর্যতা শুনে আল্লাহ ছাড়া সকল বস্তু হতে বিমুখ হয়ে যায়। ﴿وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ [৮]-এর ফয়জ দ্বারা আস্থা ও সন্তুষ্টির ভারি অটল পাহাড় বনে গেছে। ﴿لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ [৯]-এর নির্দেশে আল্লাহর ও রাসূলের দরবারে আপাদমস্তক শিষ্টাচারী বনে গেছে। ﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ [১০]-এর সুসংবাদ শুনে সত্যপথের সকল মুসিতবকে গলার হার বানিয়ে নিয়েছে। যাদের অন্তরে ﴿الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ﴾ [১১]-এর সুসংবাদ হাল ও কাইফিয়তের তরঙ্গায়িত নদী করে দিয়েছে। যাদের থেকে ﴿تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ﴾ [১২]-এর স্বাদদায়ক আহবান রাতের বিছানা ছিনিয়ে নিয়েছে। যাদেরকে ﴿الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ﴾ [১৩]-এর নেশাদায়ক বর্ণনা প্রতিটি মুহূর্তে মাহবুবের স্মরণে নিমজ্জিত করে দিয়েছে।

১. আল-কুরআন, সূরা বনী ইসরাঈল, ১৭:৫৭
২. আল-কুরআন, সূরা আম্বিয়া, ২১:৯০
৩. আল-কুরআন, সূরা রা'দ, ১৩:২১
৪. আল-কুরআন, সূরা ইবরাহীম, ১৪:১৪
৫. আল-কুরআন, সূরা যুমার, ৩৯:৫৩
৬. আল-কুরআন, সূরা তালাক, ৬৫:৩
৭. আল-কুরআন, সূরা যুমার, ৩৯:৩২
৮. আল-কুরআন, সূরা নাহল, ১৬:৪২
৯. আল-কুরআন, সূরা হুজুরাত, ৪৯:১
১০. আল-কুরআন, সূরা বাকারা, ২:১৫৩
১১. আল-কুরআন, সূরা আনফাল, ৮:২
১২. আল-কুরআন, সূরা সিজদা, ৩২:১৬
১৩. আল-কুরআন, সূরা আলে ইমরান, ৩:১৯১





﴿يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ﴾ [১]-এর উন্মাদনাত্তদায়ক কথা রাতে অপূর্ব সুরের মুর্ছনায় নেশাগ্রস্ত ও উন্মত্ত করে দিয়েছে। ﴿وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا﴾ [২]-এর ঘোষণা যাদের ঘুম হতে আগ্রহ নিঃশেষ করে দিয়েছে। যাদেরকে ﴿وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾ [৩]-এর জ্বালাদায়ী বাক্যাবলী শীতল নিঃশ্বাস দেয়। যারা ﴿وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا﴾ [৪]-এর মিষ্টিভরা আওয়াজ শুনে তাতেই মগ্ন থেকে যায়। যাদেরকে ﴿يُرِيدُونَ وَجْهَهُ﴾ [৫]-এর বর্ণনা তাঁর দর্শন লাভের আগ্রহী বানিয়ে দিয়েছে। যারা ﴿يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ﴾ [৬]-এর অঙ্গীকার শুনে তাঁর সাক্ষাৎ লাভের জন্য আপাদমস্তক অপেক্ষমান বনে গেছে। ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ﴾ [৭]-এর সংবাদ শুনে তাঁর জ্যোতি ও সাহচর্যের জন্য সর্বদা অস্থির হয়ে গেছে। যারা ﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ﴾ [৮]-এর প্রতিদানের সুসংবাদ শুনে তার স্মরণে দিওয়ানা হয়ে গেছে। যাদেরকে ﴿يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ﴾ [৯]-এর সম্পর্ক চিরন্তন মাতাল করে দিয়েছে। ﴿تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ﴾ [১০]-এর হাল যাদের চক্ষুকে বর্ষাকাল বানিয়ে দিয়েছে। ﴿مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ﴾ [১১]-এর ফয়েজে যাদের অন্তর মা'রিফাতের নির্ঝরণী বনে গেছে আর ﴿رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ﴾ [১২]-এর কবুলিয়তের পর্দা উন্মোচন করে তাদেরকে মুশাহাদাকারী বানিয়ে দিয়েছে। আল্লাহ তা'আলার নিজের এরূপ যিকিরকারী ও ধ্যানকারী আরেফদের সাহচর্য ও সঙ্গলাভের নির্দেশ দিয়েছেন; যারা সকাল-সন্ধ্যা তাঁর স্মরণে নেশাগ্রস্ত এবং তাঁর দিদারের সন্ধানে থাকেন। তিনি বলেন:

১. আল-কুরআন, সূরা আলে ইমরান, ৩:১১৩
২. আল-কুরআন, সূরা ফুরকান, ২৫:২৪
৩. আল-কুরআন, সূরা যারিয়াত, ৫১:১৮
৪. আল-কুরআন, সূরা মুজ্জাম্মিল, ৭৩:৮
৫. আল-কুরআন, সূরা আনআম, ৬:৫২
৬. আল-কুরআন, সূরা বাকারা, ২:৪২
৭. আল-কুরআন, সূরা সিজদা, ৩২:১৭
৮. আল-কুরআন, সূরা বাকারা, ২:১৫২
৯. আল-কুরআন, সূরা মায়িদা, ৫:৫৪
১০. আল-কুরআন, সূরা মায়িদা, ৫:৮৩
১১. আল-কুরআন, সূরা মায়িদা, ৫:৮৩
১২. আল-কুরআন, সূরা মায়িদা, ৫:৮৩



www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com



وَٱصۡبِرۡ نَفۡسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدۡعُونَ رَبَّهُم بِٱلۡغَدَوٰةِ وَٱلۡعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجۡهَهُۥۖ وَلَا تَعۡدُ عَيۡنَاكَ عَنۡهُمۡ تُرِيدُ زِينَةَ ٱلۡحَيَوٰةِ فُرُطًا ٱلدُّنۡيَا ﴿٢٨﴾

আল্লাহর ঐ আশেকদের সঙ্গ অবলম্বনে থেকো, যারা সকাল-সন্ধ্যা স্বীয় রবকে দিওয়ানা হয়ে ডাকেন। তারা শুধু তাঁর সন্তুষ্টি এবং চেহারার সৌন্দর্যের ঝলকের সন্ধানে থাকেন আর নিজেদের দৃষ্টি ঐ জামা পরিধানকারীদের থেকে ফিরিয়ে নিওনা। হে বান্দা! তুমি কি তাদের থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে পার্থিব জীবনের সাজ-সজ্জা কামনা কর?[১]

কেননা যারা আল্লাহর নিকট যেতে চায়, তারা নিজেদের দৃষ্টি এই খোদা পাগল ফকিরদের প্রতি নিবন্ধিত রাখে আর যারা নিজেদের দৃষ্টি তাদের থেকে ফিরিয়ে নেয়, তাদেরকে এই নিকৃষ্ট দুনিয়ার ধোঁকা-প্রতারণায় ডুবিয়ে দেয়া হয়। এ সমস্ত লোকেরা আল্লাহ নয়; আল্লাহর পরিচায়ক। তারা আল্লাহ নয়, তবে তার সাহচর্য লাভকারী। তাই যারা তাদের নিকট হতে দূরে সরে গেছে, তারা আল্লাহর নিকট হতেও দূরে সরে গেছে। যারা তাদের নিকটবর্তী হয়েছে, বস্তুতঃ তারা আল্লাহর নিকটবর্তী হয়েছে। বিষয়টি মাওলানা রুমী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এভাবে বলেছেন:

خواب را بگزار امشب اے پدر
یک شبے در کوے بے خواباں گزر

হে পিতা! একটু নিদ্রা ত্যাগ করুন,
এক রাত জাগ্রতদের মিছিলে চলুন।

بنگر ایشاں را کہ مجنوں گشتہ اند
ہمچو پروانہ بوصلش کشتہ اند

দেখ, দেখ ঐ প্রেম বেদনায় মজনুনের কারবার
উই পোকার মত দর্শনের অনলে জ্বলে-পুড়ে ছারকার।

اولیاءرا در دروں نغمہ ہا است

[১]. আল-কুরআন, সূরা কাহাফ, ১৮:২৮





طالباں را زاں حیاتِ بے بہا است

ওলীদের মাঝে আছে ইশকের সম্মোহন
সত্যের পথিকরা পেয়ে যায় জীবন।

اے تواضع بردہ پیش ابلہاں
اے تکبر کردہ تو پیش شہاں

ওহে! তুমি রাজা-বাদশা নির্বোধের তরে নুয়ে পড়
তবে কেন প্রকৃত বাদশা ওলীর প্রতি স্পর্ধা কর।

چوں بشوی دور از حضور اولیاء
در حقیقت گشتہ دور از خدا

যখন তুমি করেছ ত্যাগ সঙ্গলাভ ওলীর
তবে জেনে নাও, তুমি খোদার দরবার হতে বহু দূর।

مہرپاکاں درمیاں جاں نشاں
دل مدہ الا بمہر دل خوشاں

হৃদয়ে গেঁথে নাও পূণ্যবানদের প্রীতি
নহে, তবে যাদের অন্তরে সুশোভিত আল্লাহর স্মৃতি।

من غلام آنکہ نفرو شد وجود
جز بہاں سلطاں بافضالِ وجود

যে নিজকে সপে দেয়না আমি গোলাম তার
তবে ঐ রাজাধিরাজের হাতে যিনি করুণার আধার।

چوں جدا بینی ز حق ایں خواجہ را
گم نکی ہم متن وہم دیباچہ را

যদি তুমি দেখ কোন আড়াল আল্লাহ ও ঐ মহা পুরুষের মাঝে
তবে মনে রেখ তুমি সবকিছু হারিয়ে রয়েছে শূণ্যেরই মাঝে।



www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com



دو مگو و دو مداں مخواں

خواجہ را در خواجہ خود محوداں

দুই বলোনা, দুই জানোনা, দুই পড়োনা,
ঐ মহাপুরুষ নিজ মাহবুবের প্রেমে বিভোরমনা।

خواجہ ہم در نور خواجہ آفریں

فانی است ومردہ ومیت ودفین

ঐ প্রেমিক মাহবুবের তাজাল্লিতে দিওয়ানা
জ্বলে-পুড়ে ছাই হয়ে হয়েছে ফানা।

خدمت و خدمت حق کردن است

روز دیدن دیدن آن روزن است

তার সেবা মানে আল্লাহর সেবা
বাতায়নের কিরণ মানে সূর্য দেখা।

مارمیت از رمیت احمد است

دیدن او دیدن خالق شد است

তুমি নয়, কঙ্কর আমার হাতে নিক্ষেপিত
তার দিদার আল্লাহর দিদার বলে স্বীকৃত।

خواجہ را از چشم ابلیس لعین

منگر ونسبت مکن او را بطین

ওহে, দেখনা খাজাকে ইবলিসী চোখে
মাটি নয়, ভরপুর খোদায়ী নূরের ঝলকে।

অর্থাৎ মাটি দ্বারা তৈরী বলে মানবের প্রতিচ্ছবি জরুরী। তবে এটি তাদের মূল পরিচয় নয়। শুধু বাহ্যিক অবস্থা। যেরূপ ইবলিস হযরত আদম আলাইহিস সালামের মাঝে মাটি ও মানব সত্তাকে দেখেছে। ফলে অস্বীকারকারী ও বিতাড়িত হয়ে গেছে। পক্ষান্তরে ফেরেশতারা আদম আলাইহিস সালামের মাঝে বাস্তব নূর দেখেছে। তাই তারা সিজদায় অবনত হয়ে গেছে। সামুদ্রিক গাভীরও একই অবস্থা।





তারা শুধু মুক্তার ওপর প্রলেপিত কাদা মাটিকে দেখে তাই তা গ্রহণ করেনা। ফলে এ মূল্যবান মুক্তা হতে বঞ্চিত হয়ে যায়, যা এই কাদা মাটির ভিতরে আশ্রিত।

عام می خواہند ہر دم نام پاک

ایں اثر چوں نبود عشق ناک

সকলে চাই মুখে নিতে আল্লাহর নাম
ইশকের অনলে পুড়েনা বলে বিফলকাম।

সাধারণ লোকেরাও প্রতিটি মুহূর্তে আল্লাহর নাম নেয়। তবে এর ওপর পুরোপুরি ফল লাভ হয়না। তার কারণ এই যে, তারা মুখে তো নাম নিয়ে থাকে, তবে সে নাম প্রেমের উষ্ণতায় অন্তর থেকে বের হয়না। অপরদিকে যখন আল্লাহর ওলীরা আল্লাহর নাম নেয়, তখন তা বক্ষ হতে বের হয়। সেখানে ইশকে ইলাহীর আগুন লেলিহান শিখা দিয়ে প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠে আর ঐ বক্ষ বিরহ-বেদনার আহাজারিতে বিদীর্ণ হয়ে যায়। তাই আল্লাহর নৈকট্যশীল বান্দা ও সাধারণ মানুষের যিকিরের মধ্যে বিস্তর ব্যবধান রয়েছে। তাদের যিকিরের কাইফিয়ত অন্যদেরকেও মত্ততা ও প্রভাব দান করে।

যেহেতু আল্লাহর সাথে সম্পর্কের মধ্যে আউলিয়াদের ইশক-মুহাব্বতে নানা হাল ও কাইফিয়তের আধিক্য হয়। তাই মাঝে মধ্যে তাদের কথাবার্তা ও কাজকর্ম বাহ্যিক দলিলের পরিপন্থি বলে মনে হয়। সুতরাং দলিল সন্ধানীদের মনে তাদের ব্যাপারে নানা ধরনের সন্দেহ সৃষ্টি হয়ে যায়। ব্যাপারটি নিরসনের জন্য মাওলানা রূমী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন,

گفتگوے عاشقاں در کار رب

جوشش عشق است نے ترک ادب

প্রেমিকের কথামালা, আবেগের অগ্নিঝরা
বেআদবী নয়, তবে প্রেম উচ্ছ্বাসে ভরা।

মাওলানা রূমী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এখানে মূসা আলাইহিস সালামের সমকালীন জনৈক রাখালের স্মৃতিচারণ করছেন যে ছিল মযজুব। আল্লাহর ইশকের মধ্যে ছিল উন্মত্ত ও পাগলপারা। তার অন্তর ছিল খুবই ব্যথিত। একদিন প্রীতিপূর্ণ ভাষায় আরজ করতে লাগল, হে আমার মা'বুদ! আমার মাহবুব! তুমি কোথায়? আমাকে তোমার সন্ধান দাও। আমি এসে তোমার সেবা করব, তোমার জামা সেলাই করব। তোমার চুল পরিপাটি করব। অসুস্থ হলে তোমাকে সেবা শুশ্রূষা করব। যদি



www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com



তোমার ঘর চিনে নিতে পারি,তাহলে সকাল-সন্ধ্যা নিজের বকরীর দুধ ও ঘি তোমার ঘরে পৌঁছে দেব। তোমার হাতে চুমু খাব, তোমার পা টিপে দেব। রাতে তোমার বিশ্রামাগারকে খুবই পরিচ্ছন্ন করব। হে আমার মওলা, তোমার ওপর আমি এবং আমার সকল বকরী উৎসর্গীত। হযরত মূসা আলাইহিস সালাম যখন তার কথা ও মুনাজাত শুনলেন, তখন বললেন, বেআদব! তুমি কাফের হয়ে গেছ। এ সকল কথা আল্লাহর শানের উপযুক্ত নয়। তিনি এ সকল প্রয়োজন হতে পবিত্র। রাখাল যখন মূসা আলাইহিস সালামের কথা শুনল, তখন বলতে লাগল,

گفت اے موسی دہانم دوختی
وزپشیمانی تو جانم سوختی

হে মূসা! দিয়েছ আমার মুখে সেলাই
দিয়েছ অনুতাপ লজ্জায় প্রাণ জ্বালাই।

جامہ را بدرید وآہے کردتفت
سر نہاد اندر بیابان و برفت

জামা ছিড়ে দিয়ে প্রেম বেদনায় রিক্ত
জঙ্গলে ঢুকে প্রেম সাধনায় ব্যস্ত।

وحی آمد سوے موسی از خدا
بندہ ما را ز کردی جدا

বলেছেন আল্লাহ মূসাকে
পৃথক করেছ তুমি আমার বান্দাকে।

تو برائے وصل کردن آمدی
یا برائے فصل کردن آمدی

এসেছ তুমি কি উদ্দেশ্যে
সম্পর্কে জোড়াতে নাকি ছিন্ন করতে।

ہر کے رسیرتے بنہادہ ام
ہر یکے را اصطلاح دادہ ام





দিয়েছি আমি প্রত্যেককে নানা অবস্থা
দিয়েছি আমি সকলকে আলাদা পরিভাষা।

در حق او مدح در حق تو ذم
در حق او شہد در حق تو سم

তার শানে হামদ-ছানা, তোমার শানে নিন্দা বাণী
তার তরে মধু হলেও তোমার তরে বিষ জানি।

در حق او نور در حق تو نار
در حق او گل و در حق تو خار

তোমার শানে অগ্নিবীনা, তার শানে আলোর মালা,
তোমার তরে কাঁটা হলেও তার তরে গুল-বাগিচা।
দেখিনা আমি কারো চাকচিক্য ও কথাকে
তবে দেখি আমি আত্মার গতিকে।

موسیا آداب دانا دیگرند
سوختہ جان رواناں دیگرند

হে মূসা! জ্ঞানীদের আদব ভিন্ন
তবে প্রেমিকদের ব্যাপার অন্য।

خوش شہید را ز آب اولی تر است
ایں خطا از صد صواب اولی تر است

রক্ত নাপাক, তবে শহীদের খুন
প্রেমিকের উন্মাদনা হৃদয়ের দহন।

(তুমি জান যে, রক্ত অপবিত্র কিন্তু শহীদের রক্ত পবিত্রতার মধ্যে পানির চেয়েও কত না শ্রেষ্ঠ। তাই যদি শহীদের শরীর রক্তে রঞ্জিতও হয়ে যায়, তবুও তা ধৌত করা হয়না। সুতরাং এরূপ জেনে নাও, ঐ সকল ইশকে নেশাগ্রস্থ ও উন্মত্তদের কথাবার্তা। যদি এরূপ ভুলত্রুটিও হয়ে থাকে, তবুও তা আমার নিকট শত সহস্র সঠিক কথার চেয়ে প্রিয়।)



www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com



এই বিশ্লেষণটি এজন্য বর্ণনা করা হয়েছে যে, আল্লাহর আশেকদের অস্বাভাবিক অবস্থায় কোন কথা যদি দৃশ্যতঃ দলিলের পরিপন্থি হয়, তবুও তাদের ওপর প্রশ্ন করা যাবেনা। তবে তাদের একথা অনুসরণযোগ্য নয়।

মোটকথা আল্লাহর এই সকল নৈকট্যশীল বান্দারা আল্লাহর সহচর হয়ে থাকে। যেরূপ হাদীসে কুদসীতে সুস্পষ্টভাবে এসেছে, أَنَا مَعَ عَبْدِي إِذَا ذَكَرَنِي وَفِي رِوَايَةٍ حِينَ يَذْكُرُنِي. 'যখন আমার বান্দা আমাকে স্মরণ করে, তখন আমি তার সাথে থাকি।'[১] এভাবে বলা হয়েছে أَنَا جَلِيسُ مَنْ ذَكَرَنِي 'আমি ঐ সকল ব্যক্তিদের সঙ্গী, যারা আমাকে স্মরণ করে।'[২] সুতরাং যাদের মনেপ্রাণে আল্লাহর স্মরণ ও যিকির সর্বদা প্রবহমান, আল্লাহর দরবারে তারা চিরন্তন সঙ্গ লাভ করেন। তাই কুরআনে বলা হয়েছে, তোমরাও তাদের সাহচর্য, সান্নিধ্য ও সঙ্গলাভ করো, যাতে বন্ধুর বন্ধু দ্বারা তোমরাও বন্ধুত্বের সৌরভ লাভ করতে পার আর তাদের মাধ্যমে তোমরাও বন্ধুর সঙ্গলাভ করতে পার। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, আমরা আজ এই মর্মকথা ও বাস্তবতাকে ভুলে গেছি। আমরা এই মওলার তলব ও মুহাব্বত হতে বিমুখ হয়ে গেছি, যিনি আমাদেরকে শূণ্য হতে অস্তিত্ব দান করেছেন এবং অসংখ্য নিয়ামতরাজি দ্বারা সুশোভিত করেছেন আর অবশেষে আমাদেরকে তারই নিকট যেতে হবে। আমাদের অন্তর আল্লাহর ইশক-মুহাব্বতের সাথে কি পরিচিতি লাভ করবে। আল্লাহর স্মরণ হতেও তো বিমুখ হয়ে গেছে। বরং বিমুখতার কারণে এ অন্তর পাথরের চেয়েও কঠিনতর হয়ে গেছে।

প্রয়োজন এ বিষয়টির যে, ঐ সকল আশেক ও পাগলপারাদের অবস্থাদি শুনা যাতে তাদের রিক্ততা, ভঙ্গুর অবস্থা ও হৃদয় প্রজ্জলিত অবস্থাসমূহ শুনে আমাদের অন্তরের কঠোরতা চলে যায়। কুরআন মজিদ পাথরের তিনটি প্রকার বর্ণনা করে গাফেল অন্তরকে নাড়া দিয়েছে।

وَإِنَّ مِنَ ٱلْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ ٱلْأَنْهَرُ ۚ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ ٱلْمَآءُ ۚ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ ﴿٧٤﴾

'পাথরের মধ্যে এমনও আছে; যা থেকে ঝরণা প্রবাহিত হয়, এমনও আছে, যা বিদীর্ণ হয়, অতঃপর তা থেকে পানি নির্গত হয় এবং এমনও আছে, যা

[১]. আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব, ২:৩৯৪
[২]. কাশফুল খিফা, ১:২৩২





আল্লাহ্‌র ভয়ে খসে পড়তে থাকে! আল্লাহ তোমাদের কাজকর্ম সম্পর্কে বে-খবর নন।'[১]

এ স্থানে একথা বুঝানো হয়েছে যে, কিছু পাথরের মধ্যে এমন রিক্ততা ও কোমলতা সৃষ্টি হয়ে যায়, তা হতে নির্ঝরণী উৎসারিত হতে থাকে। নদী প্রবাহিত হতে থাকে এবং দূরদূরান্তের এলাকা পর্যন্ত সিঞ্চিত হয়ে মৃত জমিন নবজীবন লাভ করে। তবে কিছু পাথর এরূপ ভগ্ন অবস্থায় থাকে যে, তা বিদীর্ণ হয়ে যায় এবং তা থেকে পানি প্রবাহিত হতে থাকে। যদিও তা দূরদূরান্তের এলাকা পর্যন্ত ভূমিকে সিঞ্চিত করতে পারেনা, তবে যে সকল পিপাসার্তরা তার নিকট আসে, তারা অবশ্যই পিপাসা নিবারণ করতে পারে এবং এদের চতুর্পাশ চার পাশের এলাকাও সবুজ-শ্যামলরূপ ধারণ করে। তৃতীয় প্রকার পাথর বিদীর্ণ তো হয়না, তবে আল্লাহর ভয়ে কম্পিত হয় এবং খসে পড়ে। যদিও তারা অন্যের পিপাসা নিবারণ করতে পারেনা, তবে নিদেনপক্ষে নিজেরা তো আল্লাহর দরবারে খসে পড়ে সিজদাবনত হয়ে যায়। কুরআন ডাক দিয়ে বলছে, হে গাফেলরা, এটি তো পাথরের অবস্থা। তোমাদের কি হল? তোমরা পাথরের অনুরূপও থাকতে পারলেনা। যদি না কখনো তোমাদের চোখ হতে এ পাথরের মত আল্লাহর ভয়ে ঝরণাসমূহ উৎসারিত হতো! আল্লাহর মা'রিফাতের নদী প্রবাহিত হতো! অতঃপর তোমাদের দ্বারা আমার গাফেল বান্দাদের অন্তরের শুষ্ক উপত্যকাও সিঞ্চিত হতে থাকত! তাদের উঝাড় অন্তর আবাদ হতে লাগত! তাদের বিরান বক্ষদেশ সবুজ-শ্যামল হতে লাগত।

কিন্তু তোমরা এরূপ থাকলেনা। যদি না তোমরা দ্বিতীয় প্রকারের পাথরের অনুরূপ হতে! আমার ভালোবাসা ও ভয়ে তোমাদের চক্ষু হতে অশ্রু-ফোটা প্রবাহিত হত! তোমাদের অন্তর হতে আমার মা'রিফাতের সামান্য পরিমাণ পানি ঝরে পড়ত! তোমরা যদি আমার সৌন্দর্যের ঝলকের কিছু স্বাদ পেতে! তোমাদের সান্নিধ্য লাভকারীরা যদি ইশকের উন্মত্ততা পেত! তোমরা যদি আমার নৈকট্য ও সান্নিধ্যের কল্পনার স্বাদ অনুভব করতে! তোমাদের নৈকট্য লাভকারীরা যৎসামান্য ইশক-মুহাব্বতের উষ্ণতা পেয়ে যেত! যদি তোমরা তোমাদের সামান্য অবস্থা সংশোধন করতে, তবে তা কিছুটা আমার গাফেল বান্দাদের জন্য কাজ হত! কিন্তু তোমরা তাও করতে পারলেনা। যদি তোমরা তৃতীয় প্রকার পাথরের অনুরূপ হয়ে যেতে! আমার কথা শুনে এবং আমার স্মরণে কখনো আমার ভালোবাসায় বিগলে যেতে! কখনো আমার ভয়ে কেঁপে উঠতে! তোমাদের অন্তর ভীত হয়ে যেত এবং তোমাদের মস্তক আমার দরবারে সিজদাবনত হয়ে যেত! এর দ্বারা তোমরা তো কিছু না কিছু আমার

[১]. আল-কুরআন, সূরা বাকারা, ২:৭৪



www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com



বন্দেগীর আনন্দ পেতে! আমার ভালোবাসার কিছু না কিছু উচ্ছ্বাস পেতে! আমার ভয়ের কিছু না কিছু ফয়েজ পেতে! যদি তোমরা আমার দরবারে ঝুঁকে পড়তে! তাহলে নিদেনপক্ষে তোমরা তো সংশোধন হয়ে যেতে! অতঃপর তোমাদের ঝুঁকানো অবস্থা দেখে কোন বিমুখ বান্দাও এই আকাঙ্ক্ষায় মাথা ঝুঁকিয়ে নিত। তোমাদের কম্পন দেখে গাফেলরাও কোন না কোন রাস্তা পেয়ে যেত! কিন্তু পরিতাপের বিষয়! তোমরা এরূপও নয়। পাথর তো তোমাদের চেয়ে অগ্রসর হয়ে গেছে। নিঃসন্দেহে আল্লাহর ভালোবাসা, আল্লাহর ভয় ও আল্লাহর মা'রিফাতের মধ্যে আল্লাহ ওয়ালাদের অন্তর সকল অবস্থা ও কাইফিয়ত পূর্ণমাত্রায় লাভ করে থাকে। তারা শুধু নিজেরা তৃপ্তি নিবারণ করেননি, বরং উম্মতের আধ্যাত্মিক জগতের সবুজ-শ্যামলতারও মাধ্যম বনেছেন। এসো, তাদের স্মৃতিচারণ করি এবং তাদের সান্নিধ্যে গিয়ে বসি যাতে তাদের কথা শুনে আমাদের জীবন কিছুটা পরিশুদ্ধ হয়ে যায়। তাদের অবস্থা জেনে আমাদের অবস্থা কিছুটা সংশোধন হয়ে যায়। তাদের জাগরন দেখে আমাদের মোহনিদ্রা কিছুটা ভেঙ্গে যায়। তাদের কান্নাকাটি ও আহাজারি দেখে আমরা কিছুটা কান্নাকাটির পদ্ধতি আয়ত্ব করি। মাহবুবের জন্য তাদের অস্থিরতা দেখে আমরাও কিছুটা অস্থিরতার পথ অবলম্বন করি। তাদের নির্মোহিতা দেখে আমরা নফসের বন্ধিত্ব হতে কিছুটা মুক্তির স্বাদ আস্বাদন করি। তাদের রিয়াজত ও মুযাহাদা দেখে আমরা সাহসের কোমর বাঁধা শিখি। তাদের বিহবলতা ও মুশাহাদা দেখে আমরা দর্শন লাভের স্বাদে কিছুটা অনুসন্ধিৎসু হই।

তাই এই কিতাবের নামও রেখেছি تذکرے اور محبتیں। কিতবটি আমার শায়খে তরীকত কুদওয়াতুল আউলিয়া হযরত তাহের আলাউদ্দিন গিলানী বাগদাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির মাধ্যমে শায়খুল কুল সুলতানুল আউলিয়া সৈয়দুনা গাউসে আযম হযরত আবূ মুহাম্মদ মুহিউদ্দিন শায়খ আবদুল কাদের জিলানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির খেদমতে উৎসর্গ করছি আর কিতাবটি তাঁরই নামে উৎসর্গ করছি, যাতে আল্লাহর দরবারে তাঁর পবিত্র নামের বরকতে তা গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে।

آمین بجاہ سید المرسلین ﷺ





## রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র জীবন আলোচনা

হযরত আনাস ইবনে মালেক ও হযরত আবূ হুরাইরা রাদিআল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন :

২. আমি যা জানি, তোমরা যদি তা জেনে নাও, তাহলে হাসবে কম, কাঁদবে বেশি।

৩. আগার ইবনে ইয়াসার আল-মুযনী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, হে লোক সকল! আল্লাহর দরবারে অধিকহারে তাওবা করো। তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো। আমি নিজে দৈনিক একশ বার তাওবা করি।

৪. আবূ সালেহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে এত অধিক পরিমাণে ইবাদত করতেন যে, তাঁর পদযুগল ফুলে যেত। সাহাবায়ে কিরাম আরজ করলেন, হে রাসূলুল্লাহ! আপনি কেন এত কষ্ট করেন অথচ আল্লাহ তা'আলা আপনার জন্য ক্ষমা ও মাগফিরাতের অঙ্গীকার করেছেন, তখন হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন! আমি কি আল্লাহর বন্দেগী ও কৃতজ্ঞতা স্বীকার করবনা?

৫. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, দুনিয়া হতে নিস্পৃহতা ও নির্মোহিতা আত্মা ও অন্তরকে প্রকৃত শান্তি দেয় আর দুনিয়ার সাথে অন্তরঙ্গতা ও প্রীতিভাব জীবনে দুঃখ ও হতাশা বাড়িয়ে দেয়।

৬. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, ধন-সম্পদের লালসা ও প্রীতি অন্তরে এভাবে কপটতা সৃষ্টি করে, যেভাবে পানি উদ্ভিদ উৎপন্ন করে। আরো বলেন, দুটি ক্ষুধার্ত নেকড়ে ছাগলের পালে এ পরিমাণ অনিষ্ট ও ক্ষতি করতে পারেনা, যে পরিমাণ ক্ষতি ও অনিষ্ট সম্পদ ও প্রাণের প্রীতি মুসলমানদের অন্তরে করে থাকে।

৭. একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি মৃত ছাগলের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন এবং বললেন, দেখো, এই মৃত প্রাণীটি কীভাবে অসহায় ও অপমানিত হয়ে পড়ে রয়েছে। কেউ তার প্রতি মনোযোগ দিচ্ছেনা। বললেন, ঐ আল্লাহর শপথ, যার কুদরতী হাতে আমি মুহাম্মদের প্রাণ! আল্লাহ তা'আলার নিকট দুনিয়া এর চেয়েও অধিক অপমানিত ও লাঞ্ছিত। যদি দুনিয়ার মূল্য আল্লাহ তা'আলা নিকট একটি মাছির ডানার অনুরূপও হত, তাহলে কোন



www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com



কাফের এক অঞ্জলি পানিও পেতনা। আরো বললেন, দুনিয়ার প্রীতি হচ্ছে সকল পাপের মূল। দুনিয়া হচ্ছে নষ্ট লোকদের আবাসস্থল এবং নিঃস্বদের সম্পদ।

৮. তিনি ইরশাদ করেন, কিয়ামতের দিন কিছুলোক এরূপও আসবে, যাদের আমলের পরিমাণ হবে 'তিহামার' পাহাড়ের অনুরূপ। কিন্তু তাদেরকে দোযখে পাঠিয়ে দেয়া হবে। তারা নামাজীও হবে। হবে রোজাদার ও তাহাজ্জুদগুজার। কিন্তু দুনিয়া ও সম্পদের প্রীতির নিগটে বন্দী হবে।

আমাদের উচিত নিজেদের অন্তরকে দুনিয়া ও ধন-সম্পদের প্রীতি থেকে মুক্ত রাখা। পার্থিব ধন-সম্পদ অর্জন করি এবং তা ব্যবহারও করি, কিন্তু এর লালসা ও আকাঙ্ক্ষা অন্তর ও মস্তিস্কে যেন কখনো লালন না করি।

৯. হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদিআল্লাহু আনহা বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের সাথে কথাবার্তা বলতেন এবং আমরাও তার সাথে কথাবার্তা বলতাম; কিন্তু যখন নামাজের সময় আসত, তখন তাঁর অবস্থা এরূপ হত যে, মনে হয় তিনি যেন আমাদেরকে চিনতেন না, আর না আমরাও তাঁকে চিনতাম।

আরেকটি রেওয়ায়তে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আজানের ধ্বনি শুনতেন, তখন হতে তাঁর অবস্থা এরূপ হত যে, মনে হয় তিনি কাউকেও চিনতেন না।

১০. আল্লাহর সান্নিধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনেক মুহূর্ত এরূপ কাটিয়ে দিতেন যে, তিনি শুধু আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কাউকে চিনতেন না।

সুতরাং একবার হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদিআল্লাহু আনহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গেলেন। সে সময় তিনি বিশেষ সঙ্গলাভ ও সান্নিধ্যের জ্যোতিতে বিভোর ছিলেন। আল্লাহর সান্নিধ্যের ও বড়ত্বের এই অবস্থা ছিল যে, তিনি হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদিআল্লাহু আনহাকে চিনতে পারেননি। তাই জিজ্ঞাসা করলেন, مَنْ أَنْتَ؟ তুমি কে? আরজ করলেন, أَنَا عَائِشَةُ আমি আয়েশা। তারপরও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে চিনতে পারেননি। সুতরাং আবার জিজ্ঞাসা করলেন, مَنْ عَائِشَةُ؟ আয়েশা কে? আরজ করলেন, بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ আবূ বকরের কন্যা। তারপরেও তাঁর ঐ অস্বাভাবিক অবস্থার অবসান হয়নি। তাই জিজ্ঞাসা করলেন, مَنْ أَبُوْ بَكْرٍ؟ আবূ বকর কে? আরজ করলেন, اِبْنُ أَبِي قُحَافَةَ আবূ কুহাফার ছেলে। তিনি আবার জিজ্ঞাসা





করলেন, مَنْ أَبُوْ قُحَافَةَ؟ আবূ কুহাফা কে? তখন হযরত আয়েশার ওপর ভীত-সন্ত্রস্তের অবতারণা হল, তাই নীরবে ফিরে গেলেন। অতঃপর যখন তিনি এই অবস্থা কাটিয়ে উঠলেন, তখন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদিআল্লাহু আনহা সকল ঘটনা বলে শুনালেন।

তিনি ইরশাদ করলেন,

لِيْ مَعَ اللهِ وَقْتٌ لاَ يَسَعُنِي فِيْهِ مَلَكٌ مُقَرَّبٌ وَلاَ نَبِيٌّ مُرْسَلٌ.

'হে আয়শা) আমার ওপর সান্নিধ্য ও সঙ্গলাভের মুহূর্তে কখনো কখনো এমন বিশেষ অবস্থা এসে যায়, সে সময়ে আমার নিকট না তো কোন নবী-রাসূল পৌঁছতে পারে, আর না কোন নৈকট্যশীল ফেরেশেতা।'[১]

১১. একদিন হযরত হারেস রাদিআল্লাহু আনহু যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে উপস্থিত হলেন, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন:

হে হারেস! তুমি কীভাবে সকাল অতিবাহিত করেছ? আরজ করলেন, আমি আল্লাহর সত্যতার ওপর বিশ্বাস রাখা অবস্থায় সকাল অতিবাহিত করেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে হারেস, চিন্তা করো, তুমি কী বলছ। কেননা প্রত্যেক বস্তুর জন্য একটি মূল বিষয় থাকে। তোমার ঈমানের মূল বিষয় কি? হারেস রাদিআল্লাহু আনহু আরজ করলেন, আমি দুনিয়া হতে স্বীয় নফস বের করে আল্লাহকে চিনেছি। এর পরিচয় এটি যে, পাথর, স্বর্ণ, রূপা ও মাটি আমার নিকট সবই সমান। আমি দুনিয়া বিমুখ হয়ে পরকালের ধ্যানে মগ্ন হয়ে পড়েছি। এখন আমি রাতে জাগ্রত থাকি এবং দিনে অনাহারে থাকি। এমনকি বর্তমানে এরূপ হয়ে গেছে যে, মনে হয় আমি স্বীয় রবের আরশকে স্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছি। জান্নাতীদের সাথে জান্নাতে সাক্ষাৎ এবং জাহান্নামীদেরকে আগুনের মধ্যে পরস্পর যুদ্ধরত অবস্থায় দেখতে পাচ্ছি। এক বর্ণনা মতে, লজ্জিত ও দুঃখিত অবস্থায় দেখতে পাচ্ছি।

তার একথায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন:

হে হারেস! তুমি স্বীয় রবকে চিনে নিয়েছ। তুমি এতে স্থির থাক। এ বাক্যটি তিনি তিনবার বললেন। আশা করি আমাদের অবস্থা এরূপ হয়ে যাবে, আমরাও ঈমানের বাস্তবতা ও মূল তথ্য পেয়ে যাব। آمين بجاه سيد المرسلين ﷺ।

[১]. কাশফুল খেফা, ২:২৪৪



www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com



# খোলাফায়ে রাশেদীনের জীবন আলোচনা

## হযরত আবূ বকর রাদিআল্লাহু আনহু

হযরত আবূ বকর সিদ্দিক রাদিআল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গুহাসঙ্গী এবং ঐ সৌভাগ্যবান সাহাবী যাঁর ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আবূ বকরের সম্পদ হতে আমি যে পরিমাণ উপকৃত হয়েছি, সে পরিমাণ উপকার অন্য কারো সম্পদ দ্বারা লাভ করিনি।

হযরত আবূ বকর সিদ্দিক রাদিআল্লাহু আনহুর আশা-ভীতির এ অবস্থা ছিল যে, মুতরিব ইবনে আবদুল্লাহ হতে বর্ণিত, হযরত আবূ বকর সিদ্দিক রাদিআল্লাহু আনহু বলেন, যদি কোন ঘোষণাকারী এ মর্মে ঘোষণা করে যে, জান্নাতে মাত্র একজন ব্যক্তি প্রবেশ করবে, তাহলে আমি আশাবাদী যে, সে ব্যক্তি আমিই হব আর যদি কেউ এ ধ্বনি উচ্চারণ করে যে, দোযখে মাত্র একজন ব্যক্তিই যাবে, তাহলে আমার আশঙ্কা রয়েছে যে, আমি কিনা সে ব্যক্তি হই।

কথিত আছে যে, যখন নামাজের সময় হত, তখন হযরত আবূ বকর সিদ্দিক রাদিআল্লাহু আনহু বলতেন, হে আদম সন্তান! উঠ, ঐ আগুনকে নির্বাপিত করে দাও, যা তোমরা নিজেরাই জ্বালিয়ে রেখেছ।

তাঁর তাকওয়ার এই অবস্থা ছিল যে, যদি কখনো তিনি কোন জিনিস ভক্ষণ করতেন, অতঃপর তাতে কোন সন্দেহ সৃষ্টি হত, তৎক্ষণাৎ বমি করে তা উগরে ফেলে দিতেন এবং বলতেন, আল্লাহর কসম! যদি এই সংশয়াবিশিষ্ট ভক্ষণকৃত বস্তুর সাথে আমার প্রাণও বের হয়ে যায়, তাহলে আমি তা বের করে দিতে কোন দ্বিধা করবনা। কেননা, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র ওহীর মুখপত্র-জবান হতে একথা শুনেছি যে, যে শরীর হারাম খাদ্য খেয়েছে, তা আগুনের অতি নিকট হবে। তিনি এ আকাঙ্ক্ষাও করতেন যে, যদি আমি উদ্ভিদ হতাম এবং আমাকে পশু-পাখিরা খেত! আযাবের ভয় এবং কিয়ামত দিবসের হিসাবের ভীতিতে চিন্তায় খেয়াল করি যে, যদি আমাকে সৃষ্টি করা না হত।

তিনি এ প্রার্থনা করতেন, হে আল্লাহ আমার শেষ বয়সে বরকত ও কল্যাণ দান করুন এবং পূণ্যময় কাজে যেন আমার জীবন শেষ হয় আর তোমার সাক্ষাতের দিবস যেন আমার জীবনের শ্রেষ্টতম দিবস হয়।

খোদাভীতির অবস্থা এরূপ ছিল যে, একদিন তিনি একটি বাগানে গেলেন। যেখানে একটি বৃক্ষ ছিল। এর ছায়ায় একটি চড়ুই পাখি দেখে হতাশা ব্যক্ত করে





বললেন, চড়ুই, তুমি বড়ই ভাগ্যবান। গাছের ফল খেয়ে থাক। গাছের ছায়ায় অবস্থান কর আর হিসাব-কিতাব হতে মুক্ত।

হযরত আবূ বকর সিদ্দিক রাদিআল্লাহু আনহুর বিনয় ও নম্রতার অবস্থা এই ছিল যে, যখন তিনি নামাজ পড়তেন, তখন কাঠের ন্যায় সোজা দাঁড়িয়ে থাকতেন আর দিনের বেলায় নীরবতা পালন করতে মুখে কয়েকবার কুলুখ এঁটে দিতেন। আবূ বকর ওয়াসেতী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, তাসাউফভিত্তিক প্রথম বয়ান উম্মতের মধ্যে হযরত আবূ বকর সিদ্দিক রাদিআল্লাহু আনহুর জবান হতে এসেছে যা হতে সূফিয়া কিরাম সূক্ষ্মার্থ গ্রহণ করেছেন এবং বুদ্ধিমানরা আটকে গেছে।

সে বয়ানটি হচ্ছে, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রশ্ন করলেন, হে আবূ বকর, তুমি স্বীয় পরিবার-পরিজনদের জন্য কি রেখে এসেছ? উত্তরে সিদ্দিকে আকবর রাদিআল্লাহু আনহু বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনি গরমের দিনে রোজা পালন করতেন। হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদিআল্লাহু আনহা বলেন, যখন তিনি প্রভুর সান্নিধ্যে চলে যান, তখন উত্তরাধিকারীদের জন্য কোন দিরহাম ও দিনার রেখে যাননি। এমনকি তিনি বায়তুল মাল হতে যে পরিমাণ সম্পদ নিয়েছিলেন, তার সবগুলো বায়তুল মালে ফেরত দিয়েছিলেন।[১]

## হযরত ওমর ফারুক রাদিআল্লাহু আনহু

হযরত ওমর ফারুক রাদিআল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্যতম প্রিয় সাহাবী। আল্লাহর দরবারে তাঁর কর্মকাণ্ড এ পরিমাণ গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেছে যে, যখন প্রারম্ভিককালে হযরত ওমর রাদিআল্লাহু আনহু ইসলাম গ্রহণ করেন, তখন হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে উপস্থিত হয়ে আরজ করলেন, হে সাইয়্যিদে আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আকাশের অধিপতি ওমরের ইসলাম গ্রহণ করায় আজ আপনাকে মুবারকবাদ জানাচ্ছেন।

তিনি বলেন, মন্দলোকদের সঙ্গলাভ হতে একাকীত্ব ও নির্জনতা অবলম্বনের মধ্যে প্রকৃত সুখ ও শান্তি। নির্জনতা দুটি পদ্ধতিতে হয়ে থাকে। এক. মাখলুক হতে দূরত্ব অবলম্বন করা। দুই. তাদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করা। إِعْرَاضٌ عَنِ الْخَلْقِ মাখলুক হতে দূরত্ব বজায় রাখার পদ্ধতি এটি যে, বান্দা তাদের থেকে বিমুখ হয়ে নির্জনতায় বসে যাবে এবং দৃশ্যতঃ বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গলাভ হতে অসন্তুষ্ট হয়ে যাবে আর নিজের

১. কিতাবুয যুহদ



www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com



আমলের দোষ-ত্রুটি দেখা দ্বারা নিজের মধ্যে প্রশান্তি লাভ করবে, মানুষের সাথে মেলামেশা হতে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখবে এবং নিজের দোষকর্ম হতে তাদেরকে হেফাযত রাখবে। কিন্তু সৃষ্টির সাথে সম্পর্কচ্ছেদের পদ্ধতি এটি যে, সে দৃশ্যত কোন সম্পর্ক রাখবেনা। যখন কারো অন্তর মাখলুকের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ হয়ে যায়, তখন কোন মাখলুকের এই সন্দেহ-সংশয় থাকেনা যে, তাদের খেয়াল তার অন্তরের ওপর বিজয় লাভ করতে পারে। এই সময় এ ব্যক্তিটি যদিও সৃষ্টির মধ্যে বিদ্যমান থাকে, কিন্তু বাস্তবে সে একাকী থাকে আর তার ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা তাদের থেকে ভিন্ন হয়। এই স্তরটি খুবই উচুঁ এবং আশঙ্কা হতে মুক্ত। এটি সহজ-সরল ও সঠিক পদ্ধতি আর হযরত ওমর রাদিআল্লাহু আনহু এই স্তরে উপনীত হয়েছিলেন। তিনি দৃশ্যতঃ সৃষ্টির মাঝে খিলাফত ও শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন, কিন্তু তার অন্তর নির্জনতা ও একাকীত্বে দ্বারা শান্তি পেত। তাঁর ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, শয়তান ওমরের ছায়া হতেও অনেক দূরে পালিয়ে যায়।

হযরত ওমর রাদিআল্লাহু আনহু বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর ক্রোধকে শীতল করেছেন, সে ব্যক্তি ঐ কাজ করেছেন, যা আল্লাহর ইচ্ছা ছিল। যদি কিয়ামত সংঘটিত না হত, তাহলে তোমরা ঐ সবকিছু দেখতে, যা তোমাদের ধারণার পুরোপুরি বিপরীত হত। এরপর তিনি একটি কাঁচা ইট তুলে বললেন, হায়! আমি যদি এ ইট হতাম। হায়! আমার মা যদি আমাকে জন্মই না দিত। হায়! আমি যদি কিছুই না হতাম।

সূফিরা হযরত ওমরের বৈশিষ্টাবলীকে নিজেদের জন্য আদর্শ ও চলার পথ মনে করেন। যেমন– তারা জোড়া-তালি লাগানো অসামঞ্জশ্যশীল কাপড় পরিধান করে। মনোজাগতিক চাহিদা পরিত্যাগ করেন সংশয়াবিষ্ট বস্তু হতে বেঁচে তাকে। সকল কর্মকাণ্ডে ইজ্জত-সম্মান প্রদর্শন করেন। সত্য সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হওয়ার পর মানুষের মন্দ কথাকে পরোয়া করেননা। বাতিলকে মিটিয়ে দেন। অধিকারের দিক দিয়ে আত্মীয়-অনাত্মীয় সকলের সাথে একই আচরণ করেন। ইবাদত-বন্দেগী ও আনুগত্যের মধ্যে কঠোরতা অবলম্বন করেন এবং নিষিদ্ধ বস্তু হতে বেঁচে থাকতে কট্টরতা অবলম্বন করেন। হযরত ওমর রাদিআল্লাহু আনহু বলেন, আমি চারটি বিষয়ে ইবাদতকে মজুদ পেয়েছি।

১. আল্লাহর ফরজসমূহের যথাযথ আদায়।
২. আল্লাহর নিষেধকৃত বস্তু হতে বেঁচে থাকা।
৩. শুধু আল্লাহর কাছে পূণ্য লাভের উদ্দেশ্যে সৎকাজের আদেশ দান।
৪. আল্লাহর ক্রোধ হতে বেঁচে থাকার জন্য অসৎকাজে বাধা দান।





হযরত আমিরুল মুমিনীন ওমর ইবনে খাত্তাব রাদিআল্লাহু আনহু একদিন সূরা তাকবীর পড়ছিলেন আর যখন وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ 'আর যখন আমলনামা খোলা হবে'র মধ্যে পৌঁছলেন, তখন অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন এবং দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত জমিনে কাতরাতে থাকলেন। হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজিজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাবের এ অবস্থা ছিল যে, যখন কিয়ামুল লাইলের কোন আয়াত আসত, তখন অচেতন হয়ে পড়ে যেতেন। এমনকি কয়েকদিন পর্যন্ত রোগীর ন্যায় তাঁকে সেবা-শুশ্রূষা করা হত আর তাঁর খিলাফতের সময় তিনি না রাতে ঘুমাতেন, আর না দিনে। বরং কখনো বসা অবস্থায় সামান্য তন্দ্রাভাব আসত। তিনি বলতেন, যদি আমি রাত্রে ঘুমাতাম, তাহলে আমি নিজেকে হারিয়ে ফেলতাম আর যদি দিনে ঘুমাতাম, তাহলে প্রজাদেরকে হারিয়ে ফেলতাম আর আমাকে তাদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত করা হবে।

হযরত ওমর রাদিআল্লাহু আনহুর এ অবস্থা ছিল যে, অশ্রু গড়িয়ে পড়তে পড়তে তাঁর চেহারায় দুটি কালরেখা পড়েছিল।

আমিরুল মুমিনীন হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব রাদিআল্লাহু আনহু বলতেন, আমি হালাল বস্তুর দশভাগ হতে নয়ভাগ এ ভয়ে ছেড়ে দিতাম যে, কখনো যেন হারামের একভাগে বন্দী হয়ে না যায়।

হযরত যায়েদ ইবনে আসলাম রাদিআল্লাহু আনহু হতে হযরত ফারুকে আজম রাদিআল্লাহু আনহুর ব্যাপারে বর্ণিত, একরাতে তিনি জনসাধারণের খেদমতের জন্য বের হলেন। তখন একটি ঘরে প্রদ্বীপ জ্বলছিল। তখন সুতা কাটা অবস্থায় এক বৃদ্ধা মহিলা এই রুবিতাগুলো পড়ছিল:

عَلَى مُحَمَّدٍ صَلاَةُ الأَبْرَارِ
صَلَّى عَلَيْهِ الطَّيِّبُوْنَ الأَخْيَارِ
قَدْ كُنْتُ قَوَّامًا بِكَا بِالأَسْحَارِ
يَا لَيْتَ شِعْرِيْ وَالمَنَايَا أَطْوَارِ
هَلْ تَجْمَعُنِي وَحَبِيْبِيْ الدَّارِ

(আল্লাহর সকল অনুসারীদের পক্ষ হতে হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি সালাম; সকল পূণ্যাত্মা ও মুত্তাকীদের পক্ষ হতেও। তিনি রাতের বেলায় আল্লাহর স্মরণে অধিক দণ্ডায়মানকারী এবং ভোর বেলায় অশ্রু



www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com



বিসর্জনকারী ছিলেন। হায় আফসোস! মৃত্যুর কারণ নানা ধরনের। যদি না আমি জেনে যেতাম, কিয়ামতের দিন আমি আমার প্রিয় হাবিবের সঙ্গলাভ করতে পারব।)

এ কবিতাগুলো শুনে হযরত ওমর ফারুক রাদিআল্লাহু আনহুর হৃদয়ে প্রকৃত মুনিবের স্মরণ জাগ্রত হয়ে উঠল। যার ওপর তিনি অঝোরধারায় কাঁদতে লাগলেন এবং দরজায় নাড়া দিলেন। মহিলাটি জিজ্ঞাসা করল, কে? উত্তরে তিনি বললেন, ওমর ইবনুল খাত্তাব। মহিলাটি বলল, এত রাতে ওমরের এখানে কি কাজ? তিনি বললেন, আল্লাহ তোমাকে উত্তম প্রতিদান দান করুক, দরজাটি খোল। সে দরজাটি খুলল। তিনি ভিতরে গিয়ে বসলেন এবং বললেন, যে কবিতাগুলো তুমি পড়েছিলে, তা আবার পড়ো। সে যখন দ্বিতীয়বার পড়ল, তখন তিনি বলতে লাগলেন, এই সৌভাগ্যবান ও পবিত্র কবিতার মধ্যে তোমার সাথে আমাকেও অন্তর্ভুক্ত করে নিয়ে বল, আশা করি আমরা উভয়ে পরকালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাক্ষাৎ লাভ করব আর হে ক্ষমাকারী! ওমরকে ক্ষমা করে দিন।

কাজী সুলাইমান মনসূরপুরীর মতে, হযরত ওমর ফারুক রাদিআল্লাহু আনহু এরপর কিছুদিন শয্যাশায়ী ছিলেন।

درد مند عشق را دارد بجز دیدار نیست

প্রেম-বেদনায় দগ্ধরা দর্শন ব্যতীত অন্য কিছু চিনেনা।

একদিন হযরত ওমর ফারুক রাদিআল্লাহু আনহু স্বীয় খিলাফতের যুগে পানিভর্তি একটি মশক স্বীয় কাধেঁর ওপর রেখে জনৈক অসহায় মুসলমানের দরজার কাছে গিয়ে আওয়াজ দিলেন, দরজা খোল। বেহেশতী পানি দ্বারা তৃপ্ত হও। লোকেরা আরজ করল, হে আমিরুল মুমিনীন আপনি এটা কি করছেন! আপনি খলিফাতুল মুসলিমীন, আপনার পানিবাহক হওয়ার কি প্রয়োজন? ইরশাদ করলেন,

আমার মনে এ ধারণাটি এসেছে যে, ওমরের নিকট পারস্য ও রোম সম্রাটের প্রতিনিধিরা আসে। অতঃপর আমি মনের এই চিকিৎসাটি করেছি। যাতে মনের অভ্যাস ঠিক হয়ে যায়।

হযরত ওমর রাদিআল্লাহু আনহুকে যখন ছোরা দ্বারা আঘাত করা হয়েছিল এবং শাহাদাতের সময় নিকটতর হয়েছিল, তখন এ অবস্থায় হযরত সুহাইব রুমী রাদিআল্লাহু আনহু হাজির হলেন আর আরজ করতে লাগলেন, واعمراه، واحبيباه، واخاه তখন তার একথার ওপর হযরত ওমর রাদিআল্লাহু আনহু বলতে লাগলেন, হে সুহাইব, আমার প্রশংসা করোনা। যদি আল্লাহ তা'আলা আমাকে কোন আমলের প্রতিদান না দেন, শুধু সমতার ওপর ছেড়ে দেন, তাহলেও আমি একে গনীমত মনে করব।





## হযরত উসমান গনী রাদিআল্লাহু আনহু

তিনি মুসলিম উম্মাহর তৃতীয় খলীফা ছিলেন। একদিন তিনি স্বীয় বাগানে লাকড়ীর পুঁটলি নিজ কাঁধে নিয়েছিলেন। অথচ তখন তাঁর একাধিক দাস ছিল। কেউ আরজ করল, আপনি এ পুঁটলি কোন দাসের কাঁধে তুলে দিলেন না কেন? উত্তরে তিনি বললেন, আমি এটা কোন দাসের কাঁধে তুলে দিতে পারতাম। তবে, আমার ইচ্ছা ছিল যে, আমি যেন স্বীয় মনকে পরীক্ষা করি, সে কি বিনম্রতা-সহকারে একাজটি গ্রহণ ও পছন্দ করে কিনা? এখানে এ বিষয়টি সুস্পষ্ট যে, হযরত উসমান রাদিআল্লাহু আনহু নফসের মোযাহাদাকে আপন করে নিচ্ছিলেন, যেন তা ধন-সম্পদ ও মান-সম্মান দ্বারা সন্তুষ্ট ও প্রশান্তি হয়ে না যায়। তিনি প্রত্যেক রাকাতের কিয়ামে সাব তিওয়াল (সূরা বাকারা, সূরা আলে ইমরান, সূরা নিসা, সূরা মায়িদা, সূরা আনআম ও সূরা আনফাল) পড়তেন এবং রাতে জাগ্রত থাকতেন। তিনি বলেন, আমি কল্যাণ চারটি জিনিসের মধ্যে গচ্ছিত পেয়েছি:

১. নফল ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহর ভালোবাসা প্রকাশের মধ্যে।
২. আল্লাহর নির্দেশ ও বিধানাবলীর ওপর ধৈর্য ধারণের মধ্যে।
৩. আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত তাকদিরের ওপর সন্তুষ্ট থাকার মধ্যে।
৪. আল্লাহর দৃষ্টিকে লজ্জা করার মধ্যে।

হযরত উসমান রাদিআল্লাহু আনহু দিনের বেলায় রোজা রাখতেন আর রাতের বেলায় দণ্ডায়মান হয়ে নামাজ পড়তেন। নির্জনতায় ঘুমাতেন। প্রায় সময় এক রাকাতে পুরো কুরআন মজিদ শেষ করতেন। মানুষদেরকে ওয়াজ শুনাতেন, ভালো ভালো খাবার দিতেন। নিজ ঘরে গিয়ে সিরকা ও চর্বি খেতেন এবং স্বীয় দাসদেরকেও তাতে শরিক করতেন আর একে কোন দোষ ও অপমানজনক বিষয় বলে মনে করতেন না। যখন কোন কবরের নিকট দিয়ে যেতেন, তখন এ পরিমাণ কাঁদতেন যে, দাঁড়ি মুবারক ভিজে যেত।

## হযরত আলী মুরতাদা রাদিআল্লাহু আনহু

তরীকতের সকল সিলসিলা হযরত আলী রাদিআল্লাহু আনহুর সাথে গিয়ে মিলে যায়। তিনি ছিলেন মুসলমানদের চতুর্থ খলিফা এবং বাল্যকাল হতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত একজন সাহাবী।

হযরত আলী রাদিআল্লাহু আনহু বলেন, ঈমান কলবের মধ্যে একটি শ্বেত বিন্দুর মত। যখনই ঈমান বৃদ্ধি পায়, কলবও তখন শ্বেত হয়ে যায় আর কপটতা অন্তরের কৃষ্ণ বিন্দুর আকারে প্রকাশিত হয় আর যখনই তা অন্তরে স্থান করে নেয়,



www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com



তখন এ কৃষ্ণতাও বেড়ে যায়। এমনকি যখন কপটতা পূর্ণাঙ্গভাবে অন্তরে ছেয়ে যায়, তখন পুরো অন্তর কৃষ্ণ হয়ে যায়।

একদিন কেউ তাঁকে জিজ্ঞাসা করল যে, সবচেয়ে বড় নির্দোষ ব্যক্তি কে? উত্তরে তিনি বললেন, যে ব্যক্তি বুদ্ধিকে নিজের আমির, উপদেশ-নসীহতকে নিজের লাগাম, ধৈর্যকে নিজের নেতা, তাকওয়াকে নিজের রক্ষক, খোদাভীতিকে নিজের সঙ্গী এবং মৃত্যু ও বিপদকে নিজের বন্ধু বানিয়েছে।

তাঁর অমুখাপেক্ষিতা ও নির্মোহতার এ অবস্থা ছিল যে, তাঁর ব্যাপারে কথিত আছে, একদিন তিনি ধনভাণ্ডারের দরজায় দণ্ডায়মান হয়ে বললেন, হে স্বর্ণ-রূপা, যাও, আমাকে ছাড়া অন্য কাউকে ধোঁকা দাও। কথিত আছে যে, নামাজের সময় প্রবেশ হওয়া মাত্রই হযরত আলী রাদিআল্লাহু আনহুর চেহারা বিবর্ণ হয়ে যেত এবং তিনি কাঁদতেন। এমতাবস্থায় যখন তাঁকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করা হত, তখন বলতেন, ঐ আমানত বহন করার সময় এসে গেছে, যার ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "নিঃসন্দেহে আমি পেশ করেছি নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও পাহাড়ের নিকট। তবে, তারা তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করল এবং তারা ভয় পেল আর মানুষই তা বহন করল।" তিনি বলেন, কল্যাণ চারটি জিনিসের মধ্যেই রয়েছে। কথোপকথন, নীরবতা পালন, দৃষ্টিশক্তি ও চলনশক্তি। এরূপ কথোপকথন যা আল্লাহর জিকির হতে মুক্ত, তা অনর্থক। ঐ নীরবতা যা চিন্তা-ভাবনা অবলম্বনের জন্য করা হয়না, তা ভ্রান্ত। ঐ দৃষ্টিশক্তি যা শিক্ষা অর্জনের জন্য নয়, তা অলসতা। ঐ চলনশক্তি যা আল্লাহর ইবাদতের জন্য নয়, তা দুর্বলতা ও অপরিপক্কতা। জনৈক প্রশ্নকারী হযরত আলীকে জিজ্ঞাসা করল, সবচেয়ে ভালো আমল কোনটি? উত্তরে তিনি বললেন, غِنَاءُ الْقَلْبِ بِاللهِ 'আল্লাহর সাথে অন্তরকে সমৃদ্ধ করা'। তিনি বলেন, সালেহীনদের আলামত এই যে, তাদের শরীরের বর্ণ হলুদ হবে, চক্ষু ঝাপসা হবে, ঠোঁট শুষ্ক হবে অর্থাৎ অধিকহারে রাত্রি জাগরণ, কান্নাকাটি করা এবং অনাহারে থাকার কারণে।

আল্লাহ তা'আলা যেন আমাদেরকে সত্যিকারার্থে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খোলাফায়ে রাশেদীনের পথে চলার তাওফীক দান করেন।

آمِيْنَ بِجَاهِ سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَبِحُرْمَةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِيْنَ





## ইমাম যয়নুল আবেদীন আলী ইবনে হোসাইন রাদিআল্লাহু আনহু

তাঁর নাম আলী। উপনাম আবূল হাসান। যয়নুল আবেদীন উপাধি। তিনি হযরত ইমাম হোসাইন রাদিআল্লাহু আনহুর কনিষ্ঠ সন্তান এবং নবুয়তি বাগানের তাজা ফুল ছিলেন।

তিনি বলতেন, আমি ঐ সব অহংকারী ও দাম্ভিকদের ওপর আশ্চর্যবোধ করি, যারা কিছুক্ষণ আগেও বাস্তবে এক ফোঁটা বীর্য ছিল এবং কিছুক্ষণ পরে মৃত হয়ে যাবে। তিনি বলেন, কতক মানুষ ভয়ে আল্লাহর ইবাদত করে। এরূপ ইবাদত-গোলামদের ইবাদত। কতক মানুষ (জান্নাতে প্রবেশের) লালসায় ইবাদত করে। এরূপ ইবাদত ব্যবসায়ীদের ইবাদত। কতক মানুষ নিরেট আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে ইবাদত করে। এরূপ ইবাদত স্বাধীন মানুষের ইবাদত।

তাঁর অন্তর আল্লাহর ভয়ে প্রকম্পিত থাকত আর প্রায় সময় তিনি আল্লাহর ভয়ে সংজ্ঞাহীন হয়ে যেতেন। ইবনে ওআইনা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, (একদিন) হযরত ইমাম আলী ইবনে হোসাইন রাদিআল্লাহু আনহু হজ্ব উপলক্ষে ইহরাম বাঁধার পর যখন সওয়ারীতে উপবেশন করলেন, তখন ভয়ে তাঁর শরীরের বর্ণ হলুদ হয়ে গেল আর এরূপ প্রকম্পন শুরু হয়ে গেল যে, মুখ হতে লাব্বাইক শব্দটি পর্যন্ত বের হচ্ছিলনা। উপস্থিত লোকেরা বলল, আপনি লাব্বাইক বলছেন না কেন? উত্তরে তিনি বললেন, আমার এজন্য ভয় লাগছে যে, যদি না আমি লাব্বাইক বলার পর কোথাও হতে জবাব আসে যে 'লা লাব্বাইক' অর্থাৎ তোমার উপস্থিতি গ্রহণযোগ্য হয়নি! উপস্থিত লোকেরা বলল, তবে লাব্বাইক বলা তো প্রয়োজন। মানুষের পীড়াপীড়িতে তিনি বললেন। তবে যখনই মুখ হতে লাব্বাইক শব্দটি বের হল, সংজ্ঞাহীন হয়ে সওয়ারী হতে পড়ে গেলেন আর হজ্বের দিন পর্যন্ত এ অবস্থা বর্তমান ছিল।

তিনি দৈনিক একহাজার রাকাত নফল নামাজ আদায় করতেন। ওফাতাবদি তাঁর এ আমলে কোনরূপ হেরফের হয়নি। ইবাদতের কারণে তাকে যয়নুল আবেদীন উপাধি দ্বারা ভূষিত করা হয়েছে। প্রবাসে ও আবাসে কখনো তিনি কিয়ামুল লাইল ছেড়ে দিতেন না।

খোদাভীতি ও ইবাদতে একনিষ্ঠতা এরূপ ছিল যে, হুজুরীর সময় (সূফিদের বিশেষ অবস্থা) পুরো শরীরে কম্পন সৃষ্টি হত। আবদুল্লাহ ইবনে সুলাইমান বলেন, যখন তিনি নামাজের জন্য দণ্ডায়মান হতেন, তখন তাঁর পুরো শরীর প্রকম্পিত হত। এ ব্যাপারে উপস্থিত লোকেরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করল, আপনার অবস্থা এরূপ হয়ে যায়



www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com



কেন? উত্তরে তিনি বললেন, তোমরা কি জান, আমি কার দরবারে দণ্ডায়মান হয়ে থাকি এবং কার সাথে নির্জনতায় কথোপকথন করে থাকি?

ধ্যান ও আত্মমগ্নতার অবস্থা এরূপ ছিল যে, নামাজের অবস্থায় কোনকিছু ঘটে গেলেও তিনি তা জানতেন না। একবার তিনি সিজদারত অবস্থায় ছিলেন। ওপাশে আগুন ধরে গেল। উপস্থিত লোকেরা তাঁকে এ বলে ডাক দিল যে, হে ইবনে রাসূল! আগুন লেগেছে হে ইবনে রাসূল! আগুন লেগেছে। কিন্তু তিনি সিজদা হতে মাথা তুলেননি। এ পর্যায়ে আগুন নিভে গেল। উপস্থিত লোকেরা জিজ্ঞাসা করল, আপনাকে কিসে আগুন হতে বেপরোয়া করে তুলল? উত্তরে তিনি বললেন, অন্য এক প্রকার আগুনে, যা হচ্ছে জাহান্নামের আগুন।

আল্লাহর পথে ব্যয়, বদান্যতা, উদারচিত্ততা ছিল তাঁর বিশেষ বৈশিষ্ট্য। তিনি আল্লাহর রাস্তায় অঢেল সম্পদ বিলিয়ে দিতেন। অসহায় সঙ্কটাপন্নদের সাহায্যে তার করুণার হাত সর্বদা প্রসারিত ছিল। মদিনার কতই না নিঃস্ব অসহায় পরিবার তাঁর বদান্যতায় প্রতিপালিত হয়েছিল। এ খবর কারো জানা ছিলনা। তাঁর ওফাতের পর জানা গেল যে, তিনি গোপনে একশ পরিবারকে স্থায়ীভাবে ভরন-পোষণ দিতেন।

মানুষের নিকট থেকে গোপন রাখতে তিনি একাকী নিজেই রাত্রি বেলায় মানুষের ঘরে ঘরে গিয়ে দান-অনুগ্রহ দিয়ে আসতেন। মদিনায় এমনও অনেক লোক ছিল, যাদের দৃশ্যত জীবিকার কোন মাধ্যম ছিলনা। তাঁর ওফাতের পর জানা গেল যে, তিনি রাতের অন্ধকারে নিজে গিয়ে তাদের ঘরে দান-অনুগ্রহ দিয়ে আসতেন।

খাদ্য-দ্রব্যের বড় বড় থলে নিজের পিঠে বহন করে হত-দরিদ্রদের ঘরে পৌঁছে দিতেন। ওফাতের পর যখন তাঁকে গোসল দেয়া হচ্ছিল, তখন শরীর মুবারকে একটি নীলদাগ দেখা গেল। অনুসন্ধানে জানা গেল যে, এটি আটার থলে বহনের দ্বারা সৃষ্ট দাগ। যা তিনি সারাজীবন রাত্রি বেলায় বহন করে হত-দরিদ্র ও অসহায়দের ঘরে পৌঁছে দিতেন। তাঁর ওফাতের পর মদিনাবাসীরা বলত যে, গোপন দান-অনুগ্রহ হযরত যয়নুল আবেদীনেরই সাহসে ছিল। ভিক্ষুকদের তিনি খুবই সম্মান করতেন। যখন কোন ভিক্ষুক আসত, তখন তিনি অভ্যর্থনা জানিয়ে বলতেন, পরকালের পথে আমার পাথেয় বহনকারী ধন্যবাদ! ভিক্ষুককে নিজে উঠে দিতেন এবং বলতেন, দান-অনুগ্রহ ভিক্ষুকের হাতে পৌঁছার পূর্বে আল্লাহর হাতে পৌঁছে যায়। জীবনে দু'বার নিজের পুরো ধন-সম্পদকে অর্ধেক অর্ধেক করে আল্লাহর রাস্তায় দান করে দিয়েছিলেন। পঞ্চাশ দিনার মূল্যমানের পোশাক শুধু এক মৌসুম পরিধান করে বিক্রি করে দিতেন এবং এর মূল্য (গরীবদেরকে) দান করে দিতেন।





জনৈক ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞাসা করল যে, ইহকাল ও পরকালে সৌভাগ্যবান ব্যক্তি কে? উত্তরে তিনি বললেন, ঐ ব্যক্তি, যার সন্তুষ্টি তাকে বাতিলের প্রতি ধাবিত করেনা এবং যার অসন্তুষ্টি তাকে হক হতে বের করে দেয়না।

ইমাম যয়নুল আবেদীন রাদিআল্লাহু আনহু বলতেন, একরাতে হযরত ইয়াহইয়া ইবনে যাকারিয়া আলাইহিস সালাম যবের রুটি দ্বারা তৃপ্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন এবং রাতের আমলসমূহ কাজা হয়ে গেল। এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রতি ওহী পাঠালেন যে, হে ইয়াহয়া! তুমি যদি জান্নাতুল ফিরদাউসের দিকে একপলকও দৃষ্টি দিতে, তাহলে পুরো শরীর এর আকাঙ্ক্ষায় বিগলে যেত আর তুমি এ পরিমাণ ক্রন্দন করতে যে, তোমার চক্ষু হতে অশ্রু শেষ হয়ে যাওয়ার পর পুঁজ বের হত আর তুমি এর অনুসন্ধানে এ পরিমাণ রিয়াজত-মুযাহাদা করতে যে, চটের পোশাকও ছেড়ে দিয়ে লোহার পোশাক পরিধান করতে।



www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com



## ইমাম আবূ মুহাম্মদ জাফর সাদেক রাদিআল্লাহু আনহু

তিনি হযরত মুহাম্মদ বাকেরের কলিজার টুকরো (পুত্র) এবং হযরত ইমাম যয়নুল আবেদীনের নাতি। জাহেরী-বাতেনী ও সূক্ষ্ম জ্ঞানে তিনি সবার ইমাম।

হযরত দাউদ তায়ী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি কর্তৃক কিছু নসীহতের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে হযরত হযরত আবূ মুহাম্মদ জাফর রাদিআল্লাহু আনহু বলেন, আমাকে তো এ শঙ্কা ও ভীতি ঘিরে ধরেছে যে, কিয়ামতের দিন আমার সম্মানিত দাদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে পাকড়াও করে নিবেন এবং একথা জিজ্ঞাসা করবেন যে, তুমি নিজে কেন আমার অনুসরণ করনি? এ ব্যাপারটি বংশের সাথে সংশ্লিষ্ট নয়, বরং আল্লাহর বন্দেগীর সাথে সংশ্লিষ্ট। একথা শুনে হযরত দাউদ তায়ী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি অঝোরধারায় কাঁদতে লাগলেন এবং বলতে লাগলেন যে, যার খামিরাই (মূল উপাদান) নবুয়তের পানি দ্বারা তৈরী হয়েছে, যখন তিনি এত ভীতি-পেরেশানির মধ্যে রয়েছেন, তখন দাউদ তায়ী কীভাবে গণ্য হবে!

একদিন তিনি স্বীয় দাসদের বললেন, এসো, তোমরা আমার সাথে এমর্মে অঙ্গীকার করো যে, তোমাদের মধ্যে যে কেউ ক্ষমা পেয়ে যাবে, সে কিয়ামতের দিন আল্লাহর দরবারে আমার ক্ষমার জন্য সুপারিশ করবে। এতে সবাই বলতে লাগল যে, হে ইবনে রাসূলুল্লাহ! আপনার সম্মানিত দাদা তো স্বয়ং সকল সৃষ্টির সুপারিশকারী। এতে তিনি বললেন, আমি স্বীয় আমল দ্বারা লজ্জিত। কিয়ামতের দিন নিজের সম্মানিত দাদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে দণ্ডায়মান হওয়ার শক্তি ও সামর্থ নেই।

তিনি বলেন, অন্তর যতক্ষণ পর্যন্ত গায়রুল্লাহর ভালোবাসা ও আকর্ষণ হতে বিমুখ হবেনা, ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর পরিচয় লাভ হবেনা। যখন অন্তর গায়রুল্লাহ হতে পৃথক হয়ে যায়, তখন আল্লাহর সাথে বিজড়িত হয়ে যায়।

একদিন কেউ তাকে দামী পোশাক পরিধান করতে দেখে প্রশ্ন করল, এত দামী পোশাক পরিধান করা নবী পরিবারের সদস্যদের জন্য কিরূপ মানানসই? তিনি ঐ ব্যক্তির হাত ধরে নিজের আস্তিনের ভিতর ঢুকালেন। ভিতরের পোশাকটি ছিল চটের ন্যায় উচুঁ-নিচু। তিনি বললেন, ঐটি মাখলুকের (সৃষ্টি) জন্য আর এটি খালিকের (স্রষ্টা) জন্য।





**উপদেশ :**

তিনি বলেন, পাঁচ প্রকারের মানুষের সংস্পর্শ হতে তোমাদেরকে সর্বদা বেঁচে থাকার চেষ্টা করতে হবে।

১. মিথ্যুক : কেননা, তার সংস্পর্শ তোমাদেরকে প্রতারণায় নিমজ্জিত করে দেবে।
২. নির্বোধ : সে যে পরিমাণ তোমাদের কল্যাণ কামনা করে, ঐ পরিমাণ তোমাদের ক্ষতি করবে।
৩. কৃপণ : তার সংস্পর্শ দ্বারা উত্তম ও মূল্যবান সময় অনর্থক খরচ হয়ে যাবে।
৪. কাপুরুষ : সে এক গ্রাস খাবারের লোভেও তোমাদের থেকে বিমুখ হয়ে তোমাদেরকে কোন বিপদে ফেলে দেবে।

হযরত শকীক বলখী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাকে 'ফতুত' (বীরত্ব ও দানশীলতা) এর ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে উত্তরে তিনি বললেন, এ ব্যাপারে তোমাদের মত কি? হযরত শকীক বললেন, আমরা কিছু পেলে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি এবং না পেলে ধৈর্য ধারণ করি। এতে ইমাম জাফর সাদেক বললেন, মদিনায় আমাদের ওখানে কুকুরদেরও এ অবস্থা আর আমাদের অবস্থা এই যে, 'কিছু পেলে তা অন্যদের মাঝে বন্টন করে দিই এবং না পেলে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি।'



www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com



## হযরত খাজা ওয়াইস করনী রাদিআল্লাহু আনহু

তাঁকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবার হতে গায়েবানা 'খাইরুত তাবেঈন বা সর্বশ্রেষ্ঠ তাবেঈ' উপাধি দেয়া হয়েছে। *সহীহ মুসলিম* শরীফে হযরত ওমর রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, ওয়াইসের নিকট যাও এবং আমার উম্মতের জন্য তার দ্বারা ক্ষমার প্রার্থনা করাও।

তিনি উম্মতে মুহাম্মদীর আশেকদের দলপতি। যাঁর ব্যাপারে বর্ণিত রয়েছে যে, তাকে কিয়ামতের দিন সত্তর হাজার ফেরেশতা সমভিবহারে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে যাতে ইশকের অবস্থায় তাঁর নির্জনতা ও মাখলুক হতে দূরত্ব সেখানেও বজায় থাকে। হযরত ওমর যখন তাঁর যুহুদ (ধার্মিকতা) দেখলেন, তখন বলতে লাগলেন যে, যদি না কেউ আমার নিকট হতে এতটুকু শুকনো রুটির টুকরার বিনিময়ে খিলাফত ক্রয় করে নিত! হযরত ওমর ও হযরত আলী রাদিআল্লাহু আনহুমা যখন আল্লাহর নবীর নির্দেশ পালন করতে গিয়ে তার সাক্ষাৎ ও উম্মতের জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ হতে মাগফিরাত প্রার্থনার সংবাদ পৌঁছানোর জন্য গেলেন, তখন উভয়ের মাঝে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণের বিষয়ের ওপর আলোচনা শুরু হল। তিনি বললেন, যখন আমি উহুদের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাঁত মুবারক শহীদ হওয়ার সংবাদ পেলাম, তখন আমি নিজের একটি দাঁত উৎপাটন করে ফেললাম। অতঃপর মনে হল, হয়ত এটি ছাড়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্য আরেকটি দাঁত শহীদ হয়েছে। তখন আমি দ্বিতীয় দাঁতটিও উৎপাটন করে ফেললাম। এভাবে আমি একটি একটি করে সকল দাঁত উৎপাটন করে ফেললাম। অতঃপর আমি প্রশান্তি লাভ করলাম। একথা শুনে সাহাবীদ্বয়ের মনে খুবই সহানুভূতি জাগ্রত হল আর তাঁরা এ ধারণা লাভ করতে পারলেন যে, এই আশেককে দৃশ্যত দর্শন ও সংস্পর্শ হতে কেন বঞ্চিত রাখা হয়েছে।

তিনি বলেন, সবচেয়ে বড় উপদেশ হচ্ছে এটি যে, তোমরা আল্লাহকে ছাড়া অন্য কাউকে চিনোনা আর যখন তোমরা জান যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে চিনেন, তাহলে এটিকে যথার্থ মনে করো যে, তিনি তোমাদেরকে চিনেন আর এ ভাবনা ও আকাঙ্ক্ষাকে কখনো অন্তরে পোষণ করবেনা যে,

তিনি ছাড়া অন্য কেউও তোমাদেরকে চিনুক।

তিনি হযরত ওমর ও হযরত আলীর রাদিআল্লাহু আনহুমার সাথে সাক্ষাতের পর বললেন, 'আপনারা এখন ফিরে যান। কিয়ামত নিকটবর্তী। আমি এর জন্য





কিছুটা প্রস্তুতি নিচ্ছি। সেখানে এরূপ একটি দর্শন লাভ হবে, যা হতে পরে আর কখনো বঞ্চিত হবেনা।'

অধিক ক্রন্দন ও হৃদয়ের কোমলতার এ অবস্থা ছিল যে, হযরত হারম ইবনে হাইয়ান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর খেদমতে হাজির হলেন এবং কিছু উপদেশ দেয়ার জন্য অনেক্ষণ পীড়াপীড়ি করার পর রাজি হলেন। তিনি তার হাত ধরে أَعُوذُ بِاللهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ দোয়াটি পড়লেন এবং চিৎকার দিয়ে পড়ে গেলেন। সংজ্ঞা ফিরে আসার পর বলতে লাগলেন, আমার রবের যিকির সমুচ্চ। সর্বাধিক সত্য তার বাণী। সবচেয়ে উত্তম তারই কালাম। অতঃপর কল্যাণময় বাক্যাবলী পরজগতের চিন্তা-ভাবনা সম্পর্কে উপদেশ দিলেন।

হযরত ওমর রাদিআল্লাহু আনহু সাক্ষাতের সময় তাকে দৃশ্যতঃ চরম রিক্ত অবস্থায় দেখে আকাঙ্ক্ষা করলেন যে, আপনি কিছুক্ষণ এখানে অপেক্ষা করুন। আমি কিছু আসবাব-পত্র নিয়ে আসছি। তখন তিনি পকেট হতে দুটি দিরহাম বের করে দেখালেন এবং বললেন, এগুলো উট চরানোর বিনিময়। যদি এই গ্যারান্টি দিতে পারেন যে, এই দিরহামগুলো ব্যয় হওয়ার পূর্বেই আমার মৃত্যু আসবেনা, তাহলে আপনি যা ইচ্ছা, তা নিয়ে আসুন। অন্যথায় এ দিরহাম দুটি আমার জন্য যথেষ্ট। তিনি বললেন, اَلسَّلَامَةُ فِي وَحْدَةٍ নির্জনতার মধ্যে শান্তি। যার অন্তর আল্লাহর জন্য মাখলুকের ভালোবাসা হতে মুক্ত এবং পার্থিব মনোজাগতিক কামনা-বাসনার ভিড় হতে নির্জন হয়ে যায়, সে মাখলুকের বালা-মুসিবত হতে নিরাপদ থাকে এবং অন্যদের শঙ্কা ও চিন্তা হতেও নিস্পৃহ থাকে। যে প্রকৃত নির্জনতা ও একাকীত্বের অভ্যাস লাভ করবে, লোকসমাবেশে বসলেও তার নির্জনতার মধ্যে কোন ক্ষতি হবেনা আর যে মাখলুকের ধ্যান ও ভালোবাসায় মগ্ন, সে নির্জনতার মধ্যেও মুক্ত হতে পারেনা। তাই তিনি বলেছেন, عَلَيْكَ بِالْقَلْبِ স্বীয় অন্তরকে হিফাযত করো।

যে ব্যক্তি আল্লাহর ভালোবাসা ও সৌভাগ্য লাভ করবে, মানুষের সাথে মেলামেশার কারণে তার কোন ক্ষতি হয়না আর যে মাখলুকের ভালোবাসায় বন্দী, তার অন্তরে আল্লাহর ভালোবাসা প্রবেশ করেনা। হে লোকেরা! আল্লাহর বাণী: ﴿أَلَيْسَ اللهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ﴾ [الزُّمر:٣٦] আল্লাহ তা'আলা নিজ বান্দাদের জন্য যথেষ্ট নয় কি?[১] তিনি ইশক-মুহাব্বতের ঐ মূর্তপ্রতীক, যিনি অনুপস্থিত থাকা সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নৈকট্য লাভ করেছিলেন। ভালোবাসার আধিক্যে পাগল হয়ে গিয়েছিল। তাঁর অবস্থা এরূপ হয়ে গিয়েছিল যে, উন্মাদের মত অলিতে গলিতে নাঙ্গা

[১]. আল-কুরআন, সূরা আয-যুমার, ৩৯:৩৬



www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com



পায়ে ঘুরাফেরা করতেন। তাঁর বিমর্ষ ও রিক্ত অবস্থা দেখে ছোট বাচ্চারা তাঁকে পাগল মনে করে পাথর নিক্ষেপ করত। যা দ্বারা তার শরীর হতে রক্ত প্রবাহিত হত। একদিন তিনি থেমে গেলেন এবং ছোট বাচ্চাদেরকে বলতে লাগলেন যে, 'আমাকে বড় পাথর নয়, বরং ছোট পাথর মার' এর মধ্যে হতে কেউ বলল, 'ওয়াইস! তোমার ইশকের দাবির বাস্তবতা কি এটি যে, বড় পাথরের কষ্ট দ্বারা ভীত হয়ে গেছ?" একথা শুনে তিনি বললেন, 'আমি বড় পাথরকে ভয় পাইনা, বরং কথা হচ্ছে এটি যে, এর দ্বারা রক্ত প্রবাহিত হয়। ফলে অযু ভেঙ্গে যায় আর আমি অযু ছাড়া আল্লাহকে স্মরণ করতে চাইনা।'

তিনি একরাত দণ্ডায়মান হয়ে কাটিয়ে দিতেন, দ্বিতীয় রাত রুকুতে এবং তৃতীয় রাত সিজদাতে। প্রায়সময় দিনের বেলাও ইবাদতে কাটিয়ে দিতেন। সর্বদা রোজা পালন করতেন। যখন ইফতারের জন্য কিছু না পেতেন, তখন খেজুরের বীচি কুড়িয়ে বিক্রি করতেন এবং এর মূল্য দ্বারা সামান্য খাবারের ব্যবস্থা করতেন। তিনি কূফাতে একটি যিকিরের হালকায় শরিক হতেন। আছির ইবনে জাবের রাদিআল্লাহু আনহু বলেন, এ হালকাতে আমাদের অন্তরে সবচেয়ে বেশি হযরত ওয়াইসের যিকিরের প্রভাব পড়ত।

একটি পুরাতন জীর্ণ বাসায় তিনি বাস করতেন। প্রায় জঙ্গলে কাটিয়ে দিতেন আর মানুষের সাথে খুবই কম সাক্ষাত করতেন।





## হযরত ইমাম হাসান বসরী রাদিআল্লাহু আনহু

তিনি ২১ হিজরি সনে মদিনা মনোয়ারায় জন্মগ্রহণ করেন। এ সময়টি ছিল হযরত ফারুকে আজমের খিলাফতের যুগ। তাঁর মাতা উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে সালমার খাদেমা ছিলেন। ১১০ হিজরি সালে বসরাতে তাঁর ওফাত হয়েছে। তিনি ঐ সৌভাগ্যবান ব্যক্তি, যিনি উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে সালমা হতে দুধ পানের সৌভাগ্য লাভ করেন।

তরীকতের প্রায় সকল সিলসিলা তাঁরই মাধ্যমে হযরত আলী রাদিআল্লাহু আনহুর সাথে গিয়ে মিলে যায়।

তিনি বলেন, ধৈর্য দু'প্রকার। এক প্রকার হচ্ছে, বালা-মুসিবতে ধৈর্য ধারণ করা। দ্বিতীয় প্রকার হচ্ছে, যে সকল বস্তু হতে আল্লাহ তা'আলা নিষেধ করেছেন, তাতে ধৈর্য ধারণ করা। এ ধৈর্য না দোযখের ভয়ে আর না বেহেশত লাভের আকাঙ্ক্ষায়, বরং নিরেট আল্লাহর জন্য। এখলাসের সঠিকতার পরিচয় এটিই।

তিনি আরো বলেন, সর্বদা মন্দলোকদের সংস্পর্শ হতে বেঁচে থাক। তারা সৎকর্মশীলদের ব্যাপারে কুধারণা সৃষ্টি করে।

মানুষেরা তার কাছে অধিকহারে ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসা করে বলল যে, আপনি তো নিজেই মুত্তাকী। তিনি বললেন, ঐ দিনের আশঙ্কায় ক্রন্দন করি, সেদিন যদি আমার কাছ থেকে এ ধরনের কোন ভুল প্রকাশ পায়, যার কারণে আল্লাহ তা'আলা আমাকে বলে দেবেন, হে হাসান, আমি তোমার সকল ইবাদত ও আনুগত্যকে রদ করে দিয়েছি। যাও, আমার দরবারে তোমার কোন গ্রহণযোগ্যতা নেই। এ ভয়ে আমার অন্তর প্রকম্পিত থাকে।

একদিন রাতের বেলায় নিজের ঘরের ছাদের ওপর এ পরিমাণ কাঁদলেন যে, তাঁর অশ্রুর কয়েকটি ফোঁটা পয়ঃপ্রণালী হতে প্রবাহিত হয়ে নিচে টপকে বাইরে চলাচলকারী একজন ব্যক্তির ওপর পড়েল। সে জিজ্ঞাসা করল, এটি কিরূপ পানি? তিনি আওয়াজ দিলেন, কাপড় ধৌত করে নাও। একজন বড় পাপীর অপবিত্র অশ্রু।

তিনি হযরত মালেক ইবনে দিনারকে বললেন, মানুষের ধ্বংস ও অনিষ্টতা অন্তরের মৃত্যুর মধ্যে আর অন্তরের মৃত্যু দ্বারা উদ্দেশ্য অন্তরসমূহ দুনিয়ার প্রতি ধাবিত হয়ে যাওয়া। তিনি বলেন, সাহাবায়ে কিরামের ইশকে ইলাহীতে এই অবস্থা হয়েছিল যে, তোমরা তাদেরকে দেখলে পাগল মনে করতে। কিন্তু তোমাদের অবস্থা এরূপ হয়ে গেছে যে, যদি তাঁরা তোমাদেরকে দেখতেন, তাহলে তোমাদেরকে মুসলমানও মনে করতেন না। অতঃপর তিনি বললেন, তাঁরা তো বিদ্যুৎবেগী ঘোড়ার ওপর সওয়ার হয়ে এসেছিলেন এবং বিদায় নিয়ে গেছেন আর আমরা তো এরূপ



www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com



আহত খচ্ছরের পিঠের ওপর সওয়ার হয়ে পিছে রয়ে গেছি, যা পিঠের আঘাতের কারণে চলতে অক্ষম। কেউ তাঁকে জিজ্ঞাসা করল, কুকুর উত্তম নাকি আপনি? উত্তরে তিনি বললেন, যদি আযাব হতে মুক্তি পেয়ে যাই, তাহলে আমি উত্তম হব, অন্যথায় কুকুর। (একদিন) কেউ তাকে নিজ অবস্থা জিজ্ঞাসা করল। উত্তরে তিনি বললেন, ঐ ব্যক্তির অবস্থা কেন জিজ্ঞাসা করতেছ, যে নদীর মধ্যে রয়েছে এবং ভাঙ্গা নৌকার কাঠের ওপর পানিতে ভাসছে। একদিন তিনি কিছু মানুষের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন, যারা হাসি-ঠাট্টায় বিভোর ছিল। তিনি বলতে লাগলেন, আফসোস! তোমরা হাসি-ঠাট্টায় ব্যস্ত এবং তোমরা নিজের অবস্থা সম্পর্কে কোন খবর রাখনা। উদ্দেশ্য এটি ছিল যে, যদি আমরা নিজের অবস্থা জেনে নিই, তখন ক্রন্দন ছাড়া অন্য কিছুর জন্য সময়ও পাবনা।

খোদাভীতি, কোমলতা ও আহাজারিতে তাঁর নিজের এ অবস্থা ছিল যে, ইউনুস ইবনে উবাইদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বর্ণনা করেন, যখনই হাসান রাদিআল্লাহু আনহু আসতেন, তখন এরূপ মনে করা হত যে, তিনি নিজের কোন অতি প্রিয় নিকটাত্মীয়কে দাফন করে আসছেন।

যখন বসতেন, তখন এরূপ মনে করা হত যে, তিনি একজন এমন আসামি, যাকে হত্যা করার হুকুম হয়ে গেছে আর দোযখের আলোচনা শুনতে বা করতে তো এরূপ মনে করা হত যে, হয়ত দোযখ তারই জন্য বানানো হয়েছে।

হযরত আশআস বর্ণনা করেন, আমরা যখন হাসান বসরীর মজলিসে যেতাম, তখন সবকিছু ভুলে যেতাম। পার্থিব কোন সংবাদ জিজ্ঞাসাও করা যেতনা এবং দেয়াও যেতনা, শুধু আখিরাতেরই আলোচনা করা হত।

ইমাম শা'বী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বর্ণনা করেন, একদিন আমরা মক্কা মুয়াজ্জমায় হাসান বসরীর নির্জনতা প্রত্যক্ষ করেছি। তিনি স্বীয় কক্ষে একাকী কিবলামুখী হয়ে এক আজব অবস্থায় কেঁদে কেঁদে বলছিলেন, ইবনে আদম! তোমরা শূন্য ছিলে, তোমাদেরকে অস্তিত্ব দান করা হয়েছে। তোমরা প্রার্থনা করেছ, তোমাদেরকে দান করা হয়েছে। কিন্তু যখন তোমার পালা আসল এবং তোমাদের কাছ থেকে চাওয়া হল, তখন তোমরা অস্বীকার করে দিয়েছ। আফসোস! তোমরা কতই না মন্দকাজ করেছ। একথা বলে কাঁদতে কাঁদতে অজ্ঞান হয়ে যেতেন। অতঃপর সংজ্ঞা ফিরে আসলে একথারই পুনরাবৃত্তি করতেন। ইমাম শা'বী বলেন, এই বিচিত্রতা দেখে আমরা ফিরে আসলাম। আমরা বুঝে গেছি যে, সে সময় শায়খ অন্যকোন জগতে রয়েছেন।

তিনি বলতেন, যে কুমন্ত্রনা অন্তরে সৃষ্টি হয় এবং বের হয়ে যায়, তা শয়তানের পক্ষ হতে হয়ে থাকে। এটি দূর করার জন্য আল্লাহর যিকির ও





তেলাওয়াতের দ্বারা সাহায্য নেয়া উচিত আর যে কুমন্ত্রণা অন্তরে সৃষ্টি হয়ে স্থির থাকে, তা মনের পক্ষ হতে হয়ে থাকে। তা দূর করার জন্য আমাদের অধিকহারে নামাজ, রোজা ও রিয়াজত-মোযাহাদা দ্বারা সাহায্য নেয়া উচিত।

তিনি বলেন, তাওবার মাধ্যমে আল্লাহর সাথে নৈকট্য বৃদ্ধি পায়। সুতরাং তাওবার মধ্যে আধিক্য করা উচিত। জনৈক ব্যক্তি তাকে স্বীয় অন্তরের কঠোরতা সম্পর্কে অভিযোগ করলেন। তিনি বললেন, অন্তরকে যিকির-ফিকিরের স্থানে নিয়ে যাও। আরো বললেন, আমি এরূপ কোন ব্যক্তি দেখিনি, যে দুনিয়ার অনুসন্ধানকারী, তবে সে আখিরাতও পেয়ে গেছে। কিন্তু এর বিপরীত যে আখিরাতকে চাই, সে দুনিয়াও পেয়ে যায়।

হযরত হাসান বসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি প্রায়সময় নিজের মনকে ভর্ৎসনা করতেন এবং ধমক দিয়ে বলতেন, তুমি তো পরহেজগার, ইবাদতগুজার ও আবিদের ন্যায় কথা বল, কিন্তু তোমার কাজকর্ম ফাসিক, মুনাফিক ও অহংকারীদের ন্যায়।

তিনি বলেন, উলামাদের শাস্তি এটি যে, তাদের অন্তর মরে যায় আর অন্তরের মৃত্যু আখিরাতের আমলের মাধ্যমে দুনিয়া তলব করার দ্বারা হয়ে থাকে আর তারা এর মাধ্যমে দুনিয়াদারদের নৈকট্য কামনা করে।

তিনি বলেন, কিয়ামতের দিন সবচেয়ে বড় হতভাগা হবে ঐ আলিম, যার ইলম মতে অন্যলোকেরা আমল করবে, কিন্তু সে নিজে এর ওপর আমলদার হবেনা।

তিনি বলেন, এ যুগে তো আলেমদের জন্য হালাল খাবারও পেটপুরে খাওয়া ভালো নয়। এতদসত্ত্বেও যে হারাম দ্বারা পরিতৃপ্ত হয়ে তাকে, তার কি অবস্থা হবে?

তার মজলিস হচ্ছে, যিকিরের মজলিস। তিনি স্বীয় মুহিব্বীন ও মুরিদদের সাথে নির্জনতা অবলম্বন করতেন। কুরআনের আয়াত শুনে খুবই বিষণ্ন হয়ে ক্রন্দন করতেন। তাঁর ওষ্ঠদ্বয় হাসির সাথে অপিরিচিত ছিল। তিনি বলেন, আশেক সর্বদা উন্মত্ত থাকে। সে মাহবুবের দর্শন ছাড়া অন্য কোন জিনিসে স্বাভাবিক হয়না।

তিনি বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর ইবাদতে স্থির, তোমরা তার ভালোবাসা নিজেদের ওপর আবশ্যক করে নাও। কেননা, যে ব্যক্তি সালেহীনদের ভালোবাসে, সে প্রকৃত পক্ষে আল্লাহকে ভালোবাসে।



www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com



## হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজিজ রাদিআল্লাহু আনহু

হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজিজের অভ্যাস ছিল তিনি সারারাত কাঁদতেন, ঘরে চক্কর দিতেন আর সকাল পর্যন্ত আহাজারি করতেন। প্রায়সময় অজ্ঞান হয়ে পড়ে যেতেন। তিনি উচুঁ প্রাসাদের ছাদের ওপর নামাজ পড়তেন এবং সিজদায় এ পরিমাণ কাঁদতেন যে, কখনো কখনো অশ্রুর ফোটা পয়ঃপ্রণালী হতে প্রবাহিত হয়ে নিচে ঘুমন্ত ব্যক্তিদের ওপর পড়ত। এমনকি তারা মনে করত যে, কোন মেঘ হতে বৃষ্টির ফোটা পড়ছে।

তাঁর নিকট মাত্র একজোড়া পোশাকই ছিল। তাই ধুয়ে পরিধান করতেন। শেষ শয্যাশায়ী অবস্থায় একটি জামা ব্যতীত পরিবর্তন করার অন্যকোন জামা ছিলনা। তার ভ্রাতা সম্পর্কীয় মুসলামা ইবনে আবদুল মালিক তাঁর বোন ফাতেমাকে বলল যে, জামাটি ময়লাযুক্ত হয়ে গেছে। লোকেরা দেখতে আসছে। তাই অন্য একটি জামা পরিধান করিয়ে নাও। সে নিশ্চুপ হয়ে থাকল। মুসলামা আবার বললেন, উত্তরে ফাতেমা বলল, আল্লাহর কসম এটি ছাড়া দ্বিতীয় অন্যকোন কাপড় নেই আর এ একজোড়ার অবস্থাও এরকম ছিল যে, তাতে জুড়া-তালি লাগানোই থাকত।

তার অভ্যাস ছিল, তিনি ইশার নামাজের পর মসজিদে নির্জনতায় বসে কেঁদে কেঁদে দোয়া করতেন আর এ অবস্থায় চোখ বন্ধ হয়ে যেত। চোখ খোলা মাত্রই এতে ব্যস্ত হয়ে যেতেন। এভাবে কেঁদে কেঁদে দোয়া করে এবং শয়নে-জাগরনে পুরোরাত কাটিয়ে দিতেন।

হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজিজের নিকট মজলিসে কান্নাকাটি হত। রাতে উলামায়ে কিরাম একত্রিত হয়ে মৃত্যু ও কিয়ামতের আলোচনা করে এভাবে কাঁদতেন, মনে হত তাদের সামনে জানাযা রাখা হয়েছে। সারারাত জেগে মৃত্যু সম্বন্ধে চিন্তা-ভাবনা করতেন আর কবরের বিভীষিকাময় অবস্থার আলোচনা করে অচেতন হয়ে যেতেন। একদিন নিজের এক বন্ধুকে বললেন, আমি সারারাত চিন্তা-ভাবনায় কাটিয়ে দেই। সে জিজ্ঞাসা করল, কি ব্যাপারে? উত্তরে তিনি বললেন, কবর ও কবরস্থ ব্যক্তিদের ব্যাপারে। যদি তুমি কোন মৃত ব্যক্তিকে তিনদিন পর কবরে দেখ, তাহলে ভালোবাসা ও প্রীতি থাকা সত্ত্বেও তার কাছে যেতে ভীত হয়ে যাবে। তোমরা এমন ঘর দেখবে, যার মধ্যে অপূর্ব নির্মাণ শৈলী, উত্তম পোশাক-পরিচ্ছেদ ও সুগন্ধির পরেও পোকা-মাকড় হামাগুড়ি দেবে, পুঁজ ভাসবে, দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়বে আর কাফন পঁচে যাবে। একথা বলে তার ফোঁপানো বন্ধ হয়ে গেল এবং অচেতন হয়ে পড়ে গেলেন। তার স্ত্রী পানি ঢেলে সংজ্ঞা ফিরিয়ে আনলেন।





কুরআনের ভীতিকর আয়াতগুলো পড়ে বেহাল হয়ে যেতেন। একরাতে এ আয়াত পড়লেন:

يَوْمَ يَكُونُ ٱلنَّاسُ كَٱلْفَرَاشِ ٱلْمَبْثُوثِ ۝ وَتَكُونُ ٱلْجِبَالُ كَٱلْعِهْنِ ٱلْمَنفُوشِ ۝

'যেদিন মানুষ হবে বিক্ষিপ্ত পতংগের মত এবং পর্বতমালা হবে ধুনিত রঙ্গীন পশমের মত।'[১]

তিলাওয়াত করে জোরে চিৎকার দিলেন এবং লাফ দিয়ে এভাবে পড়ে গেলেন যে, মনে করা হয়েছিল, প্রাণবায়ু বের হয়ে গেছে। অতঃপর এভাবে নিথর হয়ে গেলেন যে, মনে করা হয়েছিল, ইহকাল ত্যাগ করে ফেলেছেন। এরপর সংজ্ঞা ফিরে আসল। বেদনার্থ চিৎকার দিয়ে লাফাতে লাগলেন। ঘরের মধ্যে লাফিয়ে লাফিয়ে দৌড়ে বলতে লাগলেন, 'আফসোস! ঐ দিনের ওপর, যেদিন মানুষ হবে বিক্ষিপ্ত পতংগের মত এবং পর্বতমালা হবে ধুনিত রঙ্গীন পশমের মত।' এ অবস্থা সকাল পর্যন্ত বর্তমান রইল। অতঃপর এভাবে পড়ে গেলেন যে, মনে করা হয়েছিল শেষ বিদায় নিয়ে গেছেন। এমনকি মুয়াজ্জিনের আযানের ডাক পড়ল। একদিন নামাজে এ আয়াত পড়লেন:

وَقِفُوهُمْ ۖ إِنَّهُم مَّسْـُٔولُونَ ۝

'তাদেরকে বলে দিন, তারা জিজ্ঞাসিত হবে।'[২]

এ আয়াত দ্বারা এতটাই প্রভাবিত হলেন যে, তা বারবার পড়তে লাগলেন এবং এর আগে আর বাড়তে পারলেন না।

কিছু লোক আরজ করল, আপনি মদিনায় চলে যেতেন এবং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওজায় যে চতুর্থ জায়গাটি খালি রয়েছে, তাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবূ বকর, ওমর রাদিআল্লাহু আনহুমার সাথে দাফন হতেন। একথা শুনে বললেন, 'আল্লাহর কসম! আগুন ছাড়া যদি আল্লাহ তা'আলা আমাকে অন্য সকল প্রকার আযাব দেন, তাহলে আমি তা সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করে নিব। কিন্তু বেআদবি করতে চাইনা যে, আমি নিজকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাশে দাফন হওয়ার উপযোগী মনে করব।'

১. আল-কুরআন, সূরা কারিয়া, ১০১:৪-৫
২. আল-কুরআন, সূরা সাফ্ফাত, ৩৭:২৪



www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com



## হযরত মালেক ইবনে দিনার রাদিআল্লাহু আনহু

হযরত মালেক ইবনে দিনারের তাওবার সূচনা এভাবে যে, একরাত তিনি একটি গানের দলে গান বাজনার মাহফিলে উন্মত্ত ছিলেন। যখন সকলে ঘুমিয়ে পড়লেন, তখন বেহালা হতে এ আওয়াজ বের হল, يَا مَالِكُ مَا لَكَ لَا تَتُوبُ؟ (হে মালেক, তোমার কি হল, কতক্ষণ পর্যন্ত তাওবা না করে থাকবো?) তখন তিনি পাপকার্য হতে বেরিয়ে আসলেন এবং ইমাম হাসান বসরীর দরবারে গিয়ে তাওবা করে নিজের অবস্থা সংশোধন করে নিলেন।

হযরত মালেক ইবনে দিনার দামেস্কে হযরত আমিরে মুয়াবিয়া রাদিআল্লাহু আনহু কর্তৃক নির্মিত মসজিদে ই'তিকাফ নিতেন। একদিন তার মনে আসল যে, এমন কোন পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়ে যাক, এর দ্বারা আমাকে এই মসজিদের মুতাওয়াল্লি বানিয়ে দেয়া হয়। সুতরাং তিনি ই'তিকাফ নিলেন এবং সারা বছর এত অধিক পরিমাণ নামাজ পড়লেন যে, লোকেরা তাকে সর্বদা নামাজে ব্যস্ত দেখতেন। কিন্তু কেউ তার প্রতি মনোযোগ দিল না। একবছর পর যখন তিনি মসজিদ হতে বিদায় নিলেন, তখন গায়েব হতে আওয়াজ আসল, হে মালেক! এখন তোমাকে নিজ স্বার্থপরতা হতে তাওবা করতে হবে। সুতরাং একবছর পর্যন্ত নিজ স্বার্থপরতামূলক ইবাদতের ওপর খুবই দুঃখিত ও লজ্জিত হলেন। তিনি নিজ আত্মাকে লৌকিকতা ও স্বার্থ হতে মুক্ত করে একনিষ্ঠ নিয়তে একরাতে ইবাদত করলেন। সকালে দেখতে পেলেন যে, মসজিদের সামনে মানুষের একটি সমাবেশ হয়েছে, যারা পরস্পর বলাবলি করছে যে, মসজিদের ব্যবস্থাপনার কাজ ঠিক নেই। সুতরাং ঐ ব্যক্তিকে (মালেক) মসজিদের মুতাওয়াল্লি বানিয়ে দেয়া হোক। এই সিদ্ধান্তে সকলে ঐক্যমত হয়ে যখন তার নিকট গেল এবং সর্বসম্মত সিদ্ধান্তের ব্যাপারে তাকে অবগত করল, তখন তিনি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করলেন, হে আল্লাহ! আমি একবছর পর্যন্ত লৌকিকতাপূর্ণ ইবাদতে এজন্যই নিমজ্জিত ছিলাম যে, মসজিদ পরিচালনার দায়িত্ব যেন আমার হাতে এসে যায়, কিন্তু তা পূর্ণ হয়নি। বর্তমানে যখন আমি সত্যদিলে তোমার ইবাদতে ব্যস্ত হয়েছি, তখন তোমার নির্দেশে সমস্ত লোকেরা আমাকে মুতাওয়াল্লি বানানোর জন্য এসেছে এবং কাঁধে এ দায়িত্ব চাপিয়ে দেয়ার ইচ্ছা করছে। কিন্তু তোমার মাহাত্ম্যের শপথ করছি যে, আমি এখন না তো মুতওয়াল্লির দায়িত্ব গ্রহণ করব, আর না মসজিদ থেকে বের হব। একথা বলে আবার ইবাদতে বিভোর হয়ে গেলেন।





খোদাভীতির এ অবস্থা ছিল যে, তিনি যখন إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ আয়াতটি নামাজে পড়তেন, তখন ব্যাকুল হয়ে ক্রন্দন করতেন এবং বলতেন যে, এটি যদি কুরআনের আয়াত না হত, তাহলে আমি তা কখনো পড়তাম না। কেননা, এর অর্থ এটি যে, হে আল্লাহ, আমরা তোমারই ইবাদত করি এবং তোমার কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করি। অথচ আমরা তো শুধু প্রবৃত্তির পূজারী এবং মানুষের নিকট হতে সাহায্যের প্রত্যাশী। তিনি বলেন, যার দ্বারা কিয়ামতের দিন কোন উপকার হবেনা, তার সাহচর্য দ্বারা কি লাভ। তিনি জনৈক ব্যক্তিকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন, আল্লাহর প্রদত্ত তাকদীরের ওপর সন্তুষ্ট হয়ে যাও, যাতে তুমি হাশরের আযাব হতে মুক্তি পেতে পার।



www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com



## হযরত ফুজাইল ইবনে আয়াজ রাদিআল্লাহু আনহু

তাঁর নাম আবূ আলী ফুজাইল ইবনে আয়াজ রাদিআল্লাহু আনহু। তিনি সমরকন্দে জন্মগ্রহণ করেন। জীবনের প্রারম্ভে মাঠে-প্রান্তরে লুটতরাজ করতেন। ১৮৭ হিজরি সনে মক্কায় ওফাত লাভ করেন। জীবনের সূচনাপর্বে এক ব্যক্তি এ আয়াতটি তেলাওয়াত করছিলেন: ﴿اَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ اٰمَنُوا اَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللهِ﴾ 'ঈমানদার জন্য কি এ সময় এখানো আসেনি, তাদের অন্তর আল্লাহর যিকিরের ভয়ে ঝুঁকে যাবে?'[১] এ আয়াতটি তার অন্তরকে এভাবে প্রভাবিত করল, যেন কেউ বর্শা নিক্ষেপ করল। তিনি অনুতাপ-অনুশোচনা প্রকাশ করতে গিয়ে বলেন, এই লুটতরাজের খেল-তামাশা আর কতদিন চলবে! এখন ঐ সময় এসে গেছে, আমরা যেন আল্লাহর রাস্তায় বের হয়ে পড়ি। একথা বলে অঝোর ধারায় কাঁদতে লাগলেন। এরপর হতে রিয়াজত-মুযাহাদায় একাগ্র হয়ে গেলেন।

কারো মতে, তার তাওবার কারণ এটি যে, তিনি একটি মেয়েকে ভালোবাসতেন। একবার প্রাচীর ডিঙ্গিয়ে তার কাছে যাচ্ছিলেন। (তখন) কানে কুরআন তেলাওয়াতের আওয়াজ আসল:

﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ ٱللَّهِ ﴿١٦﴾

'ঈমানদার জন্য কি এ সময় এখানো আসেনি, তাদের অন্তর আল্লাহর যিকিরের ভয়ে ঝুকে যাবে?'[২]

এর উত্তরে তিনি বললেন, হে আমার প্রভু! হ্যাঁ, আমি এসে গেছি। সেখান থেকে ফিরে গিয়ে একটি বিজন প্রান্তরে রাত কাটালেন। সেখানে কিছু মুসাফির ছিল। তিনি তাদেরকে বললেন, এখান থেকে চলে যাও। তাদের মধ্য হতে কেউ কেউ বলল, এখানে সকাল পর্যন্ত থাকব। কারণ রাস্তায় ফুজাইল ইবনে আয়াজ থাকবে। সে লুটপাট করবে। তাদের কথার উত্তরে তিনি বললেন, সে তাওবা করেছে। অতঃপর তাদেরকে নিরাপত্তা দিলেন। তিনি আল্লাহ ও নবীর অনুসরণ এবং তাকওয়া ও ইবাদতের রাস্তা অবলম্বন করলেন। রিয়াজত-মুযাহাদায় বড় কামালিয়ত অর্জন করলেন।

হযরত ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলতেন, আমি নিজ কানে হযরত ফুজাইলকে একথা বলতে শুনেছি যে, দুনিয়া অনুসন্ধানীরা

[১]. আল-কুরআন, সূরা হাদীদ, ৫৭:১৬
[২]. আল-কুরআন, সূরা হাদীদ, ৫৭:১৬





অপমাণিত ও লাঞ্ছিত হয়। যখন আমি নিজের জন্য কিছু উপদেশের আরজ করলাম, তখন তিনি বললেন, খাদেম (সেবক) হও, মাখদুম (সেবা গ্রহণকারী) হয়োনা। কেননা, খাদেম হওয়াই হচ্ছে সৌভাগ্যের কারণ। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি যথাযথভাবে আল্লাহর পরিচয় লাভ করেছে, সে নিজের পুরো শক্তি-সামর্থ মতে আল্লাহর ইবাদত করে। কেননা তার পরিচয় তার অনুগ্রহ ও করুণার পরিচয় দ্বারা অর্জন হয়। যখন ঐ ব্যক্তি তাঁর করুণার-অনুগ্রহের সাথে পরিচয় হয়ে যায়, তখন সে তাকে বন্ধু বানিয়ে নেয় আর যখন বন্ধু বানিয়ে নেয়, তখন পুরো সামর্থ ও শক্তি অনুযায়ী তার আনুগত্য ও ইবাদত পালন করে। কেননা বন্ধুর কোন কাজ কঠিন নয়। এ ভিত্তিতে যে পরিমাণ বন্ধুত্ব বৃদ্ধি পাবে, সে পরিমাণ আনুগত্য ও ইবাদতের আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি পাবে আর বন্ধুত্বের প্রাবল্য হচ্ছে মা'রিফাতের হাকীকত।

জনৈক কারী সাহেব তার সামনে খুবই চমৎকার কণ্ঠে কুরআন তেলাওয়াত করলেন। তখন তিনি বললেন, আমার বাচ্চাদের কাছে গিয়ে তেলাওয়াত করো। কিন্তু সূরা আল-কারিয়া কখনো পড়বেন না। কেননা, খোদাভীতির কারণে তারা কিয়ামতের আলোচনা শুনার শক্তি রাখেনা। কিন্তু কারী সাহেব সেখানে গিয়ে এ সূরাটি পড়লেন। তার সাহেবজাদা একটি চিৎকার দিলেন এবং দুনিয়া হতে বিদায় নিলেন।

কথিত আছে যে, তাকে ৩০ বছর পর্যন্ত কেউ হাসতে দেখেনি। কিন্তু যখন তার প্রিয় সন্তান ইহকাল হতে বিদায় নিল, তখন মুচকি হাসি দিলেন। লোকেরা যখন হাসির কারণ জিজ্ঞাসা করল, তিনি বললেন, আমি দেখেছি যে, আল্লাহ তা'আলা তার পরকালের দিকে যাত্রা দ্বারা সন্তুষ্ট হয়েছেন। সুতরাং আমিও তার সন্তুষ্টিতে খুশি হয়েছি।

ফুজাইল ইবনে রবি' বর্ণনা করেন যে, আমি হারুনুর রশিদের সাথে মক্কা মুকাররমায় উপস্থিত ছিলাম। হজ্বের কাজ সমাধা করার পর তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, এখানে কোন বুযর্গ ব্যক্তি আছে কিনা, যাতে তার সাক্ষাত লাভ করতে পারেন। (তৎকালীন যুগের লোকেরা মক্কা মুয়াজ্জমার মধ্যেও আহলুল্লাহদের অনুসন্ধানে থাকত।) আমি বললাম, হ্যাঁ। সুতরাং আমি তাকে হযরত ফুজাইলের নিকট নিয়ে গেলাম। তখন তিনি নির্জনতায় বসেছিলেন। নিচে নেমে দরজা খুলে দিয়ে প্রদীপ নিভিয়ে দিলেন এবং কক্ষে দণ্ডায়মান হয়ে গেলেন। হারুনুর রশিদ অন্দরে চলে আসলেন। যখন হযরত ফুজাইলের হাত হারুনুর রশিদের হাত স্পর্শ করল, (ফুজাইল) তখন বললেন, 'আফসোস! এরূপ তুলতুলে হাত আমি দেখিনি। এরূপ হাত যদি আল্লাহর আযাবে নিমজ্জিত হয়ে যায়, তাহলে খুবই তাজ্জবের ব্যাপার। একথা শুনে হারুনুর রশিদের মধ্যে ভীতি ও বিনয়ভাব সৃষ্টি হল এবং তিনি



www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com



এ পরিমাণ ক্রন্দন করলেন যে, তিনি অজ্ঞান হয়ে গেলেন। যখন সংজ্ঞা ফিরে আসল, তখন বলতে লাগলেন, হে ফুজাইল! আমাকে কিছু উপদেশ দিন। হযরত ফুজাইল বললেন, হে আমিরুল মুমিনীন, তোমার পিতা ছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচা। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আবেদন করলেন যে, আমাকে নিজ সম্প্রদায়ের আমির বানিয়ে দিন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে চাচা! আমি তোমাকে তোমার প্রাণের আমির বানিয়ে দিয়েছি। কেননা, তোমার একটি মুহূর্ত আল্লাহর আনুগত্যে কাটিয়ে দেয়া এ বিষয়টি হতে উত্তম যে, লোকেরা হাজার বছরধরে তোমার আনুগত্য করবে। কেননা, কিয়ামতের দিন বাদশাহী ও আমিরী শুধু দুঃখ ও লজ্জা ছাড়া আর কিছু পাবেনা। অতঃপর হযরত ফুজাইল বললেন, হে আমিরুল মুমিনীন! কখনো যেন এরকম না হয় যে, তোমার এই সুন্দর চেহারাটি দোযখের আগুনে পাকড়াও হয়ে যায়। অন্তরে আল্লাহর ভয় রাখো এবং তারই হক উত্তম পন্থায় আদায় করো। এরপর হারুনুর রশিদ বললেন, আপনার ওপর কিছু ঋণের বোঝা রয়েছে। তিনি বললেন, হ্যাঁ, আল্লাহর ঋণ আমার গর্দানের ওপর রয়েছে আর তা হচ্ছে তার আনুগত্য আর যদি তিনি এর জন্য আমাকে পাকড়াও করেন, তাহলে তা হবে আমার জন্য দুর্ভাগ্য।

তিনি বলেন, মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত বিভিন্ন মানুষের সাথে বন্ধুত্ব রাখে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে লৌকিকতা হতে বাঁচতে পারেনা। আমরা এরূপ মানুষও দেখেছি, যে স্বীয় আমলে লৌকিকতা প্রদর্শন করে। কিন্তু এখন এরূপ মানুষও দেখা যাচ্ছে, যারা ঐ সব আমলের ব্যাপারে অহংকার করে, যা তারা করেও না। তিনি বলেন, আমি যখন দুনিয়াকে কারো সাথে খেলা করতে দেখি, তখন আমার কান্না এসে যায়। যদি কুরআন-হাদীসের ধারক-বাহকরা দুনিয়া বিমুখতার ওপর ধৈর্য ধারণ করে, তাহলে মানুষেরা তাকে অপমানিত মনে করেনা। কিন্তু আফসোস একথার ওপর যে, যখন কেউ বলে, অমুখ আলেম বা অমুখ আবেদ অমুখ ব্যবসায়ীর খরচে হজ্বে গেছেন। তিনি বলেন, যদি তোমরা কোন আলেম বা আবেদকে দেখ যে, তারা রাজা-বাদশা বা দুনিয়াদারের নিকট নিজেদের প্রশংসা শুনে সন্তুষ্ট হয়ে যায়, তাহলে বুঝে নাও যে, সে রিয়াকারী আর রিয়াকারীর একটি আলামত হচ্ছে যে, তার ইলম হবে তো পাহাড়সম, কিন্তু আমল হবে ধূলিকণাসম।





## হযরত রাবেয়া বসরী রাদিআল্লাহু আনহা

হযরত রাবেয়া বসরী অনেক বড় আবেদা, আরেফা ও তাপসী ছিলেন। তার জন্মকালে তার মাতা স্বপ্নে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাক্ষাত লাভ করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমার এ কন্যা খুবই গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করবে এবং তার সুপারিশে আমার উম্মতের একাধিক ব্যক্তিকে ক্ষমা করে দেয়া হবে।

তাঁর অভ্যাস ছিল, তিনি রোজা পালন করতেন এবং সারারাত ইবাদতে কাটিয়ে দিতেন। শুরুতে শুরুতে একরাত্রে যখন তার মুনিবের চক্ষুদ্বয় খুলল, তখন সে আশ্চর্যান্বিত হয়ে চতুর্দিকে দৃষ্টি দিল। সে একটি কোণে তাকে (রাবেয়া বসরীকে) সিজদায় অবস্থায় দেখল এবং একটি দোদুল্যমান আলো তার মাথার ওপর দীপ্তমান অবস্থায় দেখল। তিনি আল্লাহর কাছে এ প্রার্থনা করছিলেন যে, যদি আমার সামর্থ থাকত, তাহলে পুরো সময় তোমার ইবাদতে কাটিয়ে দিতাম। কিন্তু যেহেতু আপনি আমাকে অপরের শাসনাধীন করে দিয়েছেন, তাই আমি আপনার দরবারে বিলম্বে হাজির হয়ে থাকি। একথা শুনে তার মুনিব খুবই পেরেশান হল। সে এই ইচ্ছা ব্যক্ত করেছে যে, আমার তো উচিত ছিল, তার নিকট থেকে সেবা গ্রহণের পরিবর্তে উল্টো তাকে সেবা করা। সুতরাং সকাল হওয়া মাত্রই তাকে মুক্ত করে দিয়ে দোয়া চাইল যে, আপনি আমাদের এখানে অবস্থান করুন। তা হবে আমাদের জন্য সৌভাগ্যের কারণ আর যদি আপনি অন্য কোথাও চলে যেতে চান, তাহলে এ ব্যাপারে আপনার পুরোপুরি ক্ষমতা রয়েছে। একথা শুনে তিনি বেরিয়ে গেলেন এবং যিকির ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশে বিভোর হয়ে গেলেন।

তিনি রাত দিন একহাজার রাকাত নামাজ আদায় করতেন। সময় সময় হযরত হাসান বসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির ওয়াজেও শরিক হতেন।

একদিন তিনি হজ্বের জন্য গেলেন, তখন দেখলেন যে, স্বয়ং কা'বা শরিফ তাকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য চলে আসছে। তিনি আরজ করলেন, হে মওলা! আমার নিকট ঘরের কোন প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন গৃহস্থের। আমি কা'বার সৌন্দর্যের চেয়ে অধিকহারে তোমার দর্শন লাভের আকাঙ্ক্ষা করি।

একবার হযরত ইবরাহীম আদহাম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি যখন হজ্বের সফরে বের হলেন, তখন প্রতিটি পদক্ষেপে দুই রাকাত নামাজ আদায় করে যেতেন এবং পুরোপুরি ১৪ বছর পর মক্কায় পৌছলেন। সফরের সময় একথাও বলতেন যে, অন্য লোকেরা তো পায়ে হেঁটে পৌছেছে, কিন্তু আমি চোখের পলকে পৌঁছে যাব। যখন মক্কায় প্রবেশ করলেন, তখন খানায়ে কা'বা দেখা গেলনা। সুতরাং একথা মনে



www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com



করে তিনি অশ্রুসজল হয়ে গেলেন যে, হয়ত আমার দৃষ্টিশক্তি লোপ পেয়ে গেছে। কিন্তু গায়েব হতে আওয়াজ আসল যে, তোমার দৃষ্টিশক্তি লোপ পায়নি, বরং কা'বা একজন অতিথিকে অভ্যর্থনা জানাতে গেছে। একথা শুনে তিনি অনুতপ্ত হলেন এবং আহাজারি করে বললেন, হে আল্লাহ! সে কোন ধরনের ব্যক্তি? উত্তর আসল খুবই মর্যাদাবান ব্যক্তি। সুতরাং তিনি চোখ তুলে তাকাতেই দেখলেন যে, সামনে হতে হযরত রাবেয়া বসরী লাঠির ওপর ভর করে আসছেন আর কা'বা স্ব স্থানে বহাল রয়েছে। তিনি রাবেয়া বসরী রাদিআল্লাহু আনহাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি শৃঙ্খল-ব্যবস্থাকে কেন বিশৃঙ্খল করে দিয়েছ? উত্তর দিলেন, আমি তো নয়, তবে তুমি একটি কান্ড ঘটিয়েছ। কা'বায় পৌঁছতে তোমার ১৪ বছর লেগেছে। ইবরাহীম আদহাম বললেন, আমি প্রতিটি পদক্ষেপে দুই রাকাত নফল নামাজ পড়ে পড়ে এসেছি, যার কারণে এত বিলম্বে পৌঁছেছি। রাবেয়া বসরী বললেন, তুমি তো নামাজের সাথে দূরত্ব অতিক্রম করেছ আর আমি বিনয় ও বিনম্রতার সাথে এ পর্যন্ত পৌঁছেছি। হজ্ব পালনের পর হযরত রাবেয়া বসরী কেঁদে কেঁদে আল্লাহকে আরজ করলেন, তুমি তো হজ্বের ওপর প্রতিদানের অঙ্গীকার করেছ আর বিপদের ওপর ধৈর্য ধারণের ক্ষেত্রেও। সুতরাং যদি তুমি আমার হজ্ব কবুল না করে থাক, তাহলে বিপদের ওপর ধৈর্য ধারণেরই প্রতিদান দান কর। কেননা, হজ্ব কবুল না হওয়ার চেয়ে বড় আর কোন বিপদ নেই। অতঃপর তিনি বসরায় ফিরে আসলেন এবং ইবাদতে মশগুল হয়ে গেলেন। যখন পরবর্তী বছর হজ্বের সময় আসল, তখন বললেন, গত বছর খানায়ে কা'বা আমাকে অভ্যর্থনা জানিয়েছে। এ বছর আমি তাকে অভ্যর্থনা জানাব। সুতরাং শেখ ফারমদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির বর্ণনা মতে, হজ্বের সময়ে তিনি জঙ্গলে গিয়ে পাঁজরের হাড় দিয়ে গড়ানো শুরু করে দিলেন এবং পুরো সাত বছর পর আরাফায় পৌঁছলেন। সেখানে গায়েব হতে এ আওয়াজ শুনল যে, তোমাকে এ তলবে রেখেছে, যদি তুমি ইচ্ছা কর, তাহলে তোমাকে স্বীয় জ্যোতি দ্বারা সম্মানিত করতে পারেন। তিনি আরজ করলেন, আমার মধ্যে এ পরিমাণ শক্তি-সামর্থ কোথায়? তবে, ফকিরী লাভের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করি। ইরশাদ হল, ফকিরী আমার কহরের (ক্রোধ) সমার্থক যা আমি শুধু ঐ সকল ব্যক্তিদের জন্য নির্দিষ্ট করে দিয়েছি, যারা আমার দরবারের সাথে এরূপ একাকার হয়ে গেছে যে, যৎকিঞ্চিত পার্থক্যও নেই। অতঃপর আমি তাদেরকে মিলনের স্বাদ হতে বঞ্চিত করে দিয়ে বিচ্ছেদের আগুনে নিক্ষেপ করে দিয়েছি। কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা কোন রকম দুঃখিত ও বেদনার্থ হয় না বরং নৈকট্য অর্জনের জন্য সদা ব্যস্ত থাকে। তবে তুমি এখনো দুনিয়ার সত্তর পর্দার অভ্যন্তরে। যতক্ষণ পর্যন্ত এ সকল পর্দার বাইরে এসে আমার পথের পথিক হবেনা, ততক্ষণ পর্যন্ত ফকিরী নাম নেয়াও তোমার জন্য শোভা পায়না। অতঃপর ইরশাদ হল,





এদিকে দেখ। হযরত রাবেয়া বসরী যখন দৃষ্টি তুলে থাকালেন, তখন রক্তের একটি কূলহীন সাগর ঝুলন্ত অবস্থায় দেখা গেল আরয়াজ আসল, এটি আমার ঐ আশেকদের জমাটবদ্ধ রক্তের সাগর, যারা আমাকে সন্ধান করে চলছিল এবং ইশকের মঞ্জিলে এভাবে পা আটকে রইল যে, তারা কোন ঠিকানা পেলনা। রাবেয়া বসরী আরজ করলেন, ঐ আশেকদের একটি গুণ আমার মধ্যেও যেন উদ্ভাসিত হয়। একথা বলামাত্রই তার নারীত্ব অক্ষম হয়ে গেল আর এ আওয়াজ আসল যে, তার মকাম এই যে, সাত বছর পর্যন্ত পাঁজরের হাড়ে গড়ানো দিচ্ছে, যাতে আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছতে পারে এবং একটি জ্যোতি অবলোকন করতে পারে আর যখন সে নিকটতম মঞ্জিল পর্যন্ত পৌঁছে যায়, তখন একটি তুচ্ছ কারণ তার রাস্তায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে আর এতে সে ধৈর্য ধারণ করে। এই হচ্ছে ঐ আশেকদের পরিচয়।

যখন তাকে বিয়ে না করার কারণ জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, তখন উত্তরে তিনি বললেন, তিনটি জিনিস আমার কাছে পেরেশানীর কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। যদি তোমরা এ পেরেশানী দূর করে দাও, তাহলে অবশ্যই আমি বিয়ে করব। সেগুলো হচ্ছে এই যে, এক. আমার মৃত্যু ইসলামের ওপর হবে নাকি হবেনা, এ ব্যাপারে আমাকে সংবাদ দাও। দুই. হাশরের দিন আমার আমলনামা ডান হাতে হবে নাকি বামহাতে হবে, তা জানিনা। তিন. হাশরের দিন যখন জান্নাতের মধ্যে একটি জামাতকে ডানদিক হতে এবং অন্য একটি জামাতকে বামদিক হতে প্রবেশ করানো হবে, জানি না আমার গণনা তখন কোন জামাতে হবে। লোকেরা বলল, এই প্রশ্নত্রয়ের উত্তর আমাদের কাছে নেই। তিনি বললেন, যে ব্যক্তিটি এত পেরেশানীতে নিমজ্জিত, তার কি বিয়ে-শাদীর কোন আকাঙ্ক্ষা থাকতে পারে?

তিনি সর্বদা আহাজারি ও কান্নাকাটি করতেন। লোকেরা এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, আমি ঐ বিচ্ছেদকে ভয় করি, যাকে সংরক্ষিত মনে করছি। কখনো যেন এরূপ না হয় যে, প্রাণবায়ু চলে যাওয়ার সময় এ আওয়াজ আসে যে, তুমি আল্লাহর দরবারের উপযুক্ত নও।

প্রত্যেক সকালে তিনি এ দোয়া পড়তেন যে, হে আল্লাহ! আমাকে এভাবে আপনার দিকে মনোনিবেশ করে নিন, দুনিয়াবাসীরা যেন আমাকে তুমি ছাড়া অন্য কারো কাজে ব্যস্ত না দেখে আর কখনো এ দোয়া করতেন যে, দুনিয়াতে আমার জন্য যে অংশ নির্ধারিত করা হয়েছে, তা আপনার শত্রুদেরকে দিয়ে দিন আর যে অংশ আখেরাতে নির্দিষ্ট, তা আপনার বন্ধুদের মধ্যে বন্টন করে দিন। আমার জন্য শুধু আপনার সত্তাই যথেষ্ট। যদি আমি দোযখের ভয়ে ইবাদত করে থাকি, তাহলে আমাকে দোযখে নিক্ষেপ করে দিন আর যদি জান্নাতের আকাঙ্ক্ষায় ইবাদত করে থাকি, তাহলে আমার জন্য জান্নাত হারাম করে দিন আর যদি আমার ইবাদত শুধু



www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com



আপনার দর্শন লাভের আকাঙ্ক্ষায় হয়ে থাকে, তাহলে আপনার মনোপ্রশান্তিদায়ক সৌন্দর্য দ্বারা আমাকে সৌভাগ্যবান করুন।

একদিন তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন। অসুস্থতার কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে উত্তরে বললেন, একদিন আমার অন্তর জান্নাতের দিকে ধাবিত হয়েছিল আর এতে আল্লাহ তা'আলা অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন। তার ক্রোধই আমার অসুস্থতার কারণ। উদ্দেশ্য এটি ছিল যে, আমার দাবি ইশক ও দর্শন লাভের আর ধ্যান জান্নাতের দিকে। যদি জান্নাতের দিকে ধ্যানের এ অবস্থা হয়, তাহলে দুনিয়ার দিকে ধ্যানের অবস্থা কি হবে?





## হযরত হাবিব আজমী রাদিআল্লাহু আনহু

একদিন হযরত হাসান বসরী রাদিআল্লাহু আনহু মাগরিবের নামাজের সময় হযরত হাবিবে আজমীর নিকট পৌঁছলেন। কিন্তু তখন তিনি নামাজের জন্য দণ্ডায়মান হয়ে গিয়েছিলেন আর হযরত হাসান বসরী রাদিআল্লাহু আনহু যখন এ অবস্থা দেখলেন যে, তিনি اَلْحَمْدُ-এর স্থলে اَلْهٰكُمُ পড়ছেন। তখন হাসান বসরী রাদিআল্লাহু আনহু একথা ভেবে যে, তিনি যেহেতু কুরআনের উচ্চারণ সহীহভাবে আদায় করতে পারেননা, তাই তার পিছনে নামাজ পড়েননি। কিন্তু এ রাতে স্বপ্নে আল্লাহর দর্শন লাভ হল। তখন তিনি আল্লাহর কাছে আরজ করলেন, হে আল্লাহ! তোমার সন্তুষ্টির মাধ্যম কি? ইরশাদ হল যে, তুমি আমার সন্তুষ্টি পেয়েছিল কিন্তু এর মকাম বুঝনি। তিনি আরজ করলেন, তার কোন ধরনের সন্তুষ্টি ছিল? ইরশাদ হল যে, যদি তুমি হাবিবে আজমীর পিছনে নামাজে ইকতেদা করে নিতে, তাহলে তা তোমার সারা জীবনের নামাজের চেয়ে উত্তম হত। কেননা, তুমি তার দৃশ্যত ইবাদতের কল্পনা তো করেছ, কিন্তু তার নিয়ত (অভ্যন্তরীণ অবস্থা) দেখনি। কেননা ওলীর নিয়তের চেয়ে উচ্চারণের সঠিকতা নিম্ন পর্যায়ের।

হযরত ইমাম শাফেয়ী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ও হযরত ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রাহমাতুল্লাহি আলাইহি কোন একটি স্থানে তাশরীফ নিয়েছিলেন। ঘটনাক্রমে হযরত হাবিব আজমীও সেখানে পৌঁছেন। তাঁকে দেখে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বললেন, আমি তাঁকে একটি প্রশ্ন করব। কিন্তু ইমাম শাফেয়ী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি নিষেধ করতে গিয়ে বলেন, আল্লাহর সাক্ষাত লাভে মত্ত ব্যক্তি ও আরেফদের প্রশ্ন করোনা। তাদের তো পথই ভিন্ন হয়ে থাকে। কিন্তু নিষেধ করা সত্ত্বেও তিনি (আহমদ ইবনে হাম্বল) এ প্রশ্ন করলেন যে, যে ব্যক্তি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের মধ্য হতে কোন এক ওয়াক্ত কাজা করল এবং তার স্মরণেও না থাকে যে, তা কোন ওয়াক্ত ছিল, তাহলে তাকে কি করতে হবে? উত্তরে হযরত হাবিব আজমী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, সকল নামাজ কাজা করে দেবে। কেননা, সে আল্লাহ হতে বিমুখ হয়ে এ পরিমাণ বেআদবিতে লিপ্ত হয়েছে যে, এক ওয়াক্ত নামাজ ছেড়ে দিয়েছে। একথা শুনে ইমাম শাফেয়ী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বললেন, আমি এ জন্যই নিষেধ করেছিলাম যে, ঐ ব্যক্তিদের কাছ থেকে কোন কিছু জিজ্ঞেস করোনা। কেননা, তাদের অবস্থা বিভিন্ন ধরনের পরিবর্তন হতে থাকে।

একজন ক্রীতদাসী বিশ বছর পর্যন্ত তার নিকট ছিল। কিন্তু কখনো তিনি তার চেহারা দেখেননি। একদিন তিনি সেই ক্রীতদাসীকে বললেন, আমার দাসীকে ডাক। একথা শুনে সে আরজ করল, হুজুর আমিই আপনার ক্রীতদাসী। তিনি



www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com



বললেন, ৩০ বছর পর্যন্ত আমার ধ্যান আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কারো দিকে যায়নি। এ কারণে আমি তোমাকে চিনতে পারিনি।

লোকেরা তাকে জিজ্ঞাসা করল, আল্লাহর সন্তুষ্টি কিসের মধ্যে? উত্তরে তিনি বললেন, فِيْ قَلْبٍ لَيْسَ فِيْهِ غُبَارُ النِّفَاقِ (ঐ অন্তরে, যার মধ্যে কপটতার ধূলিকণা থাকবেনা)।





## হযরত ইবরাহীম আদহাম রাদিআল্লাহু আনহু

হযরত ইবরাহীম ইবনে আদহাম প্রথম জীবনে বলখের রাজা ও প্রতাপশালী শাসক ছিলেন। একদিন তিনি ঘুমে বিভোর ছিলেন। এমতাবস্থায় প্রাসাদের ছাদে কারো চলাচলের আওয়াজ আসল। তখন তিনি ডাক দিয়ে বললেন যে, ছাদের ওপর কে? তখন উত্তর আসল, আমি আপনার একজন পরিচিত। (হারানো) উটরে সন্ধান করতে ছাদের ওপর এসেছি। তিনি বললেন, এখানে ছাদের ওপর কীভাবে উট পেতে পার। সেখান থেকে উত্তর আসল, সিংহাসনে বসে আপনি কীভাবে আল্লাহকে পেয়ে যাবেন? একথা শুনে তিনি ভীত হয়ে গেলেন। দ্বিতীয় দিন যখন দরবারের অধিবেশন চলছিল, তখন একজন খুবই জাঁকজমক ও বুযর্গী সম্পন্ন ব্যক্তি দরবারে এসে পৌঁছল। উপস্থিতিদেরকে ভয় এভাবে আচ্ছন্ন করে ফেলল যে, কারো মধ্যে কিছু জিজ্ঞাসা করার শক্তি রইলনা আর ঐ ব্যক্তি দ্রুততার সহিত সিংহাসনের নিকট পৌঁছে চতুরদিকে দৃষ্টি দিতে লাগলেন। যখন ইবরাহীম আদহাম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তিনি কে এবং কিসের সন্ধানে এসেছেন? তখন তিনি বললেন, আমি এখানে অবস্থান করার নিয়তে এসেছিলাম। কিন্তু মনে হচ্ছে এটি একটি সরাইখানা। তাই এখানে অবস্থান করা সম্ভব নয়। ইবরাহীম আদহাম বললেন, এটি সরাইখানা নয়, বরং রাজপ্রাসাদ। তিনি প্রশ্ন করলেন, আপনার পূর্বে এখানে কার আবাস ছিল? উত্তর দিলেন, আমার পিতা, দাদা, এভাবে বংশপরম্পরায় আরো অনেক। এরপর তিনি বললেন, আপনার পরে এখানে কে আসবে? ইবরাহীম আদহাম বললেন, আমার সন্তানরা। তিনি বললেন, একথা একটু চিন্তা করুন, যে স্থানে এতগুলো মানুষ আসার পর চলে গেছে এবং কেউ স্থির থাকতে পারেনি, সে স্থান যদি সরাইখানা না হয়, তবে আর কি? একথা বলে ঐ ব্যক্তি হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেলেন। ইবরাহীম আদহাম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি যেহেতু রাতের ঘটনা দ্বারাও অস্থির ছিলেন। এ ঘটনা তাকে আরো অস্থির করে দিল। তিনি ঐ ব্যক্তির সন্ধানে বের হয়ে পড়লেন। যখন একটি স্থানে সাক্ষাত লাভের পর তিনি তাঁর নাম জিজ্ঞাসা করলেন, তখন বললেন যে, আমাকে খিজির বলা হয়। এই অস্থিরতার মধ্যে তিনি সদলবলে শিকারে বেরিয়ে পড়লেন। কিন্তু দল হতে বিচ্যুত হয়ে যখন তিনি একাকি রয়ে গেলেন, তখন গায়েব হতে আওয়াজ আসল যে, হে ইবরাহীম! মৃত্যুর পূর্বে জাগ্রত হয়ে যাও আর আওয়াজটি অনবরত আসতে লাগল। তার অন্তরের অবস্থা এবং বিভিন্ন ধরনের পরিবর্তন হতে লাগল। অতঃপর হঠাৎ সামনে একটি হরিণ দেখলেন। যখন তিনি তা শিকার করতে ইচ্ছা করল, তখন হরিণটি বলে উঠল যে, আপনি আমাকে কেন শিকার করবেন, অথচ আপনি তো নিজেই শিকারের



www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com



উপযোগী? আপনারকে সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য কি এটি যে, ভ্রমণ ও শিকার করে করে জীবন কাটিয়ে দেবেন।

অতঃপর তার সওয়ারীর হাওদা হতে একই আওয়াজ আসতে লাগল। তিনি এভাবে আল্লাহর প্রতি মনোনিবেশ করেছেন যে, তার অন্তর বাতেনী আলো দ্বারা আলোকিত হয়ে গেছে। এরপর তিনি সিংহাসনকে বিদায় জানিয়ে পথে-প্রান্তরে কান্নাকাটি করকে করতে নিশাপুরের অদূরে পৌঁছে একটি অন্ধকার ও ভয়ানক গর্তে পুরোপুরি নয় বছর পর্যন্ত ইবাদতে আত্মমগ্ন ছিলেন। এ সময় তিনি প্রত্যেক শুক্রবারে জালানী কাঠ সংগ্রহ করে বিক্রি করতেন। এতে যা কিছু পেতেন, এর অর্ধেক আল্লাহর রাস্তায় বিলিয়ে দিতেন এবং অবশিষ্ট অর্ধেক অর্থ দ্বারা রুটি ক্রয় করে জুমার নামাজ আদায় করতেন।

যখন জনসাধারণ তার সঠিক মান-মর্যাদা সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারল, তখন তিনি এই গুহাকে বিদায় জানিয়ে মক্কা অভিমুখে রওয়ানা হলেন। এরপর একদিন শেখ আবূ সাঈদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এই গুহার জিয়ারত করে বললেন, এই গুহাকে যদি মিশক দ্বারা প্রলেপ দেয়া হয়, তবুও এ পরিমাণ সুগন্ধ হবেনা, যে পরিমাণ এক বুযর্গের কিছুদিন অবস্থানের কারণে হয়েছে।

যখন তিনি বলখের রাজ্য থেকে বিদায় নিলেন, তখন তার একজন ছোট ছেলে ছিল। সে যৌবনের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছলে জিজ্ঞাসা করল, আমার পিতা কোথায়? তখন তার মাতা তাকে পুরো ঘটনা বর্ণনাপূর্বক বললেন যে, তিনি এখন মক্কায় বাস করেন। এরপর এই ছেলেটি গোটা শহরে ঘোষণা করে দিল যে, যে সকল ব্যক্তি আমার সাথে হজ্বের সফরে যেতে ইচ্ছুক, আমি তাদের পুরো ব্যয় বহন করব। এ ঘোষণা শুনে প্রায় চারহাজার লোক তার সাথে যেতে প্রস্তুত হয়ে গেল। তাদেরকে সাথে নিয়ে সে পিতার দর্শন লাভের আকাঙ্ক্ষায় কা'বায় পৌঁছে গেল। যখন সে হারামের মশায়েখ হতে নিজের পিতা সম্পর্কে জানকে চাইল, তখন তিনি বললেন, তিনি আমাদের মুর্শিদ। এখন তিনি জঙ্গলে জালানী কাঠ সংগ্রহ করতে গেছেন। তা বিক্রি করে তার ও আমাদের খাবারের ব্যবস্থা করেন। একথা শুনামাত্রই বালকটি জঙ্গলের অভিমুখে রওয়ানা দিল। তখন একজন বৃদ্ধলোককে মাথার ওপর জালানী কাঠের বোঝা বহন করা অবস্থায় দেখল। ভালোবাসার প্রাবল্যতায় সে অস্বাভাবিক হয়ে গেল। কিন্তু সৌভাগ্যলাভ ও অবস্থা সম্বন্ধে অজ্ঞতার ভান ধরে নিরবে তার পিছনে পিছনে বাজার পর্যন্ত পৌঁছে গেল। যখন বাজারে গিয়ে ইবরাহীম আদহাম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ডাক দিল যে, কে আছ? যে পবিত্র মালের বিনিময়ে পবিত্র মাল ক্রয় করবে। একথা শুরে একজন ব্যক্তি কিছু রুটির বিনিময়ে জালানী কাঠগুলো ক্রয় করে নিলেন। রুটিগুলো তিনি নিজ ভক্তদের সামনে রেখে দিলেন এবং নিজে





নামাজে মগ্ন হয়ে পড়লেন। তিনি ভক্তদেরকে সর্বদা এ পথনির্দেশ দিতেন যে, কখনো মহিলা ও শ্মশ্রুহীন বালকদের তীক্ষ্ণ নজরে দেখবেনা। বিশেষ করে ঐ সময় খুবই সর্তকতা অবলম্বন করবে, যখন হজ্জের মৌসুমে অধিক সংখ্যক নারী এবং শ্মশ্রুহীন বালক জমায়েত হয়। সকল লোকেরা এই পথনির্দেশ যথাযথভাবে পালন করে তার সঙ্গলাভ করতেন। তাওয়াফের অবস্থায় তার ঐ বালকটি সামনে এসে গেল। তখন পিতৃস্নেহ তার হৃদয়ে উঁকি দিল এবং তার দৃষ্টি ঐ বালকটির প্রতি নিবন্ধিত হয়ে গেল। তাওয়াফ সম্পাদনের পর তার ভক্তরা আরজ করল, আল্লাহ আপনার ওপর করুণা বর্ষণ করুক। আপনি যে বিষয় হতে আমাদেরকে দূরে থাকার হেদায়ত দিয়েছিলেন, তাতে আপনি নিজেই জড়িত হয়ে গেলেন। আপনি এর কারণ বলতে পারবেন? উত্তরে তিনি বললেন, একথা তো তোমাদের জ্ঞানে রয়েছে যে, যখন আমি বলখ ত্যাগ করেছি, তখন আমার একজন ছোট ছেলে ছিল। আমার বিশ্বাস সে আমার ঐ ছেলে। পরদিন তার এক মুরিদ যখন বলখের কাফেলা সন্ধান করতে করতে ওখানে পৌঁছল, তখন সে দেখল যে, ঐ বালকটি রেশমী তাবুর নিচে একটি চেয়ারে বসে কুরআন তেলাওয়াত করছে। যখন বালকটি তার মুরিদকে আগমনের উদ্দেশ্য জিজ্ঞসা করল, তখন মুরিদ প্রশ্ন করল, আপনি কার সন্তান? একথা শুনা মাত্রই বালকটি ক্রন্দনসুরে বলল, আমি নিজের পিতাকে দেখিনি। কিন্তু গতকাল একজন বৃদ্ধ কাঠুরিয়াকে দেখে মনে হল যে, হয়ত এ লোকটি আমার পিতা আর যদি আমি তাকে কোন কিছু জিজ্ঞাসা করতাম, তাহলে এ আশঙ্কা ছিল যে, তিনি ফেরারী হয়ে যেতেন। কেননা তিনি ঘর হতে ফেরারী হয়ে গিয়েছিলেন আর তার সম্মানিত নাম ইবরাহীম আদহাম। একথা শুনে মুরিদ বলল, চলুন, আমি তার সাথে আপনাকে সাক্ষাত ঘটিয়ে দেব। তিনি তাদের নিয়ে বায়তুল্লায় প্রবেশ হয়ে গেল। যখন পিতার ওপর পুত্রের দৃষ্টি পড়ল, তখন ভালোবাসার প্রবল্যে অস্বাভাবিকভাবে উভয়ে একাকার হয়ে গেলেন এবং কাঁদতে কাঁদতে অজ্ঞান হয়ে গেলেন। সংজ্ঞা ফিরে আসার পর ইবরাহীম আদহাম জিজ্ঞাসা করল, তোমার ধর্ম কি? পুত্র জবাব দিল , ইসলাম। এরপর জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কুরআন পড়েছ কি? পুত্র বলল, হ্যাঁ। আবার জিজ্ঞাসা করলেন, এছাড়া অন্যকোন জ্ঞান অর্জন করেছ কি? পুত্র বলল, জ্বী হ্যাঁ। একথা শুনে বললেন, আলহামদুলিল্লাহ। অতঃপর তিনি যখন চলে যাবার জন্য উঠলেন, তখন পুত্রবধূ, পুত্র তাকে খুবই পীড়াপীড়ি করে রুখে দিলেন। এরপর আসমানের দিকে চেহারা তুলে বললেন, হে আল্লাহ, أَغِثْنِي একথা বলা মাত্রই তার সাহেবজাদা মাটিতে পড়ে গেল এবং ইহকাল ত্যাগ করল। যখর ভক্তরা এর কারণ জিজ্ঞাসা করল, তখন তিনি বললেন, যখন আমি পুত্রের সাথে মিলিত হয়েছি, তখন উচ্ছ্বাস ও ভালোবাসার প্রাবল্যে অস্বাভাবিক হয়ে গেছি। সে মুহূর্তে (গায়েব হতে) এ



www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com



আওয়াজ আসল যে, 'আমার সাথে বন্ধুত্বের দাবি কর, অথচ ভালোবাসা রাখ অন্যদের সাথে।' একথা শুনে আমি আরজ করলাম, আমাদের দুজনের মধ্য হতে কাউকে আপনার সান্নিধ্যে নিয়ে যান। সুতরায় পুত্রের বেলায় দোয়াটি কবুল হয়ে গেছে।

তিনি প্রায় সময় একথা বলতেন যে, পৌনে পনের বছরের পুরোপুরি কষ্ট সাধনার পর আমাকে এ আওয়াজ শুনানো হয়েছে যে, 'ভোগ-বিলাস ছেড়ে দাও। তার দাসত্ব ও হুকুম পালন করে প্রস্তুত হয়ে যাও।' একদিন বিভিন্ন লোকেরা তাকে জিজ্ঞাসা করল, আপনি রাজত্বকে কেন বিদায় জানিয়েছেন? বললেন, একদিন একটি আয়না নিয়ে আমি সিংহাসনে বসা ছিলাম। তখন আমার মধ্যে এভাব জাগ্রত হল যে, আমার কাছে না তো দীর্ঘ সফরের পাথেয় রয়েছে, আর না কোন দলিল-প্রমাণ। যখন না আমার শেষ গন্তব্যস্থল কবর আর শাসকরাও আদল-ইনসাফের ধারক-বাহক। এই খেয়াল আসা মাত্রই আমার অন্তর নিরাশ হয়ে গেল এবং রাজত্বের প্রতি আমার অন্তরে ঘৃণাবোধ সৃষ্টি হল। অতঃপর বললেন, যে ব্যক্তি তিনটি অবস্থায় অন্তরের প্রশান্তি লাভ করবেনা, তাহলে বুঝে নাও, তার জন্য রাহমতের দরজা বন্ধ হয়ে গেছে। প্রথম : কুরআন তেলাওয়াতের সময়, দ্বিতীয় : নামাজরত অবস্থায় এবং তৃতীয় : যিকির-ফিকির এবং ইবাদতে মগ্ন অবস্থায়। আরেফের পরিচয় এটি যে, সে প্রত্যেক বস্তুকে দৃষ্টান্ত ও শিক্ষা অর্জনের জন্য চিন্তা-ভাবনা করতে গিয়ে নিজকে হামদ-ছানায় ব্যাপৃত রাখে এবং আল্লাহর আনুগত্যে সর্বাধিক সময় কাটিয়ে দেয়।

তিনি প্রায় সময় একথা বলতেন যে, আমি একটি দাস ক্রয় যখন তার নাম জিজ্ঞাসা করলাম, তখন সে বলল, আপনি ইচ্ছামত ডাকতে পারেন। অতঃপর আমি যখন এ প্রশ্ন করলাম যে, তুমি কি খাও? উত্তরে সে বলল, আপনি আপনি যা খাওয়াবেন। আমি আবার জিজ্ঞাসা করলাম, তোমার চাহিদা কি? উত্তরে সে বলল, আপনার যা চাহিদা। গোলামরা এ ব্যাপারে মাথা ঘামায় না। একথা শুনে আমি চিন্তা করলাম যে, যদি না আমিও আল্লাহর এরকম আনুগত্যশীল হতাম, তাহলে কতই না ভালো হত।

কেউ জিজ্ঞাসা করল যে, আপনার সময়গুলো কি কি কাজে ব্যয় হয়? উত্তরে বললেন, আমার নিকট চারটি সওয়ারী রয়েছে। যখন নেয়ামত লাভ করি, তখন কৃতজ্ঞতার সওয়ারীর ওপর সওয়ার হয়ে তার (আল্লাহ) সামনে যাই আর যখন কোন হুকুম পালন করি, তখন নিষ্ঠার সওয়ারীর সওয়ার হয়ে সামনে আসি। যখন কোন পাপে লিপ্ত হই, তখন অনুতাপ ও তাওবার সওয়ারীর ওপর সওয়ার হয়ে হাজির হই আর যখন দুঃখে-কষ্টে আটকে যাই, তখন ধৈর্যের সওয়ারী দ্বারা কাজ নিয়ে থাকি।





হযরত ইবরাহীম আদহাম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি সিংহাসন ত্যাগ করার পর কিছুদির আঙ্গুরের বাগানে মালির কাজ করতেন। একদিন সে এলাকা দিয়ে একজন সেনা সদস্য যাচ্ছিল। সে তার কাছে আঙ্গুর চাইল। তিনি বললেন, বাগানের মালিক আমাকে অনুমতি দেয়নি। ফলে সিপাহী তাকে লাঠি দ্বারা প্রহার করতে লাগল। তিনি মাথা ঝুঁকিয়ে দিয়ে বললেন, এই মাথাকে খুবই প্রহার কর। এটি অধিক সময় পর্যন্ত আল্লাহর অবাধ্যাচরণ করেছে। সেনা সদস্যটি অবসন্ন হয়ে চলে গেল।

পরহেজগারীর মধ্যে হযরত ইবরাহীম আদহামের মর্যাদা ও স্তর খুবই উঁচু ছিল। তিনি বলেন, জীবিকা পবিত্র রাখ। যদি তোমরা দিনে রোজা পালন না কর এবং রাত্রেও জাগরণ থাকতে না পার, তাহলে তাতে এত ক্ষতি নেই, যে পরিমাণ ক্ষতি অপবিত্র জীবিকার মধ্যে রয়েছে। হযরত ইবরাহীম আদহাম প্রায় সময় প্রার্থনা করতেন, হে আল্লাহ! আমাকে আপনার অবাধ্যাচরণের অপমান হতে বের করে আপনার আনুগত্যের সম্মানের দিকে নিয়ে যান।



www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com



## হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক রাদিআল্লাহু আনহু

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক আল-মারুজী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির তাওবার ঘটনা এই যে, তিনি একজন ক্রীতদাসীর প্রেমে পড়েছিলেন। একরাতে তিনি বন্ধু-বান্ধবদের আড্ডা হতে উঠে এক সঙ্গীকে সাথে নিয়ে প্রেমিকার ঘরের প্রাচীরের নিচে দাঁড়ালেন। সেও ঘরের ছাদের ওপর আসল। সকাল পর্যন্ত উভয়ে পরস্পরকে দেখার মধ্যে রইল। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি যখন ফজরের নামাজের আওয়াজ শুনলেন, তখন তাকে ইশারের আজান মনে করলেন। কিন্তু যখন দিনের আলো দেখলেন, তখন বুঝতে পারলেন যে, সারারাত তার সৌন্দর্যের দর্শনে বিভোর ছিলেন। এ বিষয়টি তার সতর্কতার কারণ হয়ে দাঁড়াল। অন্তরে অন্তরে বলতে লাগলেন, হে মুবারকের পুত্র, তোমার লজ্জা পাওয়া উচিত। সারারাত পায়ের ওপর দণ্ডায়মান হয়ে শুধু স্বীয় রিপুর তাড়নায়-বাসনায় কাটিয়ে দিয়েছ। যদি ইমাম সাহেব নামাজে সূরাকে একটু বিলম্ব করেন, তখন তো রাগ হয়ে যাও; তা সত্ত্বেও মুমিন হওয়ার দাবি কর। তখন তিনি তাওবা করলেন। জ্ঞান অর্জন, আমল ও আল্লাহর সন্ধান লাভে মগ্ন হয়ে গেলেন।

তিনি বলেন, اَلسُّكُوْنُ حَرَامٌ عَلَى قُلُوْبِ اَوْلِيَاءِهٖ (আল্লাহর বন্ধুদের অন্তর কখনো শান্ত হয়না। কেননা, এই জামাতের ওপর শান্তি ও প্রশান্তি হারাম।) এরা তো দুনিয়ার মধ্যে আল্লাহকে অনুসন্ধান করার কারণে অস্থির আর পরকালে খুশির কারণে। কেননা, দুনিয়া আল্লাহ তা'আলা হতে অদর্শ্য হওয়ার কারণে তাদের ওপর শান্তি ও আরাম নাজায়েজ আর পরকালে আল্লাহ তা'আলার দরবারে তার জ্যোতি ও দর্শনের কারণে তারা শান্ত হতে পারেনা। তাই তাদের দুনিয়া পরকালের অনুরূপ এবং পরকাল দুনিয়ার অনুরূপ। এর কারণ এটি যে, অন্তরের প্রশান্তি দুটি বিষয়ের দাবি রাখে। হয়ত লক্ষ্য-উদ্দেশ্যকে পেয়ে যাবে না হয় তা হতে বিমুখ হয়ে যাবে আর তা অর্জন করা ইহকাল ও পরকালে অসম্ভব। তাই ভালোবাসার উন্মাদন হতে অন্তর কীভাবে শান্ত হতে পারে আর তার মাহবুব ও বন্ধুদের ওপর উদাসীনতা হারাম। এভাবে আল্লাহ অনুসন্ধানীদের অন্তরে কীভাবে শান্তি ও প্রশান্তি আসতে পারে।

প্রথম জীবনে তার নিকট এরূপ একজন গোলাম ছিল, যার ওপর তিনি এই শর্ত দিয়েছিলেন যে, যদি তুমি কষ্ট-পরিশ্রম করে নিদিষ্টি পরিমাণ অর্থ আমাকে দিতে পার, তাহলে আমি তোমাকে স্বাধীন করে দেব। একদিন কেউ তাকে বলল, আপনার গোলাম তো প্রতিরাতে কাফন চুরি করে বিক্রিত টাকা দিয়ে আপনার অর্থ পরিশোধ করছে। একথা শুনে তিনি খুবই ব্যথিত হলেন। রাতের বেলায় চুপিসারে তার পেছনে পেছনে কবরস্থানে গিয়ে পৌঁছলেন। কবরস্থানে গিয়ে গোলাম একটি কবর খুলে





নামাজে মগ্ন হয়ে গেলেন। নিকটে গিয়ে তিনি দেখলেন যে, গোলাম ছটের বস্ত্র পরে এবং গলায় শিকল পরে কান্নাকাটি করছেন। এ অবস্থা দেখে তিনি সরে আসলেন আর সারারাত তিনি বাইরে ও গোলাম কবরস্থানে ইবাদত করতে করতে কাটিয়ে দিলেন। এরপর সকাল বেলা গোলাম কবরটি বন্ধ করে দিল এবং মসজিদে গিয়ে ফজরের নামাজ আদায় করল আর এই করছিল, হে আল্লাহ এখন রাত অতিবাহিত হয়ে গেছে। এই মুহূর্তে আমার মুনিব আমার কাছে অর্থ চাইবে। সুতরাং আপনি নিজ করুণা দ্বারা কিছু ব্যবস্থা করে দিন। এই দোয়ার পর একটি আলো উদ্ভাসিত হল এবং তা দিরহামের আকার ধারণ করল। তিনি এ ঘটনা দেখে গোলামের পায়ে নুয়ে পড়লেন এবং বললেন, হায়, যদি তুমি মুনিব হয়ে আমি গোলাম হতাম! এ বাক্য শুনে গোলাম আবার দোয়া করল, হে আল্লাহ, এখন আমার রহস্য ফাঁস হয়ে গেছে। তাই আমাকে দুনিয়া থেকে তুলে নিন আর এই গোলাম তারই (আবদুল্লাহ) কোলে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করল। অতঃপর তিনি নিজ হাতে গোসল দিয়ে ছটের বস্ত্রে দাফন করে দিলেন। কিন্তু রাত্রে স্বপ্নে দেখলেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম দুটি বোরাকের (দ্রুতগতি সম্পন্ন স্বর্গীয় বাহন) ওপর চড়ে তাশরীফ আনলেন এবং বললেন, হে আবদুল্লাহ, তুমি আমাদের বন্ধুকে চটের বস্ত্রে কেন দাফন করেছ?



www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com



## হযরত সুফিয়ান সাওরী রাদিআল্লাহু আনহু

হযরত সুফিয়ান সাওরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির তাওবার ঘটনা এই যে, একদিন তিনি মসজিদে প্রবেশকালে প্রথমে বাম পা দিয়ে প্রবেশ করলেন, যার পর এ আওয়াজ আসল যে, হে সাওর, তোমার কাছে আল্লাহর ঘরে উপস্থিত হওয়ার শিষ্টাচারিতাও জানা নেই? সেদিন হতে তিনি সাওর নামে বিখ্যাত হয়ে গেলেন। সর্বোপরি এ আওয়াজ শুনে ভয়ের এরূপ প্রাবল্য হয়ে গেল যে, অচেতন হয়ে পড়ে গেলেন এবং সংজ্ঞা ফিরে আসার পর নিজের মুখে চড়-থাপ্পড় লাগিয়ে বলতে লাগলেন, বেআদবির এ শাস্তি পেয়েছি যে, আমার নামও মানুষের তালিকা হতে কেটে দেয়া হয়েছে। সুতরাং হে নফস, এখন এরূপ স্পর্ধার আর কখনো করোনা।

তিনি বলেন, আহাজারি ও কান্নাকাটি ১০ প্রকার যার মধ্যে নয় প্রকার অহংকার ও রিয়া দ্বারা পরিপূর্ণ। আরেক অংশ ভীতি দ্বারা প্রলেপিত হয়। অতঃপর বললেন, সৎকর্মশীলদের আমল ফেরেশতারা সৎকর্মের তালিকায় অন্তর্ভূক্ত করে আর যখন কেউ এ আমলের ওপর অহংকার করেগ, তখনই এই আমলগুলোকে অহংকার ও রিয়ার তালিকায় স্থানান্তরিত করে দেয়া হয়। এরপর বললেন, রাজা-বাদশাদের সাথে সংযোগ সাধনকারী আবেদও রিয়াকারী ও অহংকারী হয়ে থাকে।

তিনি মৃত্যুর আলোচনা শুনে প্রবল ভীত হয়ে অজ্ঞান হয়ে যেতেন। মানুষকে নসীহত করতেন, মৃত্যুর পূর্বে এর সরঞ্জাম প্রস্তুত করে নাও। যখন মৃত্যুর সময় উপস্থিত লোকেরা বলল, আপনি জান্নাত দ্বারা বরকতময়ী হোনং তখন তিনি বললেন, জান্নাতের অধিবাসী তো অন্য লোকেরা। সে পর্যন্ত আমাদের পৌঁছানো কীভাবে হতে পারে।

তিনি বলেন, আমি এরূপ মশায়েখও দেখেছি, যারা মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা করতেন এবং আমি তাদের আকাঙ্ক্ষাকে আশ্চর্যভরে দেখতাম। এখন সময় এ পর্যন্ত গড়িয়ে গেছে যে, আমি এই সমস্ত ব্যক্তিদের ওপর আশ্চর্যবোধ করি, যারা মৃত্যুকে পছন্দ করেনা। তিনি নিজেও সারারাত কিয়াম করতেন এবং অন্যদেরকেও উপদেশ দিতেন যে, অল্প খাও, যাতে রাতে কিয়াম (অধিকহারে নফল নামাজে দণ্ডায়মান) করতে পার।

তিনি বলেন, আহাজারি ও কান্নাকাটির দশটি অংশ রয়েছে। তার মধ্যে এক প্রকার আল্লাহর জন্য এবং অন্য প্রকারগুলো রিয়া ও অহংকারে পরিপূর্ণ। সুতরাং যদি বছরে একবার হলেও নিষ্ঠার কান্না লাভের সৌভাগ্য হয়ে যায় যা একমাত্র আল্লাহর জন্য তাহলে আমি আশাবাদি যে, মানুষ দোযখ হতে বেঁচে যাবে।





তিনি হিসাবের দিনের ভয়ের ব্যাপারে বলতেন, আল্লাহর কসম! আমি ভয় করি যে, যখন কিয়ামতের দিন ঘোষণা করা হবে, ফাসিক আলিমরা কোথায়? তখন কোথাও না আমার ব্যাপারে বলা হবে যে, এ ব্যক্তিও তাদের মধ্যে হতে। তাকেও পাকড়াও করে নাও।

তিনি বলেন, সাধারণ লোকের জন্য আল্লাহ তা'আলাকে এ পরিমাণ ভয় করা যথেষ্ট যে, তারা ঐ বিষয় হতে বেঁচে থাকবে, যা আল্লাহ তা'আলা নিষেধ করেছেন। অতঃপর বলেন, হায়, যদি না আমি তাদের মধ্যে হতে হতাম।



www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com



## হযরত দাউদ তায়ী রাদিআল্লাহু আনহু

তিনি আবূ সুলাইমান দাউদ ইবনে নাসির তায়ী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। তিনি বড় মর্যাদাবান বুযর্গ ছিলেন।

হযরত দাউদ তায়ী উত্তরাধিকার সূত্রে বিশটি দিনার লাভ করেছিলেন যেগুলো তিনি বিশ বছরে ব্যয় করেছিলেন। তিনি ফুজাইল ইবনে আয়াজ ও হযরত ইবরাহীম আদহামের মত মহান ব্যক্তিত্বদের সংসর্গ লাভে ধন্য হয়েছিলেন।

তাঁর তাওবার ঘটনা এরূপ যে, কোন গায়ক তার সামনে এই কবিতা পড়েছিল:

بِاَىِّ خَدَّيْكَ تُبْدِى الْبَلاَءِ

وَبِاَىِّ عَيْنَيْكَ مَاذَا سَالاَ

কোন সে চেহারা মিলেনি জমিনে
কোন সে চোখ বহেনি জমিনে।

এ কবিতা শুনে ব্যাকুল হয়ে তিনি হযরত ইমাম আবূ হানিফার দরবারে হাজির হলেন এবং নিজের পুরো ঘটনা বর্ণনা করে বললেন, আমি প্রবৃত্তির জগত হতে পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছি এবং একটি অজানা জিনিস অন্তরকে অস্থির করে তুলেছে। একথা শুনে ইমাম আযম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বললেন, একাকিত্ব ও নির্জনতা অবলম্বন করো। সুতরাং তখন হতে তিনি নির্জনতায় চলে গেলেন। কারো মতে, তার সংসার ত্যাগের কারণ এই ছিল যে, তিনি হযরত আবূ হানিফার মজলিসে বসতেন। একদিন হযরত আবূ হানিফা তাকে বললেন, হে আবূ সুলাইমান, আমরা সাজ-সরঞ্জাম সুশৃঙ্খলভাবে প্রস্তুত করে নিয়েছি।

হযরত দাউদ তায়ী জিজ্ঞাসা করলেন, এখন কোনর জিনিস অবশিষ্ট রয়ে গেছে?

ইমাম আবূ হানিফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বললেন, এর ওপর আমল করাটাই অবশিষ্ট রয়ে গেছে।

হযরত দাউদ তায়ী বলেন, একথা শুনে আমাকে আমার প্রাণ নির্জনতার দিকে টেনে নিয়ে গেছে।

হযরত দাউদ তায়ী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি রাতে আল্লাহর দরবারে একথা বলতেন, হে আল্লাহ, তোমার চিন্তা সমস্ত পার্থিব চিন্তাকে নিষ্ফল করে দিয়েছে আর এ চিন্তা আমি ও আমার নিদ্রার মধ্যে আড়াল হয়ে আছে। হযরত দাউদ তায়ীর ধাত্রী





তাকে বলল, আপনার মন কি রুটি খেতে ইচ্ছা করেনা? উত্তরে তিনি বললেন, রুটি চিবানো ও গলদকরণের সময়ে পঁচিশটি আয়াত তেলাওয়াত করা যেতে পারে।

জনৈক ব্যক্তি আরজ করল, আমাকে কিছু উপদেশ দিন। তিনি বললেন, মৃত্যুর সেনাদল তোমাদের অপেক্ষায় রয়েছে। একদিন একজন ব্যক্তি তার নিকট এসে দেখল যে, পানির মটকা রোদ্রের মধ্যে পড়ে রয়েছে। সে বলল, আপনি মটকাটি কোন ছায়ার নিচে রাখলেন না কেন? উত্তরে তিনি বললেন, যখন আমি তা এখানে রেখেছিলাম, তখন রোদ ছিলনা। আমি লজ্জায় পাই যে, এমন কাজের জন্য পা তুলব, যার দ্বারা মন তুষ্ট হয়ে যায়। আবূ রবি ওয়াসেতী হযরত দাউদ তায়ীকে কিছু উপদেশের আরজ করলেন। তখন তিনি বললেন,

'দুনিয়া হতে রোজা পালন কর এবং মৃত্যু দ্বারা তা ভঙ্গ কর। মানুষের নিকট হতে এভাবে পালাও, যেভাবে হিংস্র প্রাণী হতে পালাও।'

এর কিছুদিন পর ইমাম আবূ হানিফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বললেন, এখন এ বিষয়টি উত্তম হবে যে, মানুষের সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি করে তাদের কথাবার্তার ওপর ধৈর্য ও আত্মনিয়ন্ত্রণ দ্বারা কাজ নেয়া। সুতরাং একবছর পর্যন্ত নির্দেশ পালনার্থে বড় বড় বুযর্গদের সান্নিধ্যে থেকে তাঁদের কথাবার্ত দ্বারা উপকৃত হলেন। কিন্তু নিজে সর্বদা নিরব থাকতেন। এরপর হযরত হাবিব রায়ীর হাতে বাইয়াত হয়ে বাতেনী ফুয়ুজ দ্বারা তৃপ্ত হতে থাকেন এবং আল্লাহর যিকিরে আত্মমগ্ন থেকে বড় মর্যাদা দ্বারা আলিঙ্গনাবদ্ধ হলেন।

তিনি সর্বদা চিন্তিত থাকতেন এবং বলতেন, যাকে প্রতি মুহূর্তে বিপদের সম্মুখীন হতে হয়, সে কীভাবে খুশি লাভ করতে পারে? কিন্তু একদিন জনৈক দরবেশ তাকে মুচকি হাসি দিতে দেখে কারণ জিজ্ঞাসা করলে উত্তরে তিনি বলেন, 'আজ আমাকে আল্লাহ তা'আলা ভালোবাসার শরাব পান করিয়েছেন। এর নেশাগ্রতা দ্বারা আনন্দিত।'

যখন হযরত আবূ রবি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাকে উপদেশের আবেদন করলেন, তখন বললেন, 'দুনিয়া হতে রোজা রাখ এবং আখিরাত দ্বারা ইফতার কর।' অতঃপর কেউ উপদেশের আবেদন করলে বললেন, 'মন্দ কথা হতে বেঁচে থাক।' যখনই ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদের মধ্যে ইলমী বিষয়ে কোন মতপার্থক্য দেখা দিত, তখন তারা উভয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে নিতেন।

তিনি বলেন, মৃতরা তোমাদের অপেক্ষায় রয়েছে। অর্থাৎ তোমাদেরকেও মৃত্যুবরণ করতে হবে। তাই সেখানকার আসবাব প্রস্তুত করে নাও। অতঃপর বললেন, দুনিয়া প্রীতি ত্যাগ করার মাধ্যমে বান্দা আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছতে পারে।



www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com



## হযরত বিশর হাফী রাদিআল্লাহু আনহু

তাঁর নাম আবূ নসর ইবনে আল-হারেছ আল-হাফী। বাগদাদে বসতি স্থাপন করেছিলেন। তিনি মূলতঃ মরুর অধিবাসী ছিলেন। ২২৭ হিজরি সনে বাগদাদে ওফাত লাভ করেন। তিনি খুবই উচ্চ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন।

হযরত বিশর হাফীর তাওবার ঘটনা এরূপ যে, একদিন মদ্যপ অবস্থায় ঘর হতে বের হলেন। রাস্তায় একটি কাগজের টুকরো পেলেন আর তা সম্মানের সাথে উঠালেন। এর ওপর 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রহিম' লিখা ছিল। তিনি এ কাগজের টুকরার ওপর আতরের সুগন্ধি ছড়িয়ে দিয়ে তা একটি পবিত্র স্থানে রেখে দিলেন। সে রাত্রে তিনি স্বপ্নে দেখলেন যে, আল্লাহ তা'আলা বললেন, 'হে বিশর, তুমি আমার নামকে সুগন্ধিময় করেছ এবং আমার নামকে সম্মানিত করেছ। অবশ্যই আমি তোমার নামকে ইহকাল ও পরকালে সুগন্ধিময় করে দেব। এমনকি যে কেউ তোমার নাম শুনবে, তার অন্তর প্রশান্তি লাভ করবে।' একথার ওপর তিনি অতিশীঘ্রই তাওবা করে নিলেন।

হযরত ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রাহমাতুল্লাহি আলাইহি প্রায় সময় তার সান্নিধ্যে থাকতেন এবং তিনি তার অন্যতম ভক্ত ছিলেন। সুতরাং যখন তান শিষ্যরা জিজ্ঞেস করল, আপনি এত বড় মুহাদ্দিস ও ফহীহ হওয়া সত্ত্বেও কেন একজন আত্মভোলা লোকের সাথে থাকেন? তখন তিনি বললেন, 'নিঃসন্দেহে আমি শরীয়ত সম্বন্ধে বেশি অবগত, কিন্তু শরীয়তকে ঐ আত্মভোলা (আমার চেয়ে) বেশি চেনেন।' তাই ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল প্রায় সময় তার কাছে এ মর্মে আবেদন করতেন যে, আমাকে আল্লাহর কথা শোনান।

তিনি বলতেন, আমি একদিন স্বপ্নে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাক্ষাত লাভের সৌভাগ্য অর্জন করি। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন, হে বিশর, তোমার কাছে কি এ বিষয়ের জ্ঞান রয়েছে যে, তোমার যুগের অন্যান্য বুযর্গদের চেয়ে তোমার মর্যাদা কেন উচুঁ করা হয়েছে? আমি আরজ করলাম, আমি তো তা জানি না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'তুমি আমার সুন্নাতের আনুগত্য করেছ। সালেহীনদের খেদমত ও সম্মান করেছ। নিজের ভাইদের জন্য মঙ্গল কামনা করেছ এবং আমার সাহাবা ও আহলে বাইতদেরকে তুমি সর্বদা প্রিয়পাত্র হিসেবে রেখেছ।' এ সকল বিষয়ের কারণে আল্লাহ তা'আলা তোমাকে এ মর্যাদা দান করেছেন। এরপর দ্বিতীয়বার যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ধনীরা সওয়াব লাভের উদ্দেশ্যে গরিবদের যে সেবা করে, তাতো ভালো। কিন্তু এর চেয়ে অধিক





উৎকৃষ্ট এটি যে, গরিবরা যেন কখনো ধনীদের কাছে আবেদনের হাত প্রসারিত না করে বরং আল্লাহ তা'আলার ওপর পুরোপুরি ভরসা রাখে।

জনৈক মহিলা ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের কাছে মাসআলা জিজ্ঞাসা করল যে, আমি ঘরের ছাদের ওপর সূতা বুন ছিলাম। এমতাবস্থায় রাস্তার মধ্যে সরকারী প্রদ্বীপ নিয়ে কেউ যাচ্ছিল আর আমি এর আলোতে সামান্য সূতা বুনে নিয়েছি। এখন বলুন, ঐ সূতাগুলো আমার জন্য জায়েজ নাকি না জায়েজ? একথা শুনে ইমাম সাহেব বললেন, হে মহিলা, প্রথমে একথা বল যে, তুমি কে? মহিলাটি উত্তরে বলল, আমি বিশর হাফীর বোন। ইমাম সাহেব কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন এবং বললেন যে, এ সূতাগুলো তোমার জন্য নাজায়েজ। তুমি বিশর হাফীর বোন যে তাকওয়ার অধিকারী আর তোমাকে স্বীয় ভাইয়ের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে হবে। সন্দেহপ্রবণ খাদ্যের প্রতি যদি তিনি হাত বাড়াতেন, তাহলে তাঁর হাত তার অনুসরণ করত না।

তিনি বলেন, যে ব্যক্তি এই কামনা করেন যে, সে দুনিয়াতে প্রিয় এবং আখেরাতে সম্মানিত হবে, তাহলে তাকে তিনটি বিষয় হতে বাঁচতে হবে। এক. সে কারো নিকট কোন কিছু চাইবেনা। দুই. কারো আলোচনা মন্দভাবে করবেনা। তিন. সে কারো নিকট মেহমান হবেনা। কেননা, যে আল্লাহর পরিচয় পাবে, সে মাখলুকের মুখাপেক্ষী হবেনা। তাই মাখলুকের প্রতি মুখাপেক্ষিতা আল্লাহর পরিচয় লাভ না হওয়ার প্রমাণ।

তিনি বলেন, আমরা এরূপ লোক দেখেছি, যাদের সৎকাজের পরিমাণ ছিল পাহাড়সম। অথচ এরপরও তারা অহঙ্কারী ছিলেন না আর তোমরা এরূপ যে, তোমাদের নিকট কোন আমলও নেই, তা সত্ত্বেও তোমরা অহঙ্কারী।

হযরত বিশর ইবনে হারেস বলেন,

চল্লিশ দিন হতে আমার কাছে ভুনা গোস্ত খাওয়ার আকাঙ্ক্ষা হচ্ছে, কিন্তু এখনো পর্যন্ত এর মূল্য শোধ হয়নি।

কেউ হযরত বিশরকে জিজ্ঞাসা করল, রুটি কি দ্বারা খেয়ে থাকেন?

উত্তরে বললেন, আল্লাহর ক্ষমাকে স্মরণ করে তাকে তরকারী বানিয়ে নিই।

জনৈক ব্যক্তি হযরত বিশরকে উপরোক্ত ঘটনাটি বর্ণনা করল। তখন হযরত বিশর বললেন, হালাল রুজি অপচয় বহন করেনা। কোন ব্যক্তি হযরত বিশরকে স্বপ্নে দেখল এবং জিজ্ঞাসা করল যে, আল্লাহ তা'আলা আপনার সাথে কিরূপ আচরণ করেছেন? উত্তরে বললেন, আল্লাহ তা'আলা আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন এবং বললেন, হে বিশর, তোমার যে মান-মর্যাদা আমি নিজ বান্দাদের অন্তরে ঢেলে দিয়েছি, এর কৃতজ্ঞতা আগুনের জলন্ত কয়লার ওপর সিজদা করেও আদায় করতে পারবেনা।



www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com



## হযরত আবূ আলী শাকীক বলখী রাদিআল্লাহু আনহু

তাঁর নাম আবূ আলী শকীক ইবনে ইবরাহীম বলখী। তিনি ছিলেন খোরাসানের মশায়েখদের অন্যতম। তার পুরো কালাম (দর্শন) তাওয়াক্কুল সম্বন্ধীয়। তিনি হাতেম আছমের উস্তাদ ছিলেন।

তাঁর নাম শকীক। উপনাম আবূ আলী। তিনি তরীকতের স্তরসমূহ হযরত ইবরাহীম আদহামের সান্নিধ্যে থেকে অতিক্রম করেছিলেন।

তাঁর তাওবার ঘটনা এই যে, একদিন বলখে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল। তিনি বাজারের মধ্যে একজন দাসকে খুবই স্বাচ্ছন্দ্য দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, মানুষ তো দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ে ধ্বংস হয়ে গেছে আর তোমাকে তো খুবই স্বাচ্ছন্দ্য দেখা যাচ্ছে। উত্তরে সে বলল, আমার মুনিবের নিকট প্রচুর খাদ্য-শস্য মজুদ রয়েছে। তিনি আমাকে কখনো অনাহার ও বুভুক্ষ রাখবেনা। তিনি আল্লাহর নিকট আরজ করলেন, হে আল্লাহ, যখন একজন দাসের নিকট স্বীয় মুনিবের ওপর এ পরিমাণ আস্থা, তখন আপনার স্বত্ত্বার ওপর আমি ভরসা কেন রাখবনা, যখন না তুমি রাজাধিরাজ। আরো বললেন, তার মুনিবের নিকট শুধু একটি গ্রাম রয়েছে এবং সেও মাখলুক ও মুখাপেক্ষী, তা সত্ত্বেও তার নিকট জীবিকার কোন চিন্তা নেই। সুতরাং এ বিষয়টি কীভাবে যথাযথ হতে পারে যে, মুসলমান নিজের জীবিকার ব্যাপারে চিন্তিত থাকবে, অথচ তাদের মুনিব সারাজগতের অধিপতি।

এরপর তিনি কঠোভাবে রিয়াজত-মুযাহাদা অবলম্বন করলেন। এমনকি তাওয়াক্কুলের চূড়ান্ত স্তরে পৌঁছে গিয়েছিলেন এবং প্রায় সময় বলতেন, আমার শিক্ষক একজন গোলাম। কোন ব্যক্তি তাঁকে হজ্জের ইচ্ছা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল। তখন তিনি বললেন, তোমাদের নিকট পাথয় হিসেবে কি জিনিস রয়েছে? সে বলল, আমার সঙ্গে চারটি জিনিস রয়েছে। এক. আমি নিজের জীবিকা অন্যদের চেয়ে অধিক নিকট পেয়ে থাকি। দুই. আমি একথার বিশ্বাস রাখি যে, আমার জীবিকার মধ্যে অন্য কেউ অংশীদার হতে পারবেনা। তিন. আল্লাহ প্রত্যেক স্থানে বর্তমান। চার. আমার সৎ ও মন্দ অবস্থা সম্বন্ধে আল্লাহ তা'আলা ভালোভাবে অবগত। একথা শুনে তিনি বললেন, এর চেয়ে বেশি ও উত্তম আর কোন পাথেয় হতে পারেনা। আল্লাহ তা'আলা তোমার হজ্জ কবুল করুক।

তিনি বলেন, ইবাদতের ভিত্তি আশা-ভীতি ও আল্লাহর ভালোবাসার ওপর প্রতিষ্ঠিত। ভয়ের আলামত হচ্ছে, নিষিদ্ধ বস্তুসমূহকে ছেড়ে দেয়া আর আশার আলামত হচ্ছে, ইবাদতের ওপর অনুতপ্ত হওয়া। অধিক ভালোবাসার আলামত হচ্ছে, আকাঙ্ক্ষা, তাওবা ও আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তনের অনুভূতি সৃষ্টি হওয়া। যার





ভিতরে ভয় ও অস্থিরতা থাকবেনা, সে জাহান্নামী। অতঃপর বললেন, তিনটি বস্তু মানুষের জন্য ক্ষতিকারক: এক. তাওবার আশায় পাপে লিপ্ত হওয়া। দুই. (দীর্ঘ) জীবনের আশায় তাওবা না করা। তিন. রাহমত হতে নিরাশ হয়ে যাওয়া।

হযরত হাতেম আসম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ও হযরত শকীক বলখী তুর্কিদের বিরুদ্ধে একটি জিহাদে শরিক ছিলেন। মাথা কাটতে ছিলেন এবং তলোয়ার ভেঙ্গে পড়ে যাচ্ছিল। অর্থাৎ তুমুল যুদ্ধ চলছিল। এরই মধ্যে হযরত শকীক বলখী জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কি অনুভব করছেন, কি ঐ খুশি অনুভব করছেন, যা বাসর রাতে হয়েছিল? নাকি না। উত্তর দিলেন, না। হযরত শকীক বলখী বলেন, আল্লাহর শপথ, আমি তো ঐ স্বাদ ও খুশি অনুভব করছি। কেননা স্বীয় মুনিবের জন্য জিহাদে শরিক হয়েছি। নিজের ডাল মাথার নিচে রেখেছি। সৈন্যদের কাতারের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়লেন যা দ্বারা এ বিষয়টি স্পষ্ট করা উদ্দেশ্য ছিল যে, মৃত্যুর কোন ভয় নেই, বরং এর আকাঙ্ক্ষায় এসেছি।

হযরত শকীক বলখী বলেন, যদি তুমি কারো হাকীকত জানতে চাও, তাহলে এ বিষয়টি দেখো যে, তান সাথে আল্লাহ তা'আলা কি অঙ্গীকার করেছেন এবং দুনিয়া কি অঙ্গীকার করেছে। অতঃপর তার অন্তরের আস্থা ও ভরসা উভয়ের মধ্যে তার অঙ্গীকারের ওপর অধিক। এটিই হবে তার হাকীকত।

হযরত শকীক বলখী বলেন, মানুষের তাকওয়া তিনটি বিষয় দ্বারা জানা যায়।

১. সে কি গ্রহণ করে।
২. কোন জিনিস হতে নিজকে বিরত রাখে।
৩. কি রকম কথাবার্ত বলে।



www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com



## হযরত যুন্‌নুন মিসরী রাদিআল্লাহু আনহু

তাঁর নাম আবূল ফয়েজ যুন্‌নুন মিসরী। কারো মতে, তাঁর নাম সওবান ইবনে ইবরাহীম আর কারো মতে, ফয়েজ ইবনে ইবরাহীম। তার পিতার নওবার অধিবাসী ছিলেন। তিনি ২৪৫ হিজরি সনে ওফাত লাভ করেন। তাসাউফের ক্ষেত্রে উচুঁ মর্যাদার অধিকারী এবং ইলম, তাকওয়া, হাল ও আদবের ক্ষেত্রে অন্যন্য জীবনের অধিকারী ছিলেন।

হযরত যুন্‌নুন মিসরী বলেন, আমার ৩০ বছরের সাধনা দ্বারা একজন রাজপুত্র সঠিকভাবে হেদায়ত লাভ করতে পেরেছে। তাও এভাবে যে, সে একবার আমার মসজিদের সামনে দিয়ে যাচ্ছিল। তখন আমি এই বাক্যটি বলছিলাম যে, "শক্তিশালীর সাথে দুর্বলের যুদ্ধ করা খুবই নির্বুদ্ধিকার কাজ।" একথা শুনে রাজপুত্র বলল, আমি আপনার বাক্যের মর্মার্থ বুঝতে পারিনি। তিনি বললেন, এর চেয়ে অধিক বোকা আর কে হতে পারে, যে আল্লাহর সাথে যুদ্ধ করে। একথা শুনে সে চলে গেল। দ্বিতীয় দিন এসে আমার কাছে জিজ্ঞাসা করল, আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ করার জন্য কোন পথকে অবলম্বন করা যেতে পারে? আমি বললাম, দুটি পথ রয়েছে। একটি সহজ এবং অন্যটি কঠিন। সহজটি এই যে, পার্থিক কামনা-বাসনা এবং পাপ-পঙ্কিলতাকে ছেড়ে দেয়া আর কঠিন পথটি এই যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য সকলের সাথে সম্পর্কহীন হয়ে যাওয়া। সে বলল, আমি এ কঠিন পথকে অবলম্বন করতে চাই। এরপর ইবাদত ও রিয়াজত দ্বারা সে আবদালদের মকাম পর্যন্ত পৌঁছে যায়।

যখন তিনি উচুঁ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়ে গেলেন, তখন তৎকালীন লোকেরা তার মর্যাদা সম্পর্কে অনবহিত হওয়ায় তাকে জিন্দিক বলে বাদশার কাছে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করল। সুতরাং তাকে দণ্ডবেড়ী পরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। তখন একজন বৃদ্ধা মহিলা তাকে বলল, ভীত হয়োনা। কেননা, সেও তোমার মত একজন আল্লাহর বান্দা। তখন পথের মধ্যে একজন বেহেশতী দূত তাকে ঠান্ডা পানি দ্বারা তৃপ্ত করালেন আর যখন তিনি এর বিনিময়ে নিজের এক সঙ্গীকে একটি দিনার দিতে বললেন, তখন বেহেশতী দূত আরজ করলেন, বন্দীদের নিকট হতে কিছু নেয়া কাপুরুষতার পরিচয়। এরপর রাজ দরবারের পক্ষ হতে তাকে চল্লিশ দিনের জেল দেয়া হল। এ সময়ে তার বোন তাকে দৈনিক রুটির একটি টুকরো দিতেন। কিন্তু মুক্তির পর প্রত্যেক দিনের হিসাব মতে চল্লিশটি রুটি তার কাছে সংরক্ষিত ছিল।

জনৈক দুর্বল বেদুঈন যে আল্লাহ ওয়ালা ছিল, তাকে কা'বার তাওয়াফ করতে দেখে তিনি বললেন, তুমি কি খোদার প্রিয় বান্দা? সে হ্যাঁ সূচক জবাব দিল। অতঃপর জিজ্ঞাসা করলেন, ঐ মাহবুব তোমার নিকটবর্তী নাকি দূরবর্তী? সে বলল,





নিকটবর্তী। আবার জিজ্ঞাসা করলেন, তিনি তোমার অনুকূলে নাকি প্রতিকূলে? উত্তরে সে আরজ করলেন, অনুকুলে। তখন তিনি বললেন, তুমি যখন আল্লাহর প্রিয় বান্দা এবং তিনি তোমার নিকবটবর্তী ও অনুকুলেও, তাহলে তুমি এত দুর্বল কেন? উত্তরে সে বলল, দূরবর্তীদের চেয়েও ঐ ব্যক্তি খুবই চিন্তান্বিত ও পেরেশান থাকে, যে ব্যক্তি নৈকট্য লাভ করে থাকে।

তিনি বলেন, ছয়টি জিনিসের কারণে মানুষ ক্ষতির সম্মুখীন হয়:

১. সৎকাজের প্রতি সংকীর্ণতাবোধ করা।
২. ইবলিসের আনুগত্য করা।
৩. মৃত্যুকে নিকটতর মনে না করা।
৪. আল্লাহর সন্তুষ্টিকে ছেড়ে দিয়ে মাখলুকের সন্তুষ্টি অর্জন করা।
৫. মনোতুষ্টির জন্য সুন্নাত ছেড়ে দেয়া।
৬. নেতৃস্থানীয়দের ভুল-ভ্রান্তিকে সনদ বানিয়ে তাঁদের ফাযায়েলের ওপর দৃষ্টি না দেয়া এবং নিজের ভুল-ভ্রান্তিকে তাদের মাথার ওপর স্তুপকৃত করে দেয়া। অতঃপর বলেন, যেভাবে প্রত্যেক অপরাধের জন্য একটি শাস্তি রয়েছে, তেমনিভাবে আল্লাহর যিকির হতে উদাসীনতার শাস্তি হচ্ছে দুনিয়াপ্রীতি।

আরও বলেন, আরেফরা এজন্য খুবই ভীত থাকে যে, মুহূর্তে মুহূর্তে আল্লাহর নৈকট্যের মধ্যে বৃদ্ধি পেতে থাকে আর আরেফের পরিচয় এই যে, মাখলুকের মাঝে বিদ্যমান থেকেও তাদের সাথে সম্পর্কহীন হয়ে থাকে। অতঃপর বললেন, আল্লাহর ভালোবাসার মর্মার্থ এই যে, যে সকল বস্তু তার নিকট থেকে দূরে সরিয়ে রাখে, সেগুলোর সাথে সম্পর্কহীন হয়ে যাওয়া। এরপর বললেন, অসুস্থ অন্তরের আলামত চারটি:

১. ইবাদতে স্বাদ না পাওয়া।
২. আল্লাহ তা'আলা হতে ভীত না হওয়া।
৩. পার্থিব বিষয়াদি হতে শিক্ষা অর্জন না করা।
৪. জ্ঞানপূর্ণ কথাবার্তা শুনার পরেও এর ওপর আমল না করা।

তিনি বলেন, দিলে-মনে আল্লাহর আনুগত্যশীল হয়ে যাওয়াকে উবুদিয়্যত বলা হয়। অতঃপর বলেন, সাধারণ মানুষেরা পাপ হতে এবং বিশেষ শ্রেণী উদাসীনতা হতে তাওবা করে। কিন্তু তাওবারও দুটি প্রকার রয়েছে:

১. তাওবায়ে ইনাবত, অর্থাৎ মানুষ আল্লাহকে ভয় করে যে তাওবা করে।
২. তাওবায়ে ইস্তিজাবত, বান্দা লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়ে যে তাওবা করে। অর্থাৎ এ বিষয়ের ওপর লজ্জিত হয় যে, আমার রিয়াজত আল্লাহর মাহাত্ম্যের সামনে কিছুই নয়।



www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com



তিনি বলেন, ইখলাসের মধ্যে যতক্ষণ পর্যন্ত সততা ও ধৈর্য অন্তর্ভূক্ত হবেনা, ততক্ষণ পর্যন্ত ইখলাস পরিপূর্ণ হতে পারেনা আর নিজকে ইবলিস হতে বাঁচিয়ে রাখার নামও ইখলাস আর আহলে ইখলাস (নিষ্ঠাবান) হচ্ছে ঐ সকল ব্যক্তিরা, যারা নিজেদের প্রশংসা দ্বারা সন্তুষ্ট বা দুর্নাম দ্বারা অসন্তুষ্ট হবেনা আর নিজেদের সৎকাজকে এভাবে ভুলে যাবে যে, হাশরের দিন আল্লাহর নিকট এগুলোর প্রতিদানও তলব করবেনা। জনৈক ব্যক্তি তাকে কিছু উপদেশ দেয়ার জন্য আরজ করল। তখন তিনি বললেন, নিজের বাহ্যিক অংশকে মাখলুকের নিকট এবং অভ্যন্তরীন অংশকে স্রষ্টার নিকট সোপর্দ করে দাও। আল্লাহর সাথে এভাবে সম্পর্ক সৃষ্টি কর, যার কারণে তিনি তোমাকে মাখলুকের নিকট হতে বেপরোয়া করে দেন আর বিশ্বাসের ওপর কখনো সন্দেহকে প্রাধান্য দিওনা আর যতক্ষণ পর্যন্ত স্বীয় মন আল্লাহর আনুগত্যের প্রতি আগ্রহশীল হবেনা, ততক্ষণ পর্যন্ত অনবরত তার বিরোধিতা করতে থাক। বিপদের সময় ধৈর্য ধারণ করে জীবন আল্লাহর স্মরণে কাটিয়ে দাও। এরপর আরেকজন ব্যক্তিকে এই উপদেশ দিলেন যে, অন্তরকে অতীত-ভবিষ্যতের চক্রে নিপতিত করোনা। অর্থাৎ অতীত ও ভবিষ্যতের কল্পনাকে অন্তর হতে বের করে দিয়ে শুধু বর্তমানকে গনীমত মনে করো।

হযরত যুন্নুন মিসরী হতে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, কোন ব্যক্তি ইতর? বললেন, যে আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছার উপায় জানেনা এবং কারো নিকট থেকে তা জানতেও চায়না।





## হযরত বায়েজীদ বোস্তামী রাদিআল্লাহু আনহু

তাঁর নাম আবূ ইয়াযিদ তায়ফুর ইবনে ঈসা বোস্তামী। তার দাদা প্রথমে অগ্নিপূজক ছিলেন। অতঃপর ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হন। তারা ছিলেন তিন ভাই- আদম, তায়ফুর ও আলী। সকলেই ছিলেন আবেদ ও তাপস। তন্মধ্যে হতে বায়েজীদই সবচেয়ে অধিক মর্যাদার অধিকারী। কারো মতে, তিনি ২৬১ হিজরি সনে ওফাত লাভ করেন আর কারো মতে, তিনি ২৩৪ হিজরি সনে ওফাত লাভ করেন।

হযরত বায়েজীদ বোস্তামী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি মক্তবে ভর্তি হলেন এবং সূরা লোকমানের এই আয়াতটি পড়লেন, ﴿أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ﴾ (আমার ও তোমার পিতা-মাতার কৃতজ্ঞতা আদায় কর।)[১] তখন তার মাতার নিকট এসে বললেন, 'আমার দ্বারা একসাথে দুজন স্বত্ত্বার কৃতজ্ঞতা আদায় করা সম্ভব নয়। সুতরাং আপনি আল্লাহর নিকট আমাকে মঞ্জুর করিয়ে নিন। হয়ত আমি আপনার কৃতজ্ঞতা আদায় করতে থাকব নতুবা আল্লাহর নিকট সোপর্দ করে দিন, যাতে আমি তার কৃতজ্ঞতায় মগ্ন হয়ে পড়ি।' তাঁর মাতা বললেন, আমি স্বীয় অধিকার হতে হাত তুলে নিয়ে তোমাকে আল্লাহর নিকট সোপর্দ করে দিচ্ছি। সুতরাং তিনি এরপর শামের দিকে বেরিয়ে পড়লেন এবং সেখানে যিকির ও শোগলকে জীবনের অংশ বানিয়ে নিলেন। পুরোপুরি তিনবছর শামের বনে-প্রান্তরে জীবন কাটিয়ে দিলেন। সে সময়ে আল্লাহর স্মরণের কারণে পানাহারসহ সবকিছু ছেড়ে দিয়েছিলেন। এ সময় তিনি ১১৭ জন মশায়েখ হতে বরকত হাসিল করে তাদের ফয়েজ দ্বারা তৃপ্ত হয়েছিলেন। এ সকল মশায়েখদের মধ্যে ইমাম জাফর সাদেক রাদিআল্লাহু আনহুও ছিলেন। একদিন তিনি ইমাম জাফর সাদেক রাদিআল্লাহু আনহুর খিদমতে ছিলেন। তখন তিনি বললেন, হে বায়েজীদ, অমুক থাকে যে কিতাব রয়েছে, তা তুলে নাও। তিনি বললেন, ঐ তাকটি কোন জায়গায়? ইমাম জাফর সাদেক রাদিআল্লাহু আনহু বললেন, এতদিন থাকার পরও তুমি থাকটি দেখনি! তিনি আরজ করলেন, থাক তো দূরের কথা, আমি তো আপনার সামনে কখনো মাথাও তুলিনি। তখন ইমাম জাফর সাদেক বললেন, এখন তুমি পূর্ণতা লাভ করেছ। সুতরাং বোস্তামে প্রত্যাবর্তন করো।

একটি স্থানে তিনি কোন বুযর্গের নিকট হতে বরকত লাভের জন্য গেলেন। যখন তিনি তার নিকট গিয়ে দেখলেন যে, ঐ বুযর্গ কিবলার দিকে থুথু নিক্ষেপ করছে। এ অবস্থা দেখে তিনি সাক্ষাত না করে ফিরে আসলেন এবং বললেন, যদি ঐ বুযর্গ তরীকতের স্তরসমূহ জানত, তাহলে শরীয়ত বিরোধী কাজ করত না। তার

[১]. আল-কুরআন, সূরা লোকমান, ১৩:১৪



www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com



শিষ্টাচারিতার অবস্থা এই ছিল যে, মসজিদে যাওয়ার সময় রাস্তায় মধ্যেও থুথু নিক্ষেপ করতেন না। হজ্বের সফরে কয়েক পদক্ষেপ পর পর তিনি নামাজ আদায় করে বলতেন, বায়তুল্লাহ দুনিয়াবী রাজা-বাদশাদের দরবার নয়, যেখানে এক নিঃশ্বাসে পৌঁছা যাবে।

একদিন রাস্তায় একটি কুকুর দেখে নিজের জামার আঁচল সংকোচন করে নিলেন। এ অবস্থা দেখে কুকুর আরজ করল, আপনি জামার আঁচল সংকোচন করে নিলেন কেন? আমি যদি ভিজা অবস্থায় না থাকি, তাহলে আমার নাপাকির কোন আশঙ্কা নেই আর যদি ভিজা অবস্থা থাকি, তাহলে আপনি নিজের কাপড় পাক করতে পারতেন। কিন্তু আপনি যে অহংকার প্রদর্শন করেছেন, তাতো সাত সমুদ্রের পানি দ্বারাও পাক হতে পারেনা। তিনি বললেন, তুমি সত্য বলেছ। তাই তো তোমার বাহ্যিক অংশ নাপাক এবং আমার অভ্যন্তরীন অংশ নাপাক। সুতরাং উভয়ের জন্য একসাথে থাকা উচিত যাতে আমার অভ্যন্তরীণ অংশ কিছু পবিত্রতা অর্জন করে নেয়। কিন্তু কুকুর বলল, আমরা উভয়ে একসাথে থাকা সম্ভব নয়। কেননা, আমি বিতাড়িত আর আপনি আল্লাহর দরবারে গ্রহণযোগ্য। দ্বিতীয় কথা এই যে, আমি অন্যদিনের জন্য একটি হাড়ও যোগাড় করতে পারিনি আর আপনি পুরো বছরের খাদ্য-শস্য সঞ্চয় করে রেখেছেন। তিনি বললেন, হায়! যখন আমি কুকুরের সঙ্গলাভের উপযোগীও নই, তখন আল্লাহর নৈকট্য কীভাবে অর্জন করতে পারব আর পবিত্রতা ঐ মহান আল্লাহর, যিনি নিকৃষ্টতর সৃষ্টির কথা হতে সর্বশ্রেষ্ট সৃষ্টিকে শিক্ষা দেন।

হযরত আহমদ হাজরবীয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, একদিন স্বপ্নে আল্লাহর শোভা দর্শনে ধন্য হয়েছি। তখন আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তোমরা সকলে তো আমার নিকট নিজেদের প্রয়োজনীয় বস্তুসামগ্রী তলব কর, কিন্তু বায়েজীদ তো শুধু আমাকেই চায়।' তিনি বলতেন, 'আল্লাহ তা'আলা আমাকে বলেছেন, ইবাদত ও খিদমত তো অনেক রয়েছে। যদি তুমি আমার সাক্ষাত লাভের আকাঙ্ক্ষী হয়ে থাক, তাহলে আমার দরবারে ঐ জিনিসটি সুপারিশের জন্য প্রেরণ কর, যা আমার ভান্ডারে নেই। তিনি আরজ করলেন, তা কোন জিনিস? বলা হয়েছে, বিনয়, নম্রতা এবং অপমান ও দুঃখ হাসিল কর। কেননা, আমার ভান্ডার এগুলো হতে শূণ্য আর এগুলো অর্জনকারীরা আমার নৈকট্য অর্জন করতে পারে।' তিনি বলেন, একবিন্দু মা'রিফাতে যে স্বাদ রয়েছে, তা জান্নাতের নিয়ামতরাজিতে কোথায়? তিনি বলেন, আল্লাহর স্মরণে ফানা হয়ে যাওয়াটাই হচ্ছে অমৃত হয়ে যাওয়া।

তিনি বলেন, খোদাসন্ধানী আখেরাতের দিকেও মনোযোগী হয়না আর আল্লাহর সাথে ভালোবাসা স্থাপনকারীরা নিজেদের ভালোবাসার ভিত্তিতে আল্লাহর ন্যায় একাকি হয়ে যায়। তিনি বলেন, যদি পুরো জীবনে আমার দ্বারা একটি





সৎকাজও হয়ে যেত, তাহলে আমি ভীত হতাম না। এরপর বলেন, আল্লাহ তা'আলা প্রশ্ন করলেন, তুমি কি আকাঙ্ক্ষা পোষণ কর? তখন আমি আরজ করলাম, যা আমার জন্য উপযুক্ত। বলা হল যে, নিজকে ত্যাগ করে চলে এসো।

হযরত বায়েজীদকে তার সূচনাকাল ও যুহুদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। তখন বললেন, যুহুদের কোন স্তর নেই। আমি আরজ করলাম কেন? তখন বললেন, এই জন্য যে, আমি শুধু তিন দিন পর্যন্ত যুহুদে ছিলাম। যখন চতুর্থ দিন আসল, তখন আমি তা থেকে বেরিয়ে আসলাম। প্রথম দিন আমি দুনিয়া ও তৎমধ্যবর্তী বস্তুসমূহ হতে যুহুদ করেছি। দ্বিতীয় দিন আখেরাত ও তৎমধ্যবর্তী বস্তু হতে। তৃতীয় দিন আল্লাহ ছাড়া অন্য সকল জগত হতে।

আর যখন চতুর্থ দিন হল, তখন আল্লাহ ছাড়া আর কিছু অবশিষ্ট রইলনা এবং আমি উন্মাদ হয়ে ঘুরতে লাগলাম। হঠাৎ গায়েব হতে আওয়াজ আসল যে, হে বায়েজীদ, তুমি আমার সাথে থাকার শক্তি রাখনা। আমি বললাম, আমি তো এটিই চাই। এরপর একজন ঘোষণাকারীকে বলতে শুনলাম যে, তুমি নিজ উদ্দেশ্য পেয়ে নিয়েছ।

আম্মী আল-বোস্তামী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি স্বীয় পিতা হতে নকল করে বলেন, একরাত বায়েজীদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি একটি ঘরের দেয়ালে আল্লাহর স্মরণের জন্য উঠলেন। তিনি সকাল পর্যন্ত কোন ফিকির করতে পারেননি। আমি কারণ জিজ্ঞাসা করলাম, উত্তরে তিনি বললেন, বাল্যকালে একটি শব্দ মুখে চালু হয়ে গিয়েছিল। তা স্মরণে এসেছে, তাই এই জন্য লজ্জাবোধ করছি যে, এই মুখ দ্বারা আল্লাহর স্মরণ কোন মুখে করি।



www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com



# চার ইমাম রাদিআল্লাহু আনহুম

## ইমাম আবূ হানিফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

তাঁর নাম নোমান। পিতার নাম সাবিত। উপনাম আবূ হানিফা। তিনি মহান সাহাবীদের বরকত লাভ করেছেন। হযরত ফুজাইল ইবনে আয়াজ, হযরত ইবরাহীম ইবনে আদহাম ও হযরত বিশর হাফীর মত মহান ব্যক্তিরা তাঁর শিষ্যদের অন্তর্ভুক্ত।

তিনি প্রত্যেক রাতে দুইশ রাকাত নফল নামাজ পড়তেন। একদিন তিনি রাস্তা অতিক্রম করার সময় এক মহিলা অন্য আরেক মহিলাকে ইঙ্গিত করে বলল, এ ব্যক্তি রাতে পাঁচশ রাকাত নফল নামাজ পড়ে। তিনি তাদের কথাবার্তা শুনে নিলেন। এরপর সে রাত হতে পাঁচশ রাকাত নফল নামাজ পড়া শুরু করে দিলেন। এরপর একদিন রাস্তার মধ্যে কোন ব্যক্তি বলল যে, এ ব্যক্তি রাতে একহাজার রাকাত নফল নামাজ পড়েন এবং সারারাত জাগ্রত থাকেন। সুতরাং সে রাত হতে তিনি এক হাজার রাকাত নফলকে অভ্যাস বানিয়ে নিলেন এবং বললেন যে, আজ হতে সারা জীবন পর্যন্ত পুরো রাত জাগ্রত থাকব। যখন তাঁর শিষ্যরা এর কারণ জিজ্ঞাসা করল, তখন তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ রয়েছে, 'কতিপয় বান্দা নিজেদের ঐ প্রশংসাকে পছন্দ করে, যা তাদের মধ্যে নেই আর আমি এ দলের অন্তর্ভুক্ত হতে চাইনা।' সুতরাং তিনি পুরোপুরি চল্লিশ বছর পর্যন্ত ইশার অযু দিয়ে ফজরের নামাজ আদায় করেন আর দীর্ঘ সিজদার কারণে তাঁর হাঁটুতে উটের হাঁটুর ন্যায় জট পড়ে গিয়েছিল।

হযরত দাউদ তায়ী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আমি বিশ বছর পর্যন্ত কখনো তাঁকে নির্জনে বা মজলিসে নগ্নমস্তক এবং পা প্রসারিত করে বসতে দেখিনি। যখন আমি আরজ করলাম, নির্জনতার মধ্যে কখনো তো পা সোজা করে নেয়া যায়, তখন বললেন, মজলিসে তো বান্দাদেরকে সম্মান করব এবং নির্জনতায় আল্লাহকে সম্মান করবনা? তা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

তিনি একজন ঋণগ্রহীতার নিকট ঋণ উসুলের জন্য গেলেন। ঐ ব্যক্তির ঘরের দরজার নিকট একটি গাছ ছিল। ইমাম সাহেব রোদ্রে দাঁড়িয়ে ঋণ পরিশোধের জন্য বললেন। কেউ বলল, আপনি গাছের ছায়ার নিচে কেন দাঁড়াচ্ছেন না? তিনি বললেন, না, এর মালিকের নিকট আমার কিছু ঋণ রয়েছে। এর ছায়ার নিচে দাঁড়ানোটা হবে উপকার ভোগ করা আর ঋণ হতে প্রাপ্ত সকল সুবিধা ও উপকার সুদ। সুদ হতে সকল অবস্থায় বেঁচে থাকতে চাই।





তিনি সারারাত ইবাদত করতেন এবং আল্লাহর দরবারে এ আরজ করতেন, 'যদি কিয়ামতের দিন আবূ হানিফা ক্ষমা পেয়ে যায়, তাহলে তা হবে খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার।' এ বাক্য বলে তিনি অচেতন হয়ে পড়ে যেতেন। যখন সংজ্ঞা ফিরে আসত, তখন এ বাক্যটি পুনরাবৃত্তি করতেন এবং অঝোর ধারায় কাঁদতেন। কখনো রাতের বেলায় হাত দিয়ে দাঁড়ি ধরে অনেক ঘন্টা পর্যন্ত কাঁদতেন এবং আরজ করতেন, হে মওলা, আপনার অপরাধীকে ক্ষমা করুন। তিনি ইশকে হাকীকির স্বাদ ও মিষ্টি আহরণের জন্য অন্যান্য শীর্ষ স্থানীয় দরবেশ ছাড়া হযরত বাহলুল মাজযুব রাহমাতুল্লাহি আলাইহির দরবারেও হাজির হতেন।

## ইমাম মালেক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

তিনি অন্যান্য মশায়েখদের সান্নিধ্য লাভ করা ছাড়াও বিশেষ করে হযরত মুহাম্মদ ইবনে মুনকাদির আত-তাবেঈ রাহমাতুল্লাহি আলাইহির খেদমতে থাকতেন এবং তাঁর নিকট হতে আধ্যাত্মিক উপকার লাভ করেন। ইমাম মালেক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি স্বয়ং বলেন, 'যখনই আমি নিজের অন্তরে কোন অসদাচরণ অনুভব করতাম, তখনই মুহাম্মদ ইবনে মুনকাদির রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সাথে সাক্ষাত করতাম। যার প্রভাব এই হত যে, আমার নফস আমার দৃষ্টিতে ঘৃণার্হ হয়ে যেত।'

ইমাম মালেক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি নিজের ভক্তদেরকে এ তাগিদ দিতেন যে, مَنْ تَفَقَّهَ وَلَمْ يَتَصَوَّفْ فَقَدْ تَفَسَّقَ وَمَنْ تَصَوَّفَ وَلَمْ يَتَفَقَّهْ فَقَدْ تَزَنْدَقَ وَمَنْ جَمَعَ بَيْنَهُمَا فَقَدْ تَحَقَّقَ (যে ব্যক্তি ফিকার জ্ঞান শিক্ষা করল এবং তাসাউফ শিখলনা, সে ফাসেক হয়ে গেল আর ব্যক্তি তাসাউফের জ্ঞান শিক্ষা করল এবং ফিকাহ শিখলনা, সে জিন্দিক (কাফের) হয়ে গেল আর যে ব্যক্তি উভয়টিকে একত্রিত করল (অর্জন করল), সে কামেল বা পরিপূর্ণ হয়ে গেল।)

ইমাম মালেকের এই বাণী দ্বারা এ বাস্তবতাটি আলোকিত দেবেসের ন্যায় সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, তিনিই (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) মুহাদ্দিস ও ফকীহ হওয়ার সাথে সাথে শুধু তাসাউফের গুণকীর্তনকারী ও প্রচারক ছিলেন না, বরং স্বয়ং নিজে একজন কামিল সূফিও ছিলেন। কেননা, তাঁর পবিত্র সত্তার ওপর ﴿أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾[১]-এর প্রয়োগ সঠিক নয়।

আবূ জাফর মনসূর রাহমাতুল্লাহি আলাইহি মসজিদে নববীতে হযরত ইমাম মালক রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সাথে উচ্চস্বরে কথা বলছিলেন। হযরত ইমাম মালেক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, নিজের আওয়াজকে উঁচু করোনা। কেননা

[১]. আল-কুরআন, সূরা সাফ, ৬১:৩



www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com



আল্লাহ তা'আলা বলেন, নিজেদের আওয়াজকে রাসূলের আওয়াজের চেয়ে উচুঁ করোনা আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে আওয়াজকে নিম্নকারীদের ব্যাপারে বলেছেন, 'ঐ সমস্ত ব্যক্তিরা, যারা নিজেদের আওয়াজকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে অবনত রাখে।' এভাবে এরূপ লোকদেরকে নিন্দা করা হয়েছে, যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে শিষ্টাচারিতা বজায় রাখেনা। কুরআন পাকে রয়েছে, ঐ সমস্ত ব্যক্তিরা, যারা আপনাকে দরজার বহিরাংশ থেকে ডাক দিয়ে আহবান করে, তাদের অধিকাংশের মধ্যে চেতনা-জ্ঞান নেই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মান আজও এভাবে ওয়াজিব, যেভাবে দৃশ্যত বরকতময় জীবনে ছিল। হযরত ইমাম মালেক রাহমাতুল্লাহি আলাইহির একথা শুনে মনসূর নীরব হয়ে গেলেন।

হযরত ইমাম মালেক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, মুহাম্মদ ইবনে আল মুনকাদির সমকালীন কেরাতের শায়খ ছিলেন। যখন তার নিকট মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসের ব্যাপারে প্রশ্ন করা হত, তখন এ পরিমাণ কাঁদতেন যে, তাঁর ব্যাপারে ভয় সৃষ্টি হত। হযরত আবদুর রহমান ইবনে কাসেম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যাপারে আলোচনা করতেন, তখন তাঁর অবস্থা এরূপ হত যে, তাঁর চেহারার সমস্ত রক্ত যেন চুষে নেয়া হয়েছে। চেহারার বর্ণ হলুদ হয়ে যেত। মহানবীর ডর-ভয়ে তার মুখ শুকিয়ে যেত আর জিভ তালুর সাথে লেগে যেত।

হযরত ইমাম মালেকের নিকট মানুষেরা অধিকহারে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস শুনার জন্য আসতে লাগল। তখন তারা পরামর্শ দিল যে, এমন ব্যক্তি নির্বাচিত করুন, যিনি আপনার নিকট হতে শুনে উচ্চস্বরে মানুষের মধ্যে বর্ণনা করতে পারে। হযরত ইমাম মালেক তাদেরকে বললেন, হে লোকেরা, কালামে মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, মসজিদে নববী ও দরবারে নববী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্রতায় তারতম্য আসতে দিওনা।

হযরত আমের ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রাদিআল্লাহু আনহুর সামনে যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আলোচনা করা হত, তখন তিনি কান্নায় ভেঙ্গে পড়তেন আর এ পরিমাণ কাঁদতেন যে, চক্ষু হতে অশ্রু শুকিয়ে যেত।

হযরত ইমাম মালেক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি হাদীসে নববী বর্ণনার পূর্বে অযু করতেন এবং উত্তম পোশাক পরিধান করে শিষ্টাচারিতার সাথে বসে হাদীস বর্ণনা করতেন। যখন তাঁর কাছে এই গুরুত্বারোপের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হল, তখন বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসের প্রতি ইজ্জত-সম্মান প্রদর্শন করা জরুরি।





হযরত ইমাম মালেক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি হাদীসের দরস দিচ্ছিলেন। সে সময়ে একটি বিচ্ছু তাঁকে ষোলবার চোট দিল। দংশনের কষ্টে তাঁর শরীরের রং বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু তাঁর বর্ণনা ভঙ্গিতে নূন্যতমও পরিবর্তন আসেনি। দরস সমাপ্ত হওয়ার পর আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক রাদিআল্লাহু আনহু জিজ্ঞাসা করলেন, আজ দরস চলাকালীন সময়ে আপনার ঐ অবস্থা দেখেছি, যা ইতিপূর্বে দেখিনি। এর উত্তরে তিনি বিচ্ছু দংশনের ঘটনাটি বর্ণনা করে বললেন, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাহাত্ম্য ও সম্মান আমাকে এর ওপর বাধ্য করেছে যে, অনবরত হাদীস শিক্ষা দিয়ে যাই এবং এ কষ্টের ওপর ধৈর্যধারণ করি।

## ইমাম শাফেয়ী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

তিনি জ্ঞান-বিজ্ঞানে ঐ পূর্ণতা লাভ করেছিলেন যে, তের বছর বয়সে বলে দিয়েছিলেন, 'যা কিছু জিজ্ঞাসা করতে চাও, আমার আমার নিকট সিজ্ঞাসা কর।' আর পনের বছর বয়সে ফতোয়া দেয়া আরম্ভ করে দিয়েছেন।

জীবনের প্রারম্ভিককালে তিনি কারো বিবাহ বা দাওয়াতে অংশ গ্রহণ করতেন না আর মাখলুক হতে দূরত্ব অবলম্বন করে আল্লাহর যিকিরে মগ্ন থাকতেন। তার আধ্যাত্মিক অবস্থা পরিবর্তনের কারণ হয়েছিল হযরত শায়বান রায়ী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সান্নিধ্য ও সাক্ষাত লাভ। তাঁর খিদমতে হাজির হয়ে বাতেনী ফয়েজ দ্বারা তৃপ্ত হয়েছেন। ক্রমান্বয়ে চূড়ান্ত স্তর পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিলেন। তিনি সমকালীন সকল মশায়েখকে পিছনে রেখে দিয়েছিলেন। হযরত আবদুল্লাহ আনসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, যদিও আমি শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারী নই, কিন্তু ইমাম সাহেবের উচুঁ মর্যাদার কারণে তাঁর একজন বড় ভক্ত। তিনি সৈয়দ বংশীয় লোকদেরকে খুবই সম্মান করতেন। সুতরাং একদিন দরস চলাকালীন সময়ে সৈয়দ বংশীয় ছোট ছোট বাচ্চারা খেল ছিলেন। যখনই তারা নিকটে আসতেন, তিনি সম্মানার্থে হঠাৎ দাঁড়িয়ে যেতেন। দশ-বারো বার এ ঘটনার অবতারণা হল এবং তিনি প্রত্যেক বারই দরসের মধ্যবর্তী সময়ে দাঁড়িয়ে যেতেন। তিনি বলেন, আলিমদের জন্য কিছু সৎকাজ এরূপ হওয়া উচিত, যা তার ও আল্লাহর মধ্যে পর্দার অন্তরালে হয়। কেননা, যে ইলম বা আমল মানুষের সামনে প্রকাশ হয়ে যায়, তা পরকালে খুবই উপকারে আসবে।



www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com



## ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

তিনি ইলমে শরীয়তের ইমাম ও শিক্ষকদের নিকট থেকে ফয়েজ লাভ করা ছাড়াও জীবনভর সমকালীন বড় বড় সূফিদের সান্নিধ্য এবং মজলিসের নিয়ম-নীতিসমূহ আপন করে নিয়েছিলেন। হযরত যুন্নুন মিসরী, দাউদ তায়ী, সিররী সকতী, মারুফ কুরখী ও বিশর হাফীর ন্যায় মহান আশেক ও আবেদদের সান্নিধ্যে সময় কাটাতেন।

হযরত ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রাহমাতুল্লাহি আলাইহি থেকে যখন লোকেরা মুহাব্বতের মর্মার্থ জিজ্ঞাসা করল, তখন তিনি বললেন, যখন না হযরত বিশর হাফী জীবিত আছেন, তার কাছে জিজ্ঞাসা করো। এরপর প্রশ্ন করা হল, যুহুদ কাকে বলা হয়? বললেন, সাধারণ লোকদের জন্য যুহুদ হচ্ছে, হারামকে ছেড়ে দেয়া আর বিশেষ লোকদের যুহুদ হচ্ছে, হালালের মধ্যে বৃদ্ধির জন্য লালসা না করা আর আরেফদের যুহুদ আল্লাহ ছাড়া কেউ জানেনা।

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রাহমাতুল্লাহি আলাইহি যখন কোন ছাত্রকে বিনিদ্র রজনী যাপনকারী হিসেবে পেতেন না, তখন তাকে পড়ানো ছেড়ে দিতেন। এক রাতে আবূ আসমা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর নিকট রাত যাপন করলেন। তখন ইমাম সাহেব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি রাতে অযু করার জন্য তার নিকট পানি রেখে দিলেন।

এরপর ফজরের পূর্বে তাঁর নিকট আসলেন এবং দেখলেন যে, তিনি ঘুমন্ত অবস্থায় এবং পানি যেভাবে দিয়েছিলন, সেভাবে রয়ে গেছে। তিনি তাঁকে জাগিয়ে দিলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন যে, হে আবূ আসমা, তুমি এখানে কেন এসেছ? তিনি উত্তর দিলেন, হে ইমাম, আপনার নিকট হতে ইলমে হাদীস অর্জন করার জন্য। ইমাম আহমদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বললেন, তুমি কি ইলমে হাদীস অর্জন করবে যখন না রাত্রে তাহাজ্জুদ পর্যন্ত পড়নি! সুতরাং যেদিক থেকে এসেছ, সেদিকে চলে যাও।





## হযরত মারুফ করখী রাদিআল্লাহু আনহু

তাঁর নাম আবূ মাহফুজ মারুফ ইবনে ফিরোজ করখী। তিনি বড়ই মুস্তাজাবুত দাওয়াত (যাদের দোয়া কবুল হয়) ছিলেন। তাঁর কবর মুবারকের উসিলা দ্বারা মানুষ শেফা পেত। তিনি হযরত ইমাম আলী ইবনে মূসা রেজা রাদিআল্লাহু আনহুর আযাদকৃত গোলাম ছিলেন। তার ওফাত কারো মতে, ২০০-২০১ হিজরি সনের মধ্যে হয়েছে। তিনি হযরত সিররী সক্তী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির শায়খ ছিলেন।

তিনি ছিলেন তরীকত ও হাকীকতের অগ্রসেনানী। কিন্তু তার পিতা ছিল খৃস্টান। যখন তাকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করা হয়েছিল, তখন শিক্ষক এ সবক দিতে চেয়েছিল যে, ثَالِثُ ثَلٰثَةٍ (আল্লাহ তিন জনের মধ্যে হতে একজন।) তিনি বললেন, ﴿قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ﴾ (ঐ আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়)[১] প্রহার করা সত্ত্বেও তিনি আল্লাহকে এক বলতে থাকেন। এরপর সেখান থেকে পলায়ন করে হযরত ইমাম আলী ইবনে মূসা রেজা রাদিআল্লাহু আনহুর খেদমতে হাজির হয়ে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হলেন এবং তারই হাতে বাইয়াত হলেন। পলায়ন করার পর তার পিতা-মাতা ও শিক্ষকের মনে আসল যে, মারুফ চাই অন্য কোন ধর্ম অবলম্বন করুক, কিন্তু যদি না আমাদের নিকট থাকত! কিছুদিন পন তিনি বাড়িতে প্রত্যাগমন করলেন। তখন তার অবস্থা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তার পিতা-মাতাও মুসলমান হয়ে গেলেন।

তিনি প্রায় সময় স্বীয় নফসকে বলতেন, আমাকে ছাড়, যাতে তোমারও মুক্তি মিলে যায়। তিনি বলেন, একথাকে ভয় করো যে, আল্লাহর দৃষ্টি তোমাদের ওপর রয়েছে।

হযরত সিররী সকতী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলতেন, আমি স্বপ্নে হযরত মারুফ করখী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে দেখেছি। আমার এরূপ মনে হয়েছিল যে, তিনি আরশের নিচে রয়েছেন এবং আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাদেরকে জিজ্ঞাসা করছেন যে, ইনি কে? তখন তারা আরজ করলেন, হে আল্লাহ, আপনিই ভালো জানেন। এরপর আল্লাহ তা'আলা বললেন, মারুফ করখী। সে আমার মুহাব্বতের নেশায় মত্ত। এখন আমার সাথে মুলাকাত ব্যতীত সংজ্ঞায় ফিরে আসবেনা।

হযরত মারুফ করখী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আমাকে দাউদ তায়ী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির জনৈক মুরিদ বললেন, সাবধান! আমল ছেড়োনা। কেননা এ আমল তোমাকে আল্লাহর সন্তুষ্টির নিকটবর্তী করে দেবে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম,

[১]. আল-কুরআন, সূরা আল-ইখলাস, ১১২:১



www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com



এটি কোন ধরনের আমল? তিনি বললেন, সর্বদা আল্লাহর আনুগত্যে থাকা। মুসলমানদের খেদমত করা এবং তাদের জন্য ইখলাসের সাথে কল্যাণ কামনা করা।

হযরত মুহাম্মদ ইবনে আল-হোসাইন রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আমার পিতা মহোদয় হযরত মারুফ করখী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে তার মৃত্যুর পর যখন স্বপ্নে দেখলেন, তখন জিজ্ঞাসা করলেন, আল্লাহ তা'আলা আপনার কিরূপ আচরণ করেছে? উত্তর দিলেন, আল্লাহ তা'আলা আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। এরপর জিজ্ঞাসা করলেন, আল্লাহ তা'আলা কি আপনার যুহুদ ও তাকওয়ার কারণে ক্ষমা করে দিয়েছেন? তিরি বললেন, না। বরং এজন্য যে, আমি ইবনে সম্মাক রাহমাতুল্লাহি আলাইহির উপদেশ গ্রহণ করেছিলাম। ফকিরীকে অবলম্বন করেছিলাম এবং ফকিরদেরকে ভালোবাসতাম।

হযরত মারুফ করখী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, (একদিন) আমি কুফার পথ ধরে যাচ্ছিলাম। তখন ইবনে সম্মাক বিভিন্ন লোকদেরকে উপদেশ দিচ্ছিলেন। আমিও তাঁর নিকট দাঁড়িয়ে গেলাম। তিনি ওয়াজের মধ্যবর্তী সময়ে বললেন, 'যে ব্যক্তি পুরোপুরিভাবে আল্লাহ তা'আলা হতে বিমুখ হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা তার নিকট হতে সামান্য বিমুখ হয়ে যায় আর যে ব্যক্তি আন্তরিকভাবে আল্লাহর দিকে মনোনিবেশ করে, আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাহমতের সাথে তার দিকে মনোনিবেশ করেন এবং গোটা জগতের মনোনিবেশ তার দিকে ধাবিত করে দেন আর যে ব্যক্তি কখনো আল্লাহর দিকে আবার কখনো দুনিয়ার দিকে মনোনিবেশ করে, হতে পারে আল্লাহ তা'আলা কোন না কোন সময়ে তার ওপর দয়া করবেন।' একথা আমার ওপর খুবই প্রভাব ফেলেছে। সুতরাং আমি আল্লাহর দিকে মনোনিবেশ করেছি এবং পরে স্বীয় মুনিব আলী ইবনে মূসা রেজার খেদমত ছাড়া সবকিছু ছেড়ে দিয়েছি। আমি এর আলোচনা স্বীয় মুনিবের সাথে করেছি। তখন তিনি বললেন, যদি এই উপদেশ অনুযায়ী আমল কর, তাহলে এটিই তোমার জন্য যথেষ্ট।

হযরত মারুফ করখী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির গমন জনৈক পানিবাহকের নিকট হয়েছিল। সে বলছিল, যে আমার পানি পান করবে, তার ওপর আল্লাহর রাহমত হবে। হযরত মারুফ করখী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি সেদিন রোজা ছিলেন। তিনি অগ্রসর হয়ে পানি পান করে নিলেন। কেউ বলল, আপনি তো রোজা রেখেছিলেন! তিনি বললেন, হ্যাঁ রোজা রেখেছিলাম। কিন্তু এ ব্যক্তির দোয়া আশায় আমি এরূপ করেছি। রোজা পরে রেখে নিব।

হযরত মারুফ করখী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি যখন মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে পৌঁছলেন, তখন কিছু উপদেশ দিতে বলা হয়েছিল। তিনি বললেন, যখন আমি মরে যাব, তখন আমার জামা দান করে দেবে। কেননা, যেভাবে দুনিয়ায় বিবস্ত্র অবস্থায় এসেছিলাম, সেভাবে বিবস্ত্র অবস্থায় যেতে চাই।





## হযরত সিররী সক্‌তী রাদিআল্লাহু আনহু

তিনি হযরত জুনাইদ বাগদাদীর খালু ও শায়খ এবং হযরত মারুফ করখীর মুরিদ ছিলেন। তাকওয়া, সুন্নতী জীবন-যাপন এবং উলুমে তাওহীদে অনন্য জীবনের অধিকারী ছিলেন। তিনি ২৫৭ হিজরি সনে ওফাত লাভ করেন।

তিনি হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালামকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন যে, আপনি যখন আল্লাহকে ভালোবাসতেন, তখন হযরত ইউসুফ আলাইহি সালামের সাথে কেন ভালোবেসে ছিলেন? তখন গায়েবের ডাক পড়ল যে, হে সিররী! আদবের খাতির বজায় রাখো। এরপর যখন তাকে স্বপ্নে ইউসুফ আলাইহি সালামের সৌন্দর্য দেখানো হল, তখন চিৎকার দিয়ে ১৩ দিন অচেতন অবস্থায় ছিলেন।

হযরত সিররী সক্‌তী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বাজারে ব্যবসা-বাণিজ্য করতেন। একদিন মারুফ করখী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি নিজের সাথে একজন এতিম বাচ্চাকে নিয়ে হযরত সিররী সক্‌তী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির নিকট এসে বললেন, এ বাচ্চাটিকে পরিধানের জন্য কাপড় দাও। হযরত সিররী সক্‌তী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি কাপড় দিলেন আর হযরত মারুফ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি সন্তুষ্ট হয়ে বললেন, আল্লাহ তা'আলা তোমাকে দুনিয়া হতে বিষন্ন করে দিক আর যে মুছিবতে পতিত হয়েছ, আল্লাহ তা'আলা তাতে শান্তি দিক। হযরত সিররী সক্‌তী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি যখন দোকান হতে উঠলেন, তখন দুনিয়ার চেয়ে অধিক বিদ্বেষ অন্য কোন জিনিসের প্রতি তার অন্তরে ছিলনা। এ সকল অবস্থা ও পরিবেশ ছিল হযরত মারুফ করখী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির দোয়া ফল।

হযরত জুনাইদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আমি হযরত সিররী সক্‌তীর চেয়ে অধিক ইবাদতগুজার অন্য কাউকে দেখিনি। তাঁর জীবনের আটান্নব্বই বছর অতীত গেছে, কিন্তু মৃত্যুশয্যা ব্যতীত তাকে কোন সময় শোয়ানো অবস্থায় দেখা যায়নি। হযরত সিররী সক্‌তী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, তাসাউফ তিনটি বিষয়ের মধ্যে পাওয়া যায়।

১. সূফির মা'রিফাতের নূর তার পরহেজগারীর নূরকে নিভিয়ে দেবেন।
২. নিজের অভ্যন্তর হতে এমন কোন কথা বলবেনা, যা কুরআন ও হাদীসের দলিল বিরোধি হয়।
৩. কারামত দেখানোর লক্ষ্যে কোন অসতর্ক কথা বলবেনা।

হযরত সিররী সক্‌তী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি জিজ্ঞাসা করলেন, মুহাব্বত কি জিনিস? কেউ বলল, আনুকূল্যতা। আবার কেউ বলল, উৎসর্গতা আর কেউ অন্য কিছু বলল। হযরত সিররী সক্‌তী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি স্বীয় বাহুর চামড়া ধরে



www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com



টানলেন। কিন্তু তা টানা গেলনা। এরপর বললেন, আল্লাহ তা'আলার সম্মান ও মাহাত্ম্যের কসম! যদি আমি একথা বলি যে, আল্লাহর মুহাব্বতের কারণে চামড়া এই হাড্ডির ওপর শুষ্ক হয়ে গেছে, তাহলে একথা সত্য হবে। এরপর তিনি অজ্ঞান হয়ে গেলেন এবং তার গোলাকার চেহারা চাঁদের ন্যায় চমকাতে লাগল। অথচ তার শরীরের বর্ণ শ্যামলা।

হযরত সিররী সক্‌তী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, ত্রিশ বছর হতে একবার আল-হামদুলিল্লাহ বলার কারণে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। কেউ এর কারণ জিজ্ঞাসা করল, তখন তিনি বললেন, একদিন বাগদাদে আগুন লেগেছিল। তখন একজন ব্যক্তি বলল, আপনার দোকান অক্ষত রয়েছে। এর জন্য আমি আলহাদুলিলাহ বলেছিলাম আর অনুতপ্ত যে, যে মুসিবতে মুসলমানেরা নিপতিত, এর দ্বারা স্বীয় নফসের জন্য কল্যাণ চেয়েছিলাম। হযরত সিররী সক্‌তী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, দিনে একাধিকবার স্বীয় নাকের দিকে দৃষ্টিপাত করি যে, কখন না কাল হয়ে যায়। আমার ভয় লাগে যে, কখন না আল্লাহ তা'আলা আমার আমলের কারণে আমার চেহারা কাল করে দেন।

হযরত সিররী সক্‌তী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলতেন, আমি বাগদাদ ব্যতীত অন্য কোন শহরে মৃত্যুবরণ করতে চাই। কেউ এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, আমি ভয় করছি যে, কখন না আমার কবর আমাকে কবুল না করে, তাহলে আমি নিজের শহরে অপমানিত হয়ে যাব। হযরত সিররী সক্‌তী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, হে আল্লাহ, আমাকে আপনার ইচ্ছামত আযাব দিন কিন্তু আপনার নিকট হতে আড়াল করে রাখার অপমানের আযাব দেবেন না।

একদিন হযরত সিররী সক্‌তী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি কাঁদছিলেন। হযরত জুনাইদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহির কারণ জিজ্ঞাসা করলে বললেন, গতরাত আমার মেয়ে এসে বলেছিল, আব্বাজন, খুবই গরমকাল আর সে ঠান্ডা পানির পাত্র রেখে চলে গেছে। আমার দৃষ্টি পড়ে গেল। স্বপ্নে একজন অতিসুন্দর বালিকা আসমান হতে অবতরণ করল। তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি কার মেয়ে? সে উত্তর দিল, যে ব্যক্তি পাত্রে ঠাণ্ডা পানি পান করেনা। একথায় আমি পানির পাত্রটি মাটিতে মেরে ভেঙ্গে দিয়েছি।





## হযরত জুনাইদ বাগদাদী রাদিআল্লাহু আনহু

আবুল কাসেম জুনাইদ ইবনে মুহাম্মদ বাগদাদী সূফীদের সরদার ও ইমাম ছিলেন। তিনি ইরাকে জন্মগ্রহণ করলেও অধিবাসী ছিলেন নেহাবন্দের। তাঁর পিতা কাচ সামগ্রী বিক্রি করতেন। এজন্য তাকে করারিরী বলা হয়। বিশ বছর বয়সে নিজ খালু হযরত সিররী সক্‌তী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, হারেস মুহাসেবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এবং অন্যান্য বড় বড় আকাবিরদের সঙ্গলাভ করেন। ২৯৭ হিজরি সনে ওফাত লাভ করেন।

তিনি বাগদাদে আয়না তৈরীর দোকান দিয়েছিলেন। দোকান একটি পর্দা টেনে দৈনিক চারশ রাকাত নামাজ আদায় করতেন। কিছুদিন পর দোকান ছেড়ে দিয়ে হযরত সিররী সক্‌তী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির ঘরের একটি কক্ষে নির্জনতা অবলম্বন করলেন। ত্রিশ বছর পর্যন্ত ইশার অযু দিয়ে ফজরের নামাজ আদায় করতে থাকেন। সারারাত ইবাদতে মগ্ন থাকতেন। চল্লিশ বছর পর তাঁর মনে এ ধারণা জন্মলাভ করল যে, এখন আমি চূড়ান্ত মাত্রায় পৌঁছে গেছি। সুতরাং গায়েব হতে আওয়াজ আসল, 'হে জুনাইদ, এখন ঐ সময় এসে গেছে যে, তোমার গলায় শিকল পরিয়ে দেয়া হবে।' তিনি আরজ করলেন, হে আল্লাহ, আমার নিকট হতে কি দোষ প্রকাশ পেল? উত্তর আসল, তোমার অস্তিত্ব এখনো বাকি রয়েছে। একথা শুনে তিনি ঠান্ডা নিঃশ্বাস নিয়ে বললেন, যে বান্দা সান্নিধ্য লাভের উপযুক্ত বলে প্রমাণিত হয়নি, তার সকল পূণ্যকাজ গোনাহের অন্তর্ভূক্ত হয়ে গেছে। তিনি বলতেন, (আধ্যাত্মিক জগতের) সকল স্তর শুধু অনাহার, দুনিয়ার প্রীতি ত্যাগ এবং বিনিদ্র রজনী যাপন দ্বারা আমি অর্জন করেছি।

জনৈক প্রশ্নকারী তাকে প্রশ্ন করলে তার মনে এ ধারণা সৃষ্টি হল যে, যখন এই ব্যক্তি শ্রমিক, তাই তার জন্য প্রশ্ন করা নাজায়েজ। কিন্তু এই রাত্রে স্বপ্নে দেখলেন যে, মোড়ক আবৃত একটি পাত্র তার সামনে রাখা হয়েছে এবং তাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, এটি খোল। যখন তিনি খুলে দেখলেন, দেখলেন যে, ঐ প্রশ্নকারী ব্যক্তিটি মৃত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। তিনি বললেন, আমি তো মৃত ভক্ষণকারী নই। বলা হয়েছে, দিনে কেন তাকে খেয়েছিলে? তিনি মনে করলেন যে, আমি গীবত করেছিলাম আর এটি সে অপরাধের শাস্তি। তাঁর একজন মুরিদ বসরাতে নির্জনতা অবলম্বন করেছিলেন। সে সময় তার মনে কোন পাপ কাজের খেয়াল আসল, যে কারণে তিনদিন পর্যন্ত তার চেহারা কাল অবস্থায় ছিল। তিনদিন পর যখন ঐ বিবর্ণতা চলে গিয়েছিল, তখন তার কাছে হযরত জুনাইদের এই মর্মে চিঠি পৌঁছল যে, আল্লাহর দরবারে আদব সহকারে কদম রাখা উচিত। তোমার চেহারার বিবর্ননতা



www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com



পরিস্কার করতে আমাকে তিনদিন পর্যন্ত ধোপার কাজ করতে হয়েছে। তার জনৈক মুরিদ হতে ধৃষ্টতা প্রকাশ পেয়েছিল এবং লজ্জার কারণে সুনিজার মসজিদে গিয়ে আত্মগোপন করল। একদিন তিনি (জুনাইদ) যখন তার নিকট পৌঁছলেন, তখন সে এভাবে ভীত হয়ে পড়ে গেল যে, মাথা রক্তক্ষরণ হয়েছিল আর প্রতিটি রক্তের বিন্দু হতে আল্লাহ আল্লাহ আওয়াজ আসতে লাগল। তিনি বললেন, ছোট ছোট বালকরাও তোমার এরূপ যিকিরে সমান্তরাল। একথা শুনে ঐ মুরিদ তখনই লাফ দিয়ে মরে গেল। তিনি বলেন, যদি মুহাব্বতের সম্পর্ক কোন বস্তুর সাথে স্থাপিত হয়, তাহলে ঐ বস্তু ফানা হওয়ার সাথে সাথে মুহাব্বতও ফানা হয়ে যায় আর মুহাব্বত অর্জন তখনো পর্যন্ত সম্ভব নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত নিজকে ফানা করে না দেয়।

তিনি বলেন, পার্থিক কর্মব্যস্ততা তরক করে দেওয়ার হচ্ছে উবুদিয়্যত আর যুহুদের চূড়ান্ত স্থল হচ্ছে রিক্ততা ও নিঃস্বতা।

হযরত জুনাইদ বাগদাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলতেন, সমস্ত মাখলূকের জন্য আল্লাহ তা'আলা পর্যন্ত পৌঁছার রাস্তা বন্ধ। তবে ঐ সমস্ত ব্যক্তিদের জন্য খোলা, যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়াসাল্লামের পদাঙ্ক অনুসরণ করে।

হযরত জুনাইদ বাগদাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, যদি কোন সঠিক তালেবে খোদা দশ লক্ষ বছর পর্যন্তও আল্লাহর মনোনিবেশে থাকে, এরপর শুধু এক মুহূর্তের জন্য মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহলে এই মুহূর্তের মধ্যে সে যা কিছু খুইয়ে বসেছে, তা তার অর্জনের মোকাবেলায় কীভাবে অধিক হবে? হযরত জুনাইদ বাগদাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলতেন, আমাদের মাযহাব কুরআন-সুন্নাহর মূলনীতির অনুসারী। আরো বলেন, আমাদের এই জ্ঞান রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়াসাল্লামের হাদীসের কারণে দৃঢ়তা পায়।

কেউ তাকে প্রশ্ন করল, আপনি এই হুকুম কোথায় থেকে পেলেন? নিজের ঘরের সিঁড়ির দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, এই সিঁড়ির নিচে ত্রিশ বছর ধরে বসে থাকার দ্বারা পেয়েছি। জনৈক ব্যক্তি হযরত জুনাইদ বাগদাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির হাতে তসবীহ দেখে আরজ করেছিল, এ পরিমাণ সম্মান ও বুযর্গী সত্ত্বেও আপনি হাতে তসবীহ রাখেন?

উত্তরে তিনি বললেন, আমি ঐ পথকে, যে পথে চলে আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছেছি, তা কীভাবে ছেড়ে দিব। যখন হযরত জুনাইদ বাগদাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির ওফাতের সময় আসল, তখন তিনি পবিত্র কুরআন মজিদ খতম করে আবার সূরা বাকারা শুরু করলেন এবং সতেরটি আয়াত পাঠ করে আল্লাহর সান্নিধ্যে চলে গেলেন।





## হযরত গাউসে আযম
## শায়খ আবদুল কাদের জিলানী রাদিআল্লাহু আনহু

তাঁর নাম আবদুল কাদের, উপনাম আবূ মুহাম্মদ এবং উপাধি মুহিউদ্দিন। পিতার নাম আবূ সালেহ মূসা জঙ্গি দোস্ত রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। মাতার নাম আমাতুল জাব্বার আল-খায়র ফাতেমা রাহমাতুল্লাহি আলাইহা।

হযরত কুতুবে রব্বানী, মাহবুবে সোবহানী সৈয়দুনা আবূ মুহাম্মদ মুহিউদ্দিন আবদুল কাদের জিলানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি খিলাফতের খিরকা হযরত আবূ সাঈদ আল-মুবারক আল-মাখযুমী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির নিকট হতে পরিধান করেন। তাঁর খিলাফতের সিলসিলা বড়-বড় মশায়েখদের মাধ্যমে সৈয়দুনা হযরত আলী আল-মুরতাদা শেরে খোদা রাদিআল্লাহু আনহুর নিকট গিয়ে পৌঁছে।

### হুজুর গাউছে আযমের জন্ম-ওফাত সন

হুজুর কুদ্দিসা সিররুহুল আজিজের জন্মের ব্যাপারে সকল জীবনী রচয়িতা ও জীবনীকার বরং সকল মুহাক্কিকীন সর্বসম্মতভাবে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি ইরানের তাবারিস্তান প্রদেশের অন্তর্গত জিলান এলাকার নিফ নামক গ্রামে ১১ রবিউস্ সানী[১] ৪৭০ হিজরী সনে হাসানী ও হোসাইনী রক্তধারার সংমিশ্রণে এক সাইয়্যেদ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। এ কারণে তিনি গিলানী বা জিলানী উপাধিতে প্রসিদ্ধ আর বাগদাদ শরীফে ১১ রবিউস্ সানী ৫৬১ হিজরী সনে ৯১ বছর বয়সে আল্লাহর সান্নিধ্যে চলে যান।

হুজুর গাউসে আযম কুদ্দিসা সিররুহুল আজিজ পিতার দিক দিয়ে হাসানী এবং মাতার দিক দিয়ে হোসাইনী সাইয়্যেদ ছিলেন।

*তাযকেরাতুস সূফিয়ার* গ্রন্থকার হযরত মুহাম্মদ নয়িম আল-জু'লানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, একদিন হযরত আবূল কাসেম জুনাইদ বাগদাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি মসজিদের মিম্বরে বসে ওয়াজ করছিলেন। আকস্মিক তার মনে এ ভাব সৃষ্টি হল যে, আউলিয়া কিরামদের মধ্যে হতে আজ পর্যন্ত আমার সমপর্যায়ের বা আমার চেয়ে উচুঁ পর্যায়ের কোন সাহেবে কাশফ-কারামত কামিল বুযর্গ হয়নি। কিয়ামত পর্যন্তও হবেনা। সুতরাং ওয়াজের মজলিসে এই ভাবটি প্রকাশের ইচ্ছাও করে ফেলেছিলেন। কিন্তু তখনো পর্যন্ত মুখ হতে কোন শব্দ বের করেননি। হযরত সৈয়দুনা গাউসুল আযম শায়খ আবদুল কাদের জিলানী কুদ্দিসা

[১]. অপর এক মতানুসারে ১লা রমযান আর এ মতও প্রসিদ্ধ।



www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com



সিররুহুল আজিজের পবিত্র আত্মা তার বাতেনের ওপর জ্যোতি ছড়াল। যার কারণে তিনি অজ্ঞান হয়ে মিম্বর হতে নিচে পড়ে গেলেন। দীর্ঘক্ষণ পর যখন চেতনা ফিরে পেলেন, তখনই বলতে লাগলেন যে, আমার চেয়ে উৎকৃষ্ট উচুঁ মর্যাদাবান ও শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী একজন ব্যক্তি হযরত গাউসুল আযম আবদুল কাদের জিলানী আল-হাসানী, আল-হোসাইনী কুদ্দিসা সিররুহুল আজিজ বাগদাদে (ইরাকে) আত্মপ্রকাশ করবেন। যার সূর্য অনন্ত-অনাদিকাল পর্যন্ত আকাশ-মহাকাশে দীপ্তিমান থাকবে এবং তা কখনো অস্ত যাবেনা। আল্লাহর সকল নৈকট্যশীলদের চেয়ে তার মান-মর্যাদা উঁচু ও শীর্ষে হবে।

শায়খ আবূ সুলাইমান আল-মুনজী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, একদিন আমি শায়খ আকিল রাহমাতুল্লাহি আলাইহির দরবারে উপস্থিত ছিলাম। তখন তাঁকে বলা হল যে, বাগদাদে একজন ভদ্র যুবক, যার নাম সৈয়দ আবদুল কাদের, খুবই প্রসিদ্ধি লাভ করছে। তিনি বলেন, তাঁর প্রসিদ্ধি আসমানে এর চেয়েও অধিক। আল্লাহর দরবার বা ফেরেশতাদের দলে এই যুবককে 'বাজে আশহাব' উপাধিতে ডাকা হয়। অচিরেই এমন একটি সময় আসবে যে, বেলায়তের রাজত্ব তার কাছে এসে বন্ধ হয়ে যাবে এবং তার নিকট হতেই প্রকাশ পাবে।

ইবনে নাজ্জার রাহমাতুল্লাহি আলাইহি স্বীয় ইতিহাস গ্রন্থে বর্ণনা করেন, আমি আবূ সুজা'র ইতিহাস গ্রন্থে দেখেছি, তিনি লিখেন, শায়খ আবদুল কাদের জিলানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি শায়খ হাম্মাদের খেদমতে হাজির হয়ে আদবের সাথে বসে গেলেন। যখন কিছুক্ষণ পর চলে গেলেন, তখন তার শায়খ হযরত হাম্মাদ বলতে লাগলেন, এই আজমীর (অনারব) মর্যাদা খুবই উচুঁ হবে। এমনকি তাঁর কদম সমকালীন আউলিয়াদের গর্দানে হবে।

একদিন তাঁর শায়খ হাম্মাদের নিকট তাঁর ব্যাপারে আলোচনা করা হল। তখন তিনি যুবক ছিলেন। হযরত হাম্মাদ তাঁর ব্যাপারে বললেন, আমি তাঁর মাথার ওপর দুটি ঝাণ্ডা দেখেছি যা জমিন হতে নিয়ে উর্ধ্বজগত পর্যন্ত বিস্তৃত আর উর্ধ্বজগতে তিনি খুবই প্রসিদ্ধ।

শায়খ আবদুর রহমান তাফসুনজী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, হযরত শায়খ আবদুল কাদের জিলানী কুদ্দিসা সিররুহুল আজিজ আমাদের শায়খ আবূল ওফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহির খেদমতে তাশরীফ আনতেন। তখন তিনি যুবক ছিলেন। তিনি যখন আমাদের শায়খের নিকট তাশরীফ আনতেন, তখন শায়খ তাঁর সম্মানার্থে দাঁড়িয়ে যেতেন এবং দরবারে উপস্থিতদেরকে বলতেন যে, আল্লাহর ওলীর সম্মানার্থে দাঁড়িয়ে যাও। মাঝে মধ্যে তিনি তাঁর অভ্যর্থনার জন্য পাঁচ কদম অগ্রসর হতেন।





একদিন বিভিন্ন লোকেরা তাঁকে এত সম্মানের কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, এই যুবক একজন মহান ব্যক্তি হবেন। যখন সে সময় আসবে, তখন নির্বিশেষে সকলে তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন করবে।

তখন আমাদের শায়খ একথাটিও বলেছিলেন যে, বাগদাদে আমি তাঁকে একটি বড় মজলিসে একথা বলতে শুনেছি যে, قَدَمِيْ هٰذِهٖ عَلٰى رَقَبَةِ كُلِّ وَلِيِّ اللهِ (আমার এই কদম প্রত্যেক আল্লাহর ওলীর গর্দানের ওপর রেখেছি।) তিনি তার একথায় সত্যবাদী হবেন আর সমকালীন সকল আউলিয়া কিরামের গর্দান তাঁর সামনে ঝুঁকে যাবে। তিনি হবেন আউলিয়াদের কুতুব। তোমাদের মধ্যে যে কেউ তার সময় পাবে, তার জন্য উত্তম হবে তাঁর খেদমতকে নিজের ওপর আবশ্যক করে নেয়া।

কুদওয়াতুল আরেফীন শায়খ আবূ সাঈদ কিলাবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, হযরত শায়খ আবদুল কাদের জিলানী কুদ্দিসা সিররুহুল আজিজের মকাম ছিল مَعَ اللهِ وَفِي اللهِ وَبِاللهِ। যার সামনে বড় বড় শক্তিও অচল ছিল। তিনি অনেক পূর্বসুরীদের চেয়েও অগ্রগামীতা অর্জন করে এ মকামে পৌঁছেছিলেন, যেখানে অধঃপতন সম্ভব নয়। আল্লাহ তা'আলা তার নিগূঢ় জ্ঞান ও সূক্ষ্ম চিন্তার কারণে তাকে খুবই উচুঁ মকামে পৌঁছিয়েছিলেন।

উপর্যুক্ত বুযর্গ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি আরো বলেন, বর্ণিত রয়েছে, যখন শায়খ আবদুল কাদের জিলানী কুদ্দিসা সিররুহুল আজিজ قَدَمِيْ هٰذِهٖ عَلٰى رَقَبَةِ كُلِّ وَلِيِّ اللهِ বলেছিলেন, তখন তাঁর অন্তরে আল্লাহর জ্যোতি বিচ্ছুরিত হচ্ছিল এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে তার নিকট একটি শাহী পোশাক পাঠানো হয়েছিল। আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেশতারা এই পোশাক এনে আউলিয়া কিরামের বিশাল সমাবেশে তাঁকে পরিধান করিয়েছেন। তখন ফেরেশতারা তার মজলিসের চতুর্পাশে কাতারবন্দি হয়ে এভাবে দাঁড়িয়ে ছিলেন যে, আসমানের কিনারা দেখা যাচ্ছিলনা। তখন এ ভূপৃষ্টে এমন কোন ওলী ছিলেন না, যিনি নিজের গর্দান ঝুঁকাননি।

শায়খ বাকা ইবনে বাতাওয়ান্নাহার মক্কী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, ইবরাহীম আল-আগরাব ইবনে শায়খ আবূ রেফায়ী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বর্ণনা করেন যে, আমার পিতা, আমার মামা শায়খ আহমদ রেফায়ী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে জিজ্ঞাসা করলেন, শায়খ আবদুল কাদের জিলানী কুদ্দিসা সিররুহুল আজিজ যখন قَدَمِيْ هٰذِهٖ عَلٰى رَقَبَةِ كُلِّ وَلِيِّ اللهِ বলেছিলেন, তখন আপনি কি বাস্তবে তার একথার ওপর আদিষ্ট ছিলেন নাকি ছিলেন না? তিনি বললেন, নিঃসন্দেহে আমি তাঁর কথার ওপর আদিষ্ট ছিলাম।



www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com



শায়খুল আসফিয়া হযরত শিহাবুদ্দিন ওমর সোহরাওয়ার্দী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, ৫০৬ হিজরি সনে আমার চাচা হযরত শায়খ আবূ নযিব আবদুল কাহের সোহরাওয়ার্দি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি শায়খ আবদুল কাদের জিলানী কুদ্দিসা সিররুহুল আজিজের খেদমতে তাশরীফ নিলেন। তখন আমিও সাথে ছিলাম। আমার চাচা সাহেব যতক্ষণ পর্যন্ত তাঁর খেদমতে উপবিষ্ট ছিলেন, ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি খুবই নীরব এবং আদব সহকারে তাঁর কথা শুনছিলেন। এরপর আমরা সেখান থেকে বিদায় নিয়ে মাদ্‌রাসায়ে নিজামিয়ার দিকে যেতে লাগলাম। তখন আমি রাস্তায় তাঁকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলাম। উত্তরে তিনি বললেন, আমি তাঁর আদব বজায় রাখবনা কেন, অথচ তাঁকে ওজুদে তাম (পুরোপুরি অস্তিত্ব) এবং তাসাররুফে কামেল (পুরোপুরি স্বাধীনতা) দান করা হয়েছে আর উর্ধ্বজগতে তাঁকে নিয়ে গর্ব করা হয়। দুনিয়াতে তিনি এখন একক। আমি এরূপ মানুষের আদব রক্ষা করবনা কীভাবে, যাকে আল্লাহ তা'আলা আমি ও অন্যান্য সকল আউলিয়ার অন্তর এবং তাদের অবস্থা ও জীবন এভাবে কাবু করে দিয়েছেন যে, যদি আপনি চান, তাহলে তাকে রুখে দেবেন কিংবা তাকে ছেড়ে দেবেন।

শায়খ আবদুর রহমান ইবনে আবূল হাসান আলী বুতানজী আর-রেফায়ী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, যখন আমি বাগদাদে গিয়েছি, তখন শায়খ আবদুল কাদের জিলানী কুদ্দিসা সিররুহুল আজিজের খেদমতেও হাজির হয়েছি। আমি যখন তার হাল ও মুক্ত অন্তর ছাড়া অন্যান্য অবস্থার দিকেও অবলোকন করেছি, তখন আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেছি। প্রত্যাবর্তন করার পর আমি যখন আমার মামাকে এ ব্যাপারে অবহিত করলাম, তখন তিনি বলতে লাগলেন, হে বৎস! শায়খ আবদুল কাদের জিলানী কুদ্দিসা সিররুহুল আজিজের মত যোগ্যতা আর কার কপালে জুটেছে, যে হালের ওপর তিনি রয়েছেন, তাতে আর কে থাকতে পারবে। যে পর্যন্ত তিনি পৌঁছেছেন, সে পর্যন্ত আর কে পৌঁছতে পারবে। হযরত শায়খ আদি ইবনে আল-বারাকাত মুসাফির রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আমি আমার চাচা শায়খ আদি ইবনে মুসাফির রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে জিজ্ঞাসা করেছি, ইতিপূর্বে হযরত শায়খ আবদুল কাদের জিলানী কুদ্দিসাসিররুহুল আজিজ ছাড়া অন্য কোন শায়খও কি قَدَمِيْ هٰذِهٖ عَلٰى رَقَبَةِ كُلِّ وَلِيِّ اللّٰهِ বলেছেন? তিনি বললেন, না। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এর অর্থ কি? উত্তরে তিনি বললেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য মকামে ফরদিয়ত (এককত্বের স্তর)। আমি বললাম, প্রত্যেক যুগে কি মহাপুরুষের জন্ম হবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। কিন্তু হযরত শায়খ আবদুল কাদের জিলানী কুদ্দিসা সিররুহুল আজিজ ছাড়া অন্যকোন মহাপুরুষ এ কথা বলার হুকুম পায়নি। এরপর আমি আরজ করলাম, আপনি কি তাঁর কথায় আদিষ্ট ছিলেন? উত্তরে তিনি বললেন, হ্যাঁ। তিনি তাঁর কথায় আদিষ্ট ছিলেন





এবং অন্যান্য সকল আউলিয়া কিরাম নিজেদের মাথা ঝুঁকিয়ে নিয়েছিলেন। দেখো, ফেরেশতারাও হযরত আদম আলাইহিস সালামকে সিজদা তখন করেছে, যখন আল্লাহ তা'আলা আদম আলাইহিস সালামকে সিজদা করতে তাদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলেন।

হযরত শায়খ আলী ইবনে হায়তী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, একদিন আমি ও শায়খ বকা ইবনে বতুর রাহমাতুল্লাহি আলাইহি হুজুর শায়খের সাথে হযরত ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রাহমাতুল্লাহি আলাইহির মাজার জিয়ারতের জন্য গিয়েছিলাম। তখন আমি প্রত্যক্ষ করেছি, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রাহমাতুল্লাহি আলাইহি স্বীয় কবর হতে বের হয়ে তাঁকে নিজ বক্ষে জড়িয়ে ধরলেন এবং বললেন, শায়খ আবদুল কাদের জিলানী কুদ্দিসা সিররুহুল আজিজ! আমি ইলমে শরীয়ত ও ইলমে হালে তোমার মুখাপেক্ষী।

শায়খ ওমর কিমিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, হুজুর শায়খের এমন কোন মজলিস বাকী ছিলনা, যেখানে ইহুদি-খৃস্টানরা ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়নি অথবা ডাকাত, ঘাতক ও দুষ্কৃতিকারীরা এসে তাওবা করেনি। একদিন তার মজলিসে এক খ্রিস্টান পাদ্রী আসল। তার নাম ছিল সিনান। সে তাঁর হাতে ইসলাম গ্রহণ করল। সে বিশাল সমাবেশে দাঁড়িয়ে বলল, আমি ইয়ামনের অধিবাসী। আমার অন্তরে এ ভাবান্তর সৃষ্টি হয়েছে যে, আমি ইসলাম গ্রহণ করে নিব। এরপর আমি দৃঢ়ভাবে ইচ্ছা করেছি যে, ইয়ামনের সর্বশ্রেষ্ট ব্যক্তির হাতে আমি ইসলাম গ্রহণ করব। এতে আমি চিন্তিত ছিলাম। এরপর ঘুম চলে আসল। হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে স্বপ্নে দেখলাম। তিনি বললেন, সিনান, তুমি বাগদাদে চলে যাও এবং হযরত শায়খ আবদুল কাদের জিলানী কুদ্দিসা সিররুহুল আজিজের হাতে ইসলাম গ্রহণ করে নাও। কেননা তিনি এ সময়ে ভূপৃষ্টের সকল মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। একজন প্রশ্নকারী তাকে জিজ্ঞাসা করল, আপনার আমর কিসের ওপর প্রতিষ্ঠিত? বললেন, সত্যের ওপর। আমি কখনো মিথ্যা বলিনি। তিনি বললেন, যখন আমি নিজ শহরে শিশু অবস্থায় ছিলাম আরাফার দিনে ঘরের ছাদের ওপর উঠেছিলাম। তখন আমি দেখলাম যে, মানুষ আরাফার ময়দানে দণ্ডায়মান অবস্থায় রয়েছে। তখন আমি স্বীয় মাতার নিকট এসে বললাম, আমাকে আল্লাহর জন্য বিসর্জন করে দিন এবং অনুমতি দিন যে, আমি বাগদাদে চলে যাব। সেখানে জ্ঞান অর্জন করব এবং সালেহীনদের সাক্ষাত ও সান্নিধ্য লাভ করব। তিনি আমার কাছে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। আমি নিজের অবস্থা শুনালাম। তা শুনে তিনি কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন এবং আমার নিকট আশিটি দিনার নিয়ে আসলেন যা আমার পিতা মৃত্যুর সময় রেখে গিয়েছিলেন।



www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com



আম্মা চল্লিশ দিনার তো আমার ভাইয়ের জন্য রেখেদিলেন আর বাকি চল্লিশ দিনার আমার জামার বগলের নিচে সেলাই করে দিলেন আর আমাকে গমনের অনুমতি দিয়ে আমার নিকট থেকে এ অঙ্গীকার নিলেন যে, সর্বদা সত্যকথা বলবে। বিদায় দেয়ার জন্য ঘরের বাইরে বেরিয়ে পড়লেন এবং বলতে লাগলেন, 'হে বৎস, এখন তুমি যাও। আমি আল্লাহর জন্য তোমার নিকট হতে পৃথক হচ্ছি। এই চেহারা কিয়ামতের দিন দেখবে।' তখন আমি বাগদাদে গমনকারী একটি ছোট কাফেলার সাথে শরিক হয়ে গেলাম। যখন আমরা হামদান থেকে বের হলাম, তখন জঙ্গলে ষাট জনের একটি ডাকাত দল আমাদের ওপর হামলে পড়ল। তারা কাফেলাকে পাকড়াও করে সবকিছু লুট করে নিল। কিন্তু কেউ আমার দিকে মনোযোগী হলনা। তার মধ্য হতে এক ব্যক্তি আমার নিকট এসে বলল, হে বালক! তোমার কাছে কী রয়েছে? আমি বললাম, চল্লিশটি দিনার আছে। সে বলল, তা কোথায়? আমি বললাম, আমার জামায় বগলের নিচে সেলাইকৃত অবস্থায় রয়েছে। সে মনে করল, এই ছেলেটি তার সাথে রসিকতা করছে। তাই সে আমাকে ছেড়ে দিয়ে চলে গেল। অন্য আরেকজন আমার নিকট এসে হুবহু তার মত জিজ্ঞাসা করল। আমি হুবহু একই উত্তর দিলাম। সেও আমাকে ছেড়ে চলে গেল। তারা উভয়ে স্বীয় দলপতির নিকট গেল এবং আমার কথাগুলো তার নিকট বলল। সে বলল, তাকে আমার নিকট নিয়ে এসো। সুতরাং তারা আমাকে তার নিকট নিয়ে গেল। সেখানে দেখলাম যে, তারা উপত্যকায় বসে কাফেলার লুটকৃত মাল বন্টন করছে। সে আমাকে বলল, তোমার কাছে কী আছে? আমি বললাম, চল্লিশটি দিনার। সে বলল, তা কোথায়? আমি বললাম, আমার জামার মধ্যে বগলের নিচে সেলাইকৃত। তখন সে আমার জামা ছিড়ে ফেলতে নির্দেশ দিল। তাতে চল্লিশটি দিনার পেল। এরপর সে বলল, তোমাকে একথা স্বীকার করতে কিসে আগ্রহী করে তুলল। আমি বললাম, আমার আম্মা আমার নিকট থেকে সত্যকথার বলা অঙ্গীকার নিয়েছেন। তাই আমি এই অঙ্গীকারের খেয়ানত করতে পারিনা।

তখন ঐ সরদার কাঁদতে লাগল এবং বলতে লাগল যে, তুমি নিজের মায়ের অঙ্গীকারে খেয়ানত করছনা। অথচ আমি এত বছর কাটিয়ে দিয়েছি নিজের রবের অঙ্গীকারের খেয়ানত করছি। সে ঐ স্থানে আমার হাতে তাওবা করে নিল। তার সঙ্গীরা বলল, তুমি ডাকাতি ও লুটপাটে আমাদের সরদার ছিলে। এখন তাওবার মধ্যেও আমাদের সরদার হও। তারাও সকলে আমার হাতে তাওবা করে নিল আর কাফেলার সকল লুটপাটকৃত মাল স্ব স্ব মালিকের নিকট ফিরিয়ে দিল। সর্বপ্রথম ঐ দলটি আমার হাতে তাওবা করেছিল।

হযরত শায়খ মুহিউদ্দিন আবদুল কাদের জিলানী কুদ্দিসা সিররুহুল আজিজ বলেন, আমি বাগদাদে প্রথমে বিশদিন পর্যন্ত খাওয়ার জন্য কোন বস্তু পাইনি এবং





পাইনি কোন হালাল বস্তু। তখন আমি হালাল বস্তু পাওয়ার জন্য কিসরার রাজপ্রাসাদের জীর্ণভবনের দিকে গেলাম। সেখানে সত্তর জন আউলিয়াকে পেলাম। আমি তাঁদের ভিড়ে থাকাকে ভদ্রতা মনে করলাম না। এরপর আবার বাগদাদের দিকে ফিরে এলাম। সেখানে আমি আমার পরিবারবর্গীয় পরিচিত একজন ব্যক্তিকে পেলাম। সে আমাকে কিছু স্বর্ণের (বা রূপা) টুকরো-খণ্ড দিল আর বলল যে, এগুলো তোমার মাতা আমাকে দিয়েছেন, তোমার নিকট প্রেরণের জন্য।

তার মধ্য হতে কিছু আমি নিজের জন্য রেখে দিয়েছি আর অবশিষ্টাংশ নিয়ে কিসরার রাজপ্রাসাদের ঐ জীর্ণকুটিরের দিকে গেলাম এবং এ সবগুলো এই সত্তর জন আউলিয়ার মাঝে বণ্টন করে দিলাম। তারা আমাকে বলল, এগুলো কি? আমি বললাম, এগুলো আমার আম্মা প্রেরণ করেছেন। এরপর আমি বাগদাদের দিকে প্রত্যাবর্তন করলাম আর যে টুকরো-খণ্ডগুলো আমার কাছে ছিল, তা দিয়ে খাবার ক্রয় করেছি এবং ফকিরদেরকে ডেকে সকলে মিলে খেয়েছি। রাতে আমার নিকট এই টুকরো-খণ্ড হতে আর কিছু অবশিষ্ট রইলনা।

শায়খ আরেফ হারবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি চল্লিশ বছর পর্যন্ত হযরত শায়খ মুহিউদ্দিন আবদুল কাদের জিলানী কুদ্দিসা সিররুহুল আজিজের খেদমত করেছি। সুতরাং আমি দেখেছি যে, তিনি সর্বদা ইশার অযু দিয়ে ফজরের নামাজ আদায় করতেন। যখনই তাঁর অযু ছুটে যেত, তখনই তিনি অযু করে নিতেন। তিনি নামাজে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতেন এবং তাতে কুরআন শরিফ তেলাওয়াত করতেন। এভাবে রাতের দ্বিতীয়াংশ কেটে যেত। এরপর মুরাকাবা ও মুশাহাদায় ফজর উদয় হওয়ার কাছাকাছি সময় পর্যন্ত মনোযোগী হয়ে বসে থাকতেন। এরপর প্রার্থনা করতেন এবং অনুনয়-বিনয়ে লেগে যেতেন। তাঁকে এমন একটি নূর পরিবেষ্টন করে নিত, তাঁর মধ্যে তিনি অদৃশ্য হয়ে যেতেন আর আমি তাঁর কাছে এই আওয়াজটি শুনতাম, السلام عليك আর তিনি এর উত্তর দিতেন। এভাবে ফজরের নামাজের জন্য বের হতেন। শায়খ আবূ বকর হারিমী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হযরত শায়খ মুহিউদ্দিন আবদুল কাদের জিলানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে একথা বলতে শুনেছি যে, আমি পঁচিশ বছর পর্যন্ত ইরাকের বন-জঙ্গলে একাকি ঘুরেছি। না আমি মাখলুককে চিনতে পেরেছিলাম আর না তারা আমাকে চিনতে পেরেছে। আমার কাছে অদৃশ্য সত্তাবান ও জ্বিনরা আসত। আমি তাদেরকে আল্লাহর পরিচয়ের পথ দেখাতাম। দুনিয়া এবং দুনিয়ার রূপ-বৈশিষ্ট্য আমার নিকট চমৎকার আকৃতিতে আসত। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা আমাকে এর প্রতি মনোনিবেশ করা থেকে রক্ষা করতেন। শয়তান আমার নিকট বৈচিত্রময় আকৃতিতে আসত, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা আমাকে তার ওপর শক্তি দিতেন। আমার নফস



www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com



আমার সামনে একটি আঙ্গিকে প্রকাশ হত এবং আমার সামনে এই বলে অনুনয়-বিনয় করত যে, যা আপনার মনে চায় তা করুন আর কখনো তা আমার ওপর বিজয়ী হওয়ার চেষ্টা করত, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা আমাকে তার ওপর বিজয় দান করেছেন। আমি প্রারম্ভিক অবস্থাতে 'মুযাহাদায়ে নফস' এর কোন পদ্ধতি অবলম্বন করলে তা আবশ্যক করে নিতাম এবং গলায় জড়িয়ে নিতাম। এরপর তা চুম্বকের ন্যায় আকর্ষণ করে নিতাম। এভাবে আমি অনেক দিন পর্যন্ত 'মাদায়েনের' বিজন প্রান্তরে কাটিয়েছি আর নিজের নফসকে মুযাহাদার পথে লাগিয়ে রেখেছি।

আমি করখের ময়দানে অনেক বছর কাটিয়েছি। তাতে সবুজ ছোলাবোট ব্যতীত খাদ্য হিসেবে আমার নিকট আর কিছু ছিলনা আর এখানকার লোকেরা আমাকে চিনতও না। তবে তারা আমাকে বধির, নির্বোধ ও উন্মাদ মনে করত। আমি কাঁটাবনে নাঙ্গা পায়ে চলতাম। আমার ইচ্ছা সাধনে নফস কখনো আমার ওপর বিজয় হতে পারেনি। পার্থিব রূপ-লাবন্য আমাকে কখনো বিস্মিত করতে পারেনি। তিনি বলতেন, আমি রাত-দিন যুদ্ধের মধ্যে থাকতাম এবং বাগদাদের দিকে আসতাম না। শয়তানের পদাতিক বাহিনী ও সওয়ার বাহিনী কাতার বন্দি হয়ে আমার দিকে আসত। তাদের কাছে থাকত নানা রকমের অস্ত্র-শস্ত্র। তারা আমার সাথে যুদ্ধ করত এবং আমার দিকে অগ্নিশিখা নিক্ষেপ করত। তবে আমি আমার অন্তরে আল্লাহর করুণায় এরূপ দৃঢ়তা অনুভব করতাম, যা প্রকাশ করা অসম্ভব আর নিজের অভ্যন্তর ভাগ হতে এ আওয়াজ শুনতাম, আমাকে বলত, 'হে আবদুল কাদের, তুমি এদের মুকাবিলায় দাঁড়িয়ে যাও। কেননা, আমি তোমাকে দৃঢ়পদি বানিয়েছি এবং তোমাকে সাহায্য করেছি।' এরপর আমি তাদের পেছনে দৌড়ে যেতাম। তখন তারা সকলে আমার ডানে-বামে পালিয়ে যেত আর যেখান থেকে এসেছিল, সেখানে চলে যেত।

## মুযাহাদায় উন্নতি

একদিন শয়তান একাকি আমার নিকট এসে বলতে লাগল, আমি ইবলিস। তোমার নিকট এজন্য এসেছি যে, আমি তোমার খেদমত করব। কেননা, তুমি আমি ও আমার অনুসারীদেরকে দুর্বল করে দিয়েছ। আমি তাকে বললাম, চলে যাও। কিন্তু সে তা মানলনা। এরপর সে আমার চতুর্পাশে অসংখ্য জাল, ফাঁদ ও প্রতারণা প্রকাশ করল। আমি তাকে বললাম, এগুলো কি? সে বলল, এসবগুলো দুনিয়ার জাল, যা দ্বারা আমরা তোমার মত ব্যক্তিদের শিকার করি। তখন আমি এক বছর পর্যন্ত এগুলোর ব্যাপারে মনোনিবেশ করি। ফলে ঐ সবগুলো চুর্ণ হয়ে গেল। অতঃপর আমার নিকট অসংখ্য আসবাব ও ধোঁকা সকল দিক হতে প্রকাশ হল। আমি বললাম, এগুলো কি? তখন আমাকে বলা হল, এসবগুলো মাখলুকের ঐ সব যা আপনার সাথে





সম্পর্কিত। অতঃপর আমি এগুলোর ব্যাপারে এ বছর পর্যন্ত মনোনিবেশ করি। ফলে ঐ সবগুলো বিক্ষিপ্ত হয়ে যায় আর আমি সেগুলো হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলাম।

এরপর আমার অভ্যন্তরীণ অবস্থা আমার নিকট প্রকাশ করা হল। তখন আমি স্বীয় অন্তরকে অনেক সম্পর্কের সাথে জড়িত দেখলাম। আমি বললাম, এগুলো কি? তখন আমাকে বলা হল, এগুলো তোমার আশা-আকাঙ্ক্ষা ও ইচ্ছাশক্তি। তখন আমি এর ব্যাপারে আরো একবছর পর্যন্ত মনোনিবেশ করলাম। ফলে এসবগুলো দূর হয়ে গেল আর আমার অন্তর তা হতে মুক্তি লাভ করল। এরপর আমার নিকট আমার নফসের অবস্থা প্রকাশ করা হল। আমি দেখলাম, এর অসুস্থতা এখনো বাকি রয়েছে এবং এর চাহিদা জীবিত রয়েছে, এর শয়তান অবাধ্য। এরপর এ ব্যাপারে আমি একবছর পর্যন্ত মনোনিবেশ করি। তখন নফসের অসুস্থতা সুস্থ হয়ে গেল, চাহিদা মরে গেল এবং আমার নফস মুসলমান হয়ে গেল। সকল আমর (কাজ) আল্লাহর জন্য হয়ে গেল। আমি একাকি অবশিষ্ট থাকলাম এবং অন্যান্য সকল সৃষ্টি আমার পেছনে রয়ে গেল। অথচ তখনো পর্যন্ত আমি উদ্দীষ্ট স্থানে পৌঁছতে পারিনি। এরপর আমাকে 'তাওয়াক্কুলের' দরজা পর্যন্ত টেনে নেয়া হয়েছিল যাতে আমি এর মাধ্যমে আপন উদ্দীষ্ট স্থান পর্যন্ত পৌঁছে যেতে পারি। আকস্মিক দেখা গেল, এর সামনে প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। আমি তা অতিক্রম করে গেলাম। আমাকে 'তাসলিমের' দরজা পর্যন্ত টেনে নেয়া হয়েছিল যাতে এর মাধ্যমে আপন উদ্দীষ্ট স্থানে পৌঁছে যাই। দেখা গেল, তার নিকটও প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। আমি তাও অতিক্রম করে গেলাম। অতঃপর আমাকে 'কুরব' এর দরজা পর্যন্ত টেনে নেয়া হয়েছিল যাতে এর মাধ্যমে উদ্দীষ্ট স্থানে পৌঁছে যাই। এর পাশেও প্রতিবন্ধকতা ছিল। তাও অতিক্রম করে গেলাম। এরপর আমাকে 'ফকর' এর দরজায় পর্যন্ত টেনে নেয়া হয়েছিল। দেখলাম তা খালি এবং আমি তাতে প্রবেশ করলাম। তখন অবলোকন করলাম, যখনি আমি এর মধ্যে অগ্রসর হচ্ছিলাম, আমার জন্য তা হতে বড় বড় ভাণ্ডার উম্মুক্ত করে দেয়া হচ্ছিল। তাতে আমাকে খুবই সম্মান, স্থায়ী সমৃদ্ধি এবং নির্ভেজাল স্বাধীনতা দান করা হয়েছিল। অতীত মিটে গেছে। পূর্বের বৈশিষ্টাবলী রহিত হয়ে গেছে এবং দ্বিতীয় অস্তিত্ব লাভ করেছি।

শায়খ আবূল কাসেম ওমর ইবনে মসউদ বায্যার রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আমি হযরত শায়খ মুহিউদ্দিন আবদুল কাদের জিলানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে একথা বলতে শুনেছি যে, সূচনাকালীন পরিভ্রমণের সময়ে আমার ওপর বিভিন্ন হালত আসত। আমি এগুলোর মুকাবিলা করতাম এবং এগুলোর ওপর বিজয় লাভ করতাম। এরপর এগুলোর মধ্যে নিজের অস্তিত্ব হতে গায়েব হয়ে যেতাম আর যখন সকাল হত, তখন আমি বুঝতে পারতাম না যে, আমি কোথায়? আমি এগুলো



www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com



হতে সংজ্ঞা ফিরে পেলে নিজে নিজকে ঐ স্থান হতে দূরে দেখতাম, যেখানে পূর্বে ছিলাম।

একদিন বাগদাদের জঙ্গলে আমার ওপর হাল সৃষ্টি হয়ে গেল। এক ঘন্টা পর্যন্ত এ হাল অবশিষ্ট ছিল। এতে আমার কিছু জানা ছিলনা। এরপর যখন সংজ্ঞা ফিরে পেলাম, তখন আমি শিসতর শহরের মধ্যে ছিলাম। এ শহর এবং বাগদাদের রাস্তায় বার দিনের দূরত্ব ছিল। তখন আমি নিজ কাজে চিন্তিত হয়ে পড়লাম। এ মুহূর্তে একজন মহিলা আমার নিকট এসে বলতে লাগল, তুমি শায়খ আবদুল কাদের হয়ে এর দ্বারা বিস্মিত হয়েছ? শায়খ আবূ আবদুল্লাহ ইবনে হোসাইন মুসিলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আমি হযরত সায়্যিদী শায়খ মুহিউদ্দিন আবদুল কাদের জিলানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির ১৩ বছর খেদমত করেছি। তিনি না কখনো কোন রাজা-বাদশার জন্য দণ্ডায়মান হয়েছেন, না কোন বাদশার দরজায় গেছেন, না তাদের বিছানায় বসেছেন আর না কখনো তাদের খানা খেয়েছেন। তিনি বাদশা এবং তাদের অনুরূপ ব্যক্তিদের বিছানায় বসাকে অতি মহা আযাব মনে করতেন। বরং যখন তার খেদমতে কোন খলিফা, মন্ত্রী বা গভর্নর আসত, তখন তিনি নিজ ঘরে ডুকে যেতেন। যখন তারা এসে বসে যেত, তখন তিনি ঘর হতে বের হতেন যাতে তাদের জন্য দণ্ডায়মান হতে না হয়। তাদেরকে অনেক উপদেশ দিতেন। তারা তাঁর চুমু খেতেন, তাঁর সামনে খুবই বিনয়-নম্রতার সাথে বসতেন। যখন তিনি খলিফার নামে কিছু লিখতেন, তখন এভাবে লিখতেন যে, 'তোমার প্রতি আবদুল কাদের এটি লিখছে আর এই হুকুম দিচ্ছে। তোমাদের ওপর এ হুকুম জারি করা হয়েছে। এর আনুগত্য ও অনুসরণ করা তোমাদের ওপর ওয়াজিব। তোমাদের জন্য তা পথপ্রদর্শক এবং তোমাদের ওপর তা দলিল।' যখন খলিফা তার চিঠির বিষয়ে অবগত হতেন, তখন চিঠিটিকে চুমু দিতেন আর বলতেন, শায়খ আবদুল কাদের রাহমাতুল্লাহি আলাইহি সত্য বলেছেন।

শায়খ ফকিহ আবূল ফজল জাইলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলতেন, আমি শায়খ আবদুল কাদের রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সাথে নেজামিয়া মাদরাসায় ছিলাম। তাঁর নিকট ফকিহ ও ফকিররা উপস্থিত ছিলেন। তিনি কাজা ও কদর (আল্লাহর হুকুম ও ইচ্ছা) এর ব্যাপারে তাদের সাথে আলোচনা করছিলেন। এ সময় একটি বড় সাপ বাড়ির ছাদ হতে তার কোলে এসে পড়ল। তখন উপস্থিতরা সকলেপালিয়ে গেল। সাপটি তাঁর কাপড়ে ঢুকে গেল এবং তাঁর চোখের ওপর দিয়ে চলে গর্দানে পেঁচিয়ে গেল। তা সত্ত্বেও তিনি নিজের আলোচনা সমাপ্ত করেননি এবং আপন মজলিস উঠেননি। এরপর সাপটি জমিনের দিকে নেমে গেল এবং তার সামনে লেজের ওপর দাঁড়িয়ে তাঁর সাথে কথা বলল। তিনিও সাপটির সাথে কথা বললেন। আমাদের মধ্যে





হতে কেউ তা বুঝতে পারেনি। অতঃপর সাপটি চলে গেল। এরপর ঐ লোকেরা তাঁর খেদমতে আসল। তারা তাঁকে জিজ্ঞাসা করল, সাপটি কি বলেছে, আর আপনি তাকে কি বলেছেন? তিনি বললেন, সাপটি আমাকে বলল যে, আমি অসংখ্য আল্লাহর ওলীদেরকে পরীক্ষা করেছি। কিন্তু আপনার মত দৃঢ়পদী কাউকে দেখিনি। আমি বললাম, তুমি এমন সময়ে আমার কোলে পড়েছ, যখন আমি কাজা-কদর (আল্লাহর হুকুম ও ইচ্ছ) এর ব্যাপারে আলোচনা করছিলাম। তুমি একটি মাত্র কীট (সাপ)। যাকে আল্লাহর ইচ্ছাই গতি দান করে এবং আল্লাহর হুকুমেই থামিয়ে দেয়। সুতরাং আমি ইচ্ছা করলাম যে, আমার কাজ যেন আমার কথার বিরোধী না হয়।

আবূ আবদুর রাজ্জাক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলতেন, আমি স্বীয় পিতা শায়খ মুহিউদ্দিন আবদুল কাদের জিলানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি হতে শুনেছি, তিনি বলেন, একরাতে আমি জামে মানসূরে নামাজ পড়ছিলাম। মসজিদের স্তম্ভে আমি কোনকিছুর নড়াচড়ার আওয়াজ পেলাম। এরপর একটি সাপ আসল। সাপটি সিজদার জায়গায় হা করে রয়েছে। যখন আমি সিজদায় যাবার ইচ্ছা করলাম, তখন নিজ হাতে সাপটি হটিয়ে দিলাম এবং সিজদা করলাম। এরপর যখন আমি তাশাহহুদের জন্য বসলাম, তা আমার রানের ওপর চলে আসল। এরপর আমার গর্দানে উঠে পেঁচিয়ে গেল। যখন আমি সালাম ফেরালাম, তখন সাপটি আর দেখিনি। পরের দিন আমি জামে মসজিদের বাইরে গেলাম। তখন একজন ব্যক্তিকে দেখলাম, যার চক্ষু লম্বা এবং দেহের গঠন অতি দীর্ঘ। তখন আমি বুঝে নিলাম এটি জ্বিন। সে আমাকে বলল, আমি ঐ জিন, যাকে আপনি গতরাত দেখেছিলেন। আমি অসংখ্য আল্লাহর ওলীদেরকে এভাবে পরীক্ষা করেছি, যেভাবে আপনাকে পরীক্ষা করেছি। কিন্তু আপনার মত তাদের মধ্যে কোন দৃঢ়পদি পাইনি। তাদের মধ্যে কিছু এরকম ছিল, যারা যাহের-বাতেন দ্বারা ভয় পেয়ে গেছে। কিছু এরকম ছিল, তাদের অন্তর অস্বাভাবিক হয়ে গিয়েছিল এবং দৃশ্যত দৃঢ়পদি ছিল আর কিছু দৃশ্যত অস্বাভাবিক হয়ে গিয়েছিল এবং অন্তরে দৃঢ়পদি ছিল। কিন্তু আমি আপনাকে দেখেছি আপনি যাহের-বাতেন উভয় দিক দিয়ে ভয় করেননি। সে আমাকে আবেদন করল, আমাকে আপনার হাতে তাওবা করিয়ে নিন। আমি তাকে তাওবা করিয়ে নিয়েছি।

তাঁর সন্তানদের মধ্যে হতে কেউ মজলিস চলাকালীন সময়ে মৃত্যুবরণ করলেও তিনি মজলিস বন্ধ করতেন না। চেয়ারের ওপর বসে ওয়াজ চালু রাখতেন। গোসল দানকারীরা মৃতকে গোসল দানের পর মজলিসে আনত। এরপর শায়খ তার জানাযার নামাজ পড়াতেন।

ইমাম আবূ আব্বাস বাগদাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আমিও ইমাম যওজী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি একদিন হযরত শায়খ মুহিউদ্দিন আবদুল কাদের



www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com



জিলানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির মজলিসে হাজির হলাম। তখন জনৈক কারী সাহেব একটি আয়াত পাঠ করলেন। এর তাফসীরে হযরত শায়খ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি একটি অর্থ বর্ণনা করেন। আমি ইমাম যওজীকে বললাম, আপনি কি এ অর্থ জানেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। এরপর হযরত শায়খ এরূপ এগারটি অর্থ বর্ণনা করলেন। আমি ইমাম যওজীকে আবার জিজ্ঞাসা করলাম, এ অর্থ জানেন কি? তিনি বলতে লাগলেন, হ্যাঁ জানি। এরপর হযরত শায়খ আরেকটি অর্থ বললেন। আমি ইমাম যওজীকে বললাম, এ অর্থও কি জানেন? তিনি বললেন, না। এ পর্যায়ে তিনি আরও চল্লিশটি অর্থ বললেন, যেগুলো ছিল সূক্ষ্ম ও নিগুঢ় তত্ত্বে ভরপুর। প্রত্যেক অর্থকে এর বক্তার দিকে সম্পৃক্ত করে দিতেন আর ইমাম যওজী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি প্রত্যেক বার বলতেন, আমি এ অর্থ জানিনা। এমনকি হযরত শায়খ বললেন, এখন আমি কথোপকথন ছেড়ে দিয়ে হালের দিকে প্রত্যাবর্তন করছি। তিনি কলেমায়ে তাইয়বা لا اله إلا الله محمد رسول الله পড়লেন। তখন উপস্থিত জনতার মধ্যে চরম অস্থিরতা ও উত্তেজনা শুরু হল। ইমাম যওজী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি হালতে ওয়াজদের মধ্যে নিজের কাপড় পর্যন্ত ছিড়ে ফেলেছিলেন। তাঁর সুউচ্চ ইরশাদসমূহের মধ্যে হতে কিছু কাশফ-ইলহামও রয়েছে; যেগুলোর মধ্যে সূফি ও সত্যপথ অনুসন্ধানীদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা ও পথনির্দেশনা রয়েছে। সেগুলো আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে তাঁর আলোকময় অন্তরে ঢেলে দেয়া হয়েছে। তার মধ্যে হতে কিছু নিম্নে উল্লেখ করা হচ্ছে।

তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা আমাকে বললেন, হে আবদুল কাদের, যখন তুমি কোন ব্যক্তিকে দরিদ্রতার অনলে ভুক্ত অবস্থায় এবং অনাহারের প্রবল্যতায় ভঙ্গুর অবস্থায় দেখবে, তখন তার নৈকট্য অবলম্বন কর। কেননা আমিও তার মধ্যে কোন আড়াল নেই।

এরপর আল্লাহ বললেন, আমি দারিদ্রতা ও অনাহারকে মানুষের জন্য বাহন বানিয়েছি। সুতরাং যে ব্যক্তি এর ওপর সওয়ার হয়েছে, সে বিজন প্রান্তরে ও উপত্যকা পরিভ্রমণ করারও পূর্বে উদ্দীষ্ট স্থানে পৌঁছে গেল।

এরপর বললেন, যদি মানুষ জানত যে, মৃত্যুর পরে কি হবে, তাহলে তারা এই দুনিয়ায় জীবনের লালসা করতনা আর আল্লাহর দরবারে প্রতি মুহূর্তে এ আবেদন করত, হে রব, আমাকে মৃত্যু দিন (এবং নিজের কাছে ডেকে নিন)। এরপর বললেন, আমার নিকট ঐ ব্যক্তি ফকির নয়, যার কিছুই নেই, বরং ফকির হচ্ছে ঐ ব্যক্তি, যার নির্দেশ সকল জিনিসের ওপর প্রযোজ্য ও কার্যকর হয়। যখন কোন জিনিসকে বলে 'হয়ে যাও', তখন তা হয়ে যায়।





এরপর আল্লাহ বললেন, নিজের বন্ধু ও অনুচরদেরকে বলে দাও, যারা আমার দরবারে উপস্থিতির আকাঙ্ক্ষা করে, তাদের ওপর ফকিরী অবলম্বন করা অবশ্যক। এরপর হচ্ছে فقرالفقر (ফকিরীর ওপর ফকিরী)। যখন ফকিরীর সকল স্তর পূর্ণ হয়ে যাবে, তখন সেখানে আমি ছাড়া আর কেউ থাকবেনা।

বললেন, নিজের বন্ধু ও অনুচরদেরকে বলে দাও যে, তারা যেন ফকিরদের আমন্ত্রণকে গণিমত মনে করে। কেননা, তারা আমার নিকট থাকে আর আমি তাদের নিকট থাকি।

আল্লাহ বললেন, নবী ও রাসূল ব্যতীত আমার এমন কিছু মাহবুব বান্দাও রয়েছে, যাদের অবস্থা সম্পর্কে না কোন আহলে দুনিয়া অবগত, না আহলে আখেরাত, না জান্নাতবাসী, না দোযখবাসী, আর না কোন ফেরেশতাও অবগত। আমি তাদেরকে না জান্নাতের জন্য সৃষ্টি করেছি, আর না দোযখের জন্য। আমি তাদেরকে সৃষ্টি করেছি না সওয়াব-আযাবের জন্য, আর না হুর-গিলমান ও বালাখানার জন্য (বরং শুধু নিজেরই জন্য সৃষ্টি করেছি)। সুতরাং ঐ ব্যক্তি আনন্দিত ও বরকতময় হোক, যে তাদের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করেছে, যদিও তাদেরকে চিনেও না।

বললেন, হে আবদুল কাদের (তুমি বরকতময় হও), তুমি এদেরই মধ্যে আর দুনিয়াতে তাদের পরিচয় এই যে, তাদের শরীর পানাহারের স্বল্পতায়, তাদের নফস রিপুর তাড়না হতে, তাদের অন্তর কুমন্ত্রণা হতে এবং তাদের আত্মা স্বাদ-মিষ্টি হতে বশ্মীভূত হয়ে গেছে। তারা চিরন্তন জীবনের মধ্যে রয়েছেন। তারা আমার দিদারের নূর দ্বারা আসক্ত হয়ে গেছে।

বললেন, যদি প্রচণ্ড গরমের দিনে কোন তৃষ্ণার্থ ব্যক্তি তোমার নিকট আসে এবং তোমার নিকট ঠাণ্ডা পানিও থাকে, কিন্তু এগুলো তোমার দরকারও নয়, এরপর যদি তুমি তাকে পানি পান করতে না দাও, তাহলে তুমি হবে কৃপণদের মধ্যে হতে সর্বাধিক কৃপণ। সুতরাং আমি কীভাবে আপন করুণা হতে ঐ সকল পাপীদেরকে বঞ্চিত করে রাখব, যারা তাওবা করে আমার করুণার আশা নিয়ে আমার নিকট আসে। যখন না আমি নিজের ব্যাপারে লিপিবদ্ধ করে দিয়েছি আমি সর্বাধিক বড় দয়ালু।

বললেন, পাপীদেরকে আমার করুণা-অনুগ্রহের এবং অহংকারীদেরকে আমার ন্যায় বিচার ও প্রতিশোধের ব্যাপারে সংবাদ দাও।

বললেন, আমি পাপীদের নিকটবর্তী হয়ে যাই যখন তারা পাপ ছেড়ে দেয় আর ঐ অনুগতদের হতে দূরে সরে যাই, যখন তারা আনুগত্য ছেড়ে দেয়।



www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com



বললেন, দুনিয়ার ঘাঁটি হতে বের হয়ে আখেরাতের সাথে অন্তরঙ্গ হয়ে যাও। এরপর আখেরাতের ঘাঁটি হতে বের হয়ে আমার সান্নিধ্যে এসে যাও।

বললেন, শরীর ও নফস হতে, এরপর আত্মা ও অন্তর হতে, এরপর আদেশ ও নিষেধ হতে বের হয়ে আমার সান্নিধ্যে এসে যাও। আমি আরজ করলাম, হে বিশ্বজগতের প্রতিপালক, কোন ধরনের নামাজ আপনার নিকট আনব? বললেন, যার মধ্যে আমি ছাড়া অন্যকিছু থাকবেনা এবং নামাজ আদায়কারী সেই নামাজে নিজ সত্তা হতে গায়েব হয়ে যায়। এরপর আমি আরজ করলাম, কোন ধরনের রোজা আপনার নিকট উত্তম? বললেন, ঐ রোজা, যার মধ্যে আমি ছাড়া অন্যকিছু থাকবেনা এবং রোজাদার তাতে নিজ সত্তা হতে গায়েব হবে। তখন আমি আরজ করলাম, কোন ধরনের আমল আপনার নিকট উত্তম? বললেন, ঐ আমল, যার মধ্যে আমি ছাড়া জান্নাত-দোযখের সাথেও কোন সম্পর্ক থাকবেনা এবং আমলকারী নিজেও তাতে গায়েব হবে। আমি আরজ করলাম, কোন ধরনের হাসি আপনার নিকট উত্তম? বললেন, ক্রন্দনকারীর হাসি। আবার আরজ করলেন, কোন ধরনের তাওবা আপনার নিকট উত্তম? বললেন, পবিত্রবানদের তাওবা। সর্বশেষ আরজ করলাম, কোন ধরনের পবিত্রতা আপনার নিকট উত্তম? বললেন, তাওবাকারীদের পবিত্রতা।

এরপর আমাকে বলা হল, মুযাহাদা হচ্ছে মুশাহাদার একটি সমুদ্র আর জ্ঞানবানরা এর মাছ। সুতরাং যে কেউ মুশাহাদার সমুদ্রে প্রবেশ করার ইচ্ছা করবে, তার ওপর আবশ্যক যে, মুযাহাদা অবলম্বন করা।

এরপর ইরশাদ করা হল, ঐ ব্যক্তির জন্য সুসংবাদ, যার অন্তর মুযাহাদার দিকে ধাবিত হয়েছে। ঐ ব্যক্তির ওপর আফসোস, যার অন্তর রিপুর তাড়নার দিকে ঝুঁকে পড়েছে।

তার খেদমতে বড় বড় সূফি, মশায়েখ, আরেফ ও ফকিররা হাজির হয়ে সূক্ষ্ম জ্ঞান ও নিগুঢ় তত্ত্ব সম্বন্ধে প্রশ্ন করতেন। তিনি তাদের প্রশ্নের উত্তর দিতেন।

محبت (ভালোবাসা) : হযরত শায়খ আবদুল কাদের জিলানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে মুহাব্বতের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। তিনি বললেন, মুহাব্বত এমন একটি নেশা, যার সাথে হুঁশ-জ্ঞান নেই। এমন একটি যিকির, যার সাথে বিলুপ্তি নেই। এমন একটি অস্থিরতা, যার সাথে স্থিরতা নেই। মুহাব্বত এই যে, বান্দা মাহবুব ছাড়া অন্যকিছু হতে অন্ধ হয়ে যায় এবং মাহবুবের ভয়-ভীতি হতেও অন্ধ হয়ে যায়। অতএব, আশেক পুরোপুরি অন্ধ। আশেক এরূপ উন্মত্ত যে, স্বীয় মাহবুবকে প্রত্যক্ষ ছাড়া সংজ্ঞায় ফিরে আসেনা। সে এরূপ রোগাক্রান্ত যে, নিজের মাহবুবের সাক্ষাত ব্যতীত সুস্থতা লাভ করেনা। সে এত চিন্তাক্লিষ্ট যে, স্বীয় মাহবুব ছাড়া কারো প্রতি মোহাচ্ছন্ন নয়। তার আহবান ছাড়া কারো কথায় সায় দেয়না।





صحت (সাহস) : তিনি বলেন, নিজের নফসকে দুনিয়া হতে, আত্মাকে পারলৌকিক সম্পর্ক হতে, অন্তরকে আশা-আকাঙ্ক্ষা হতে এবং নিজের মাথাকে সৃষ্টিকুল হতে পৃথক করে নেয়া হচ্ছে صحت (সাহস)।

ذکر (স্মরণ) : তিনি বলেন, অন্তরের মধ্যে হকের (আল্লাহ) ইঙ্গিতে এরূপ একটি প্রভাব সৃষ্টি হয়, যাকে উদাসীনতা মলিন করতে পারে। এই বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হয়ে নীরব থাকা, নিশ্বাস নেয়া, চলাফেরা করা সবই যিকিরের অন্তর্ভুক্ত।

شوق (আকাঙ্ক্ষা) : তিনি বলেন, উত্তম আকাঙ্ক্ষা এটি যে, মুশাহাদার (প্রত্যক্ষ) দ্বারা সে মুলাকাত (সাক্ষাৎ) হতে অলস হয়ে যাবেনা। দেখার দ্বারা শান্ত হবেনা। নৈকট্য দ্বারা নিঃশেষ হবেনা এবং মুহাব্বত দ্বারা বিনাশ হবেনা। বরং যখনই যখনই মুলাকাত (সাক্ষাৎ) বেড়ে যায়, আকাঙ্ক্ষাও বেড়ে যায়।

توکل (ভরসা) : হযরত শায়খ হতে তাওয়াক্কুলের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। বললেন, অন্তর আল্লাহর সাথে যুক্ত হয়ে যাওয়া এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য সকল জগত হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার নাম হচ্ছে তাওয়াক্কুল। যার ওপর পূর্বে ভরসা করতে, তাওয়াক্কুলের কারণে ঐ সবগুলো ভুলে যাবে এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্য সকল বস্তু হতে বেপরোয়া হয়ে যাবে।

توبہ (প্রায়শ্চিত্ত) : তিনি বলেন, তাওবা এই যে, আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দার দিকে নিজ মেহেরবানী ও অনুগ্রহ দ্বারা তাকাবেন আর এ অনুগ্রহ ও মেহেরবানী দ্বারা নিজের বান্দাদের অন্তরের দিকে ইঙ্গিত করবেন। তাকে নিজের বিশেষ করুণা দ্বারা নিজের আয়ত্তে নিয়ে আসবেন। যখন বান্দা এরূপ হয়ে যায়, তখন সে তারই প্রতি সকল ভ্রান্ত দিক হতে (পৃথক হয়ে) চলে আসে আর সকল কর্মকাণ্ড আল্লাহর জন্য হয়ে যায়।

صبر (ধৈর্য) : তিনি বলেন, সবর এই যে, বিপদের সম্মুখীন হয়েও আল্লাহ তা'আলার সাথে শিষ্টাচারিতা ও দৃঢ়তার সহিত বিজড়িত থাকবে আর তার তিক্ত ফয়সালাগুলোকে উদারতা ও সন্তুষ্টির সাথে কুরআন-সুন্নাহর বিধান অনুসারে পালন করবে। এর অনেক প্রকার রয়েছে। আল্লাহর উদ্দেশ্যে সবর করা এই যে, তার নির্দেশগুলো পালন করবে এবং নিষেধ হতে বেঁচে থাকবে আর আল্লাহর সাথে সবর করা এই যে, তার কাযা (হুকুম) প্রয়োগ হওয়ার সময়ও শান্ত থাকবে আর একটি সবর আল্লাহর ওপর রয়েছে যা এই যে, প্রত্যেক জিনিসের মধ্যে তার অঙ্গীকারের দিকে মনোযোগী হবে। দুনিয়া হতে আখেরাতের দিকে গমন করা মুমিনদের জন্য সহজ। তবে, নফস আল্লাহর দিকে গমন করা কঠিন আর এটিই প্রকৃত সবর।

صدق (সততা) : তিনি বলেন, সততার তিনটি প্রকার রয়েছে।



www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com



১. সততা, কথার মধ্যে এই যে, এর অবস্থান হবে অন্তরের অনুকূলে।
২. আমলের মধ্যে এই যে, এর অবস্থান হকের দর্শনের ওপর হবে।
৩. হাল (অবস্থার) এর মধ্যে এই যে, এর অবস্থান স্বয়ং সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত। একে সহকর্মীর আবেদনও মলিন করতে পারেনা, আর না ফকিহের বিবাদ।

رضا (সন্তুষ্টি) : হযরত শায়খ হতে সন্তুষ্টির ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। তিনি বললেন, তা এই যে, সংশয়-সন্দিহানকে দূর করে দেয়া হবে এবং যা কিছু আল্লাহর পক্ষ থেকে হবে, এর ওপর সন্তুষ্ট থাকবে আর যখন কোন হুকুম নাযিল হবে, তখন অন্তর তা নিরসনের দিকে আগ্রহান্বিত হবেনা।

خوف (ভয়) : হযরত শায়খ হতে ভয়ের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। তিনি বলেন, ভয় তো বিভিন্ন প্রকারের রয়েছে। খওফ (ভয়) তো পাপীদের, রাহবত (আতঙ্ক) আবিদদের, খাশ্‌য়াত (আশঙ্কা) আলেমদের, ওয়াজ্‌দ (উন্মত্ততা) বন্ধুদের এবং হাইবত (ভীতি) আরেফদের রয়েছে। গোনাহগারদের ভয় আযাব হতে , আবিদদের ভয় ইবাদতের সওয়াব বিনষ্ট হওয়ার কারণ হতে, আলিমদের ভয় ইবাদতে গোপন শিরক হতে, আশেকদের ভয় সাক্ষাত হারানো হতে এবং আরেফদের ভয় হচ্ছে আল্লাহর মাহাত্ম্য ও প্রভাব হতে আর এই ভয় হচ্ছে সবচেয়ে অগ্রগামী। কেননা এটি কখনো দূর হয়না আর এই সকল প্রকার যখন রাহমত ও করুণার সামনে হয়, তখন স্বস্তি ও শান্তি পেয়ে যায়।

رجاء (আশা) : হযরত শায়খ হতে রযার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। তিনি বললেন, রযা এই যে, আল্লাহর ব্যাপারে শুধু ভালো ধারণা করা আর আল্লাহর ব্যাপারে ভালো ধারণা এই যে, চোখের দৃষ্টি করুণা-অনুগ্রহের দিকে হবে এবং অন্তরের দৃষ্টি আল্লাহর দিকে হবে।

دعا (দোয়া) : হযরত শায়খকে দোয়ার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। উত্তরে তিনি বললেন, এর তিনটি স্তর রয়েছে।

১. تعرّف (বিষদভাবে বর্ণনাকরণ) : তাসরীহ এই যে, তা মুখে বলা হবে। মূসা আলাইহিস সালামের এই দোয়ায় তাসরীহ রয়েছে, "হে আমার পালনকর্তা, আমাকে আপনি নিজে দেখা দিন, যাতে আমি আপনাকে দেখে নিতে পারি।" এটি দর্শনলাভের তাসরীহ।
২. اشارة (ইঙ্গিত) : এটি ঐ কথা, যা অন্য কথায় গোপন থাকে। অর্থাৎ ইশারা হচ্ছে গোপন কথা। ইবরাহীম আলাইহিস সালামের এই দোয়া, "হে আমার প্রতিপালক, আমাকে দেখিয়ে দিন, আপনি কীভাবে মৃতদেরকে জীবিত করেন।" তা দর্শন লাভের দিকে ইঙ্গিত।





৩. تريض (কঠোর করে বলা) : 'তা'রীজ' হচ্ছে ঐ আবেদন, যা দোয়া মধ্যে গোপন থাকে। তা'রীজের মধ্যে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই দোয়াটি রয়েছে, 'হে আল্লাহ, আমাকে এক মুহূর্তের জন্যও আমার নফসের কাছে সোপর্দ করবেন না।'

حياء (লজ্জাবোধ) : হযরত শায়খ হতে 'হায়া' এর ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। তখন বললেন, বান্দা এ কথায় লজ্জাবোধ করবে যে, আল্লাহ তা'আলা বলবেন, বান্দা, তুমি তো আমার সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত নও। গোনাহকে লজ্জাবোধের কারণে ছেড়ে দেবে এবং ভুলের সম্ভাব্যতা মেনে নিয়ে ইবাদত করবে আর আল্লাহ তা'আলাকে নিজের অন্তরের সম্বন্ধে সুজ্ঞাত মনে করবে। এরপর তার নিকট হতে লজ্জাবোধ করবে।

زهد (সংসারের প্রতি উদাসীনতা) : তিনি বলেন, যুহুদ এই যে, অন্তর এই ধারণা হতে মুক্ত হবে, যা হতে হাত মুক্ত। দুনিয়াকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত মনে করবে এবং অন্তর হতে এর স্মৃতি-চিহ্ন মিটিয়ে দেবে।

خشوع (বিনয়ী) : তিনি বলেন, খুশূ এই যে, আল্লাহ তা'আলার জন্য অন্তর হীনমন্যতার অনুভূতি নিয়ে ঝুকে যাবে।

محبت (আল্লাহ তা'আলার সাথে সান্নিধ্য) : তিনি বলেন, সর্বদা তার শিষ্টাচারিতা, ভয়-ভীতি ও মুরাকাবা আবশ্যক করে নেওয়া এবং তিনি ছাড়া অন্য সকল বস্তু হতে অন্তরকে বিচ্ছিন্ন করে নেওয়া।

محبت (রাসূলের সাথে সান্নিধ্য) : এই যে, সর্বদা তাঁর সুন্নাতকে পূর্ণাঙ্গভাবে আনুগত্য ও অনুসরণ করবে এবং তাঁর ইলম দ্বারা শরীর ও আত্মাকে আলিঙ্গনাবদ্ধ রাখবে।

فقر (দরিদ্রতা) : তিনি বলেন, প্রকৃত ফকিরের সংজ্ঞা হলো, যা আল্লাহ তা'আলা দিয়েছেন যে, 'যে সমস্ত ব্যক্তিরা স্বীয় নফসের কৃপণতা হতে মুক্তি পেয়েছে, তারা সফলকাম হয়েছে। তারা নিজের নফসের ওপর অন্যদেরকে প্রধান্য দেয় যদিও নিজেরা অভাবগ্রস্ত হয়। যাতে তোমরা নিজেদের হারানো বস্তুর ওপর চিন্তিত না হও আর যা তোমরা পেয়েছ, তার ওপর সন্তুষ্ট না হও।'

اخلاص (নিষ্ঠা) : তিনি বলেন, ইখলাসের মধ্যে ক্ষতি এই যে, বান্দা আমল করার সময় নিজের ওপর দৃষ্টি রাখে। যখন আল্লাহ তা'আলা কোন বান্দাকে মুখলিস বানাতে ইচ্ছা করেন, তখন আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত ইখলাস দ্বারা সে নিজের ইখলাসের প্রতি দৃষ্টিপাত বন্ধ করে দেয়। এরপর সে সঠিক মুখলিস হয়ে যায়।



www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com



## ওলীর পরিচয়

তিনি বলেন, ওলীর পরিচয় এই যে, তার বয়স যত বাড়বে, আমলও তত বাড়বে এবং তার ফকিরী যত বৃদ্ধি পাবে, বদান্যতা ও দানশীলতাও তত বৃদ্ধি পাবে আর জ্ঞান যত বাড়বে, নম্রতাও তত বাড়বে। তিনি বলেন, তাসাউফ আটটি বৈশিষ্ট্যের ওপর বিঘোষিত।

১. সৈয়দুনা হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের বদান্যতা।
২. হযরত আয়ুব আলাইহিস সালামের ধৈর্য।
৩. হযরত ইয়াহয়া আলাইহিস সালামের অসহায়ত্ব।
৪. হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের ভ্রমন ও প্রবাস।
৫. হযরত ইসহাক আলাইহিস সালামের সন্তুষ্টি।
৬. হযরত যাকারিয়া আলাইহিস সালামের ইঙ্গিত।
৭. হযরত মূসা আলাইহিস সালামের পোশাক।
৮. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দারিদ্র।

হুজুর গাউসে পাক কুদ্দিসা সিররুহুল আজিজ বলেন, আমাকে গায়েব হতে বলা হয়েছিল, আবদুল কাদের, বাগদাদ চলে যাও। এরপর আমি বাগদাদে চলে গেলাম। তখন সেখানকার অধিবাসীদেরকে আমি এমন অবস্থায় দেখলাম যে, সেখানে থাকা আমার নিকট ভালো মনে হয়নি। তাই আমি সেখান থেকে চলে গেছি। অতঃপর আবার বলা হল, আবদুল কাদের, বাগদাদে যাও এবং মানুষকে ওয়াজ-নসীহত কর। তোমার দ্বারা তারা উপকৃত হবে। আমি বললাম, মানুষের সাথে আমার কি সম্পর্ক, আমাকে তো নিজেকে রক্ষা করতে হচ্ছে! তখন আমাকে বলা হল, না, তুমি যাও। তোমার দিন নিরাপদ থাকবে। তখন আমি আমার প্রতিপালক হতে সত্তরবার অঙ্গীকার নিয়েছি যে, আমার কোন মুরিদ যেন তাওবা ছাড়া মৃত্যুবরণ না করে।

তিনি বলেন, যখন আল্লাহর কাছে দোয়া করবে, তখন আমাকে উসিলা বানিয়ে দোয়া করবে। হে ভূপৃষ্টের অধিবাসীরা, আমার নিকট এসে ইলমে তরীকত অর্জন করো। হে আহলে ইরাক, আমার নিকট 'হালসমূহ' এভাবে রয়েছে যে, যেভাবে পোশাক ঘরের মধ্যে ঝুলানো থাকে। যা চাও নামিয়ে পরিধান করে নাও। তোমরা শান্তি অবলম্বন কর, অন্যথায় আমি তোমাদের ওপর এমন একটি বাহিনী সহকারে আক্রমণ করব, যাকে তোমরা কোনভাবে প্রতিরোধ করতে পারবেনা। হে বৎস, বেলায়তের স্তরসমূহ এখান থেকে এ পর্যন্ত নয়। আমাকে কয়েকবার শাহী পোশাক দান করা হয়েছে। বলেন, সকল আউলিয়া কিরাম আমার মজলিসে দীপ্তি ছড়ায়। জীবিতরা স্বশরীরে এবং মৃত স্বআত্মায়। হে বৎস, তোমরা কবরের মধ্যে





আমার অবস্থা মুনকার-নকির ফেরেশতাদ্বয় থেকে জিজ্ঞাসা কর, তারা আমার সংবাদ বলে দেবে।

বলেন, একবার আমি দেখেছি যে, আমার দিকে আলোকমালা চলে আসছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এই আলোকমালা কি? আমাকে বলা হল, আল্লাহর তা'আলার পক্ষ হতে যে ফতূহাত (সফলতাসমূহ) দান করা হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাকে এর জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতে তাশরীফ আনছেন। এরপর এ আলো বেড়ে গেল এবং আমার ওপর একটি হালত সৃষ্টি হয়ে গেল, যার মধ্যে আমি খুশিতে খুবই ফুলে গেলাম। এরপর আমি বায়ুজগতে মিম্বরের সামনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখলাম আর আমিও আনন্দের আতিশয্যে বায়ুজগতে সাত কদম অগ্রসর হলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার মুখে সাতবার মুখ মুবারকের থু থু দিলেন। এরপর হযরত আলী রাদিআল্লাহু আনহু তাশরীফ আনলেন। তিনিও আমার মুখে ছয়বার মুখ মুবারকের থু থু দিলেন। আমি আরজ করলাম, আপনিও কি সংখ্যা পূরণ করবেন না? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে যেন বেআদবী না হয়। অতঃপর আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শাহী পোশাক দান করলেন। আমি আরজ করলাম, এটি কিরূপ খিলয়াত (শাহী পোশাক)?

তিনি বললেন, এটি ঐ বেলায়তের শাহী পোশাক, যা কুতুবুল আউলিয়ার সাথে বিশেষিত। ফতূহাতের (সফলতাসমূহ) পরে আমার মুখে বাকশক্তি সৃষ্টি হয়ে গেল আর মানুষদেরকে ওয়াজ-নছীহত করতে লাগলাম। সূক্ষ্ম জ্ঞানে তার কালাম (দর্শন) সুদূর প্রসারী।

শায়খ আলী ইবনে হাইতী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আমি শায়খ আবূ সাঈদ কিলাবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি হতে শুনেছি, তিনি বলতেন, আমাদের শায়খ আবদুল কাদের জিলানী কুদ্দিসা সিররুহুল আজিজের নিকট প্রত্যাবর্তন করতেন না। কিন্তু এ শর্তের ওপর যে, যে কেউ তাঁর আঁচল ধরবে, সে নাযাত পেয়ে যাবে।

শায়খ বাকা ইবনে বতূ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বর্ণনা করেন, আমি হযরত শায়খ মুহিউদ্দিন আবদুল কাদের জিলানী কুদ্দিসা সিররুহুল আজিজের সহচর ও মুরিদদেরকে সালেহীনদের অনেক বড় দলের সাথে দেখেছি। এর মধ্য হতে কেউ তাঁকে জিজ্ঞাসা করল, হযরত আপনার মুরিদদের মধ্যে পরহেজগার ও গোনাহগার উভয় ধরনের লোক থাকবে। তখন তিনি বললেন, পরহেজগারেরা আমার জন্য এবং আমি গোনাহগারদের জন্য।

তাঁর নিকট কেউ জিজ্ঞাসা করল, ঐ রূপ ব্যক্তির ব্যাপারে আপনি কি বলেন, যে আপনার নাম নিয়ে থাকে, অথচ বাস্তবে সে আপনার হাতে বাইয়াতও হয়নি এবং



www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com



আপনার নিকট হতে খিরকাও পরিধান করেনি, এরা কি আপনার মুরিদদের মধ্যে গণ্য হবে? তিনি বলেন, যে ব্যক্তি আমার নাম নিয়ে থাকে এবং নিজেদের পরিচিতি আমার দিকে সম্পৃক্ত করে দেয়, বস্তুত এটি একটি অপছন্দনী পন্থা বটে, তবুও আল্লাহ তা'আলা তাকে কবুল করবেন এবং ঐ ব্যক্তি আমার মুরিদদের মধ্যে গণ্য হবে।

তিনি আরো বলেন, যে ব্যক্তি আমার মাদরাসার দরজা দিয়ে হাটবে, কিয়ামতের দিন তার আযাব লঘু করা হবে।





## হযরত খাজা মঈনুদ্দিন চিশ্‌তী আজমিরি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

তাঁর সম্মানিত নাম মুঈনুদ্দিন। উপাধি গরীবে নেওয়াজ। সিজিস্থানের সনজর এলাকায় ৫৩৭ হিজরীতে জন্মলাভ করেন। ৯৬ বছর বয়সে ৬ রজব সোমবার ৬৩৩ হিজরীতে ইহকাল ত্যাগ করেন। তাঁর ইন্তিকালের সময় উপস্থিত লোকেরা দেখেছিল যে, তাঁর কপালে লিখা ছিল, حَبِيْبُ اللهِ مَاتَ فِىْ حُبِّ اللهِ আল্লাহর বন্ধু আল্লাহর ভালোবাসায় উৎসর্গীত হয়েছেন।

তিনি সহস্র বড় বড় মাশায়িখদের সাথে সাক্ষাৎ লাভ করেন। সাতান্ন (৫৭) দিন পর্যন্ত হযরত গাউছে আযম সৈয়দুনা শায়খ আবদুল কাদের জিলানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সাথে একই কক্ষে অবস্থান করেন। সোহরাওয়ার্দিয়া সিলসিলার প্রবর্তক শায়খ শিহাবুদ্দিন সোহরাওয়ার্দী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ও আবু নাযীব রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সাথেও আন্তরিক সম্পর্ক ছিল। তাঁর পরশ প্রভাবী দৃষ্টিতে লাখো হিন্দু তাওহীদের (একত্ববাদের) স্বাদ ও মিষ্টি পেয়ে ইসলামের ছায়াতলে এসেছে।

যখন পবিত্র কা'বার হজ্বের জন্য উপস্থিত হলেন, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওযা মুবারকে উপস্থিত হবারও সৌভাগ্য লাভ করলেন। তাঁকে নায়েবুর রাসূল (রাসূলের নায়েব) উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছিল এবং হিন্দুস্থানের বিস্তীর্ণ ভূমিতে ইসলামের প্রচার কেন্দ্রে রূপান্তর করার নির্দেশ পেয়েছিলেন। লাহোরের রাস্তা ধরে আজমিরের দিকে রওয়ানা দিলেন। লাহোর অবস্থানের সময় ছয় মাস পর্যন্ত কুদওয়াতুল আউলিয়া, যুবদাতুল আসফিয়া হযরত হুজুর আলী হাজভিরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির মাজারে তাঁরই কামরার পাশে চিল্লা কাটিয়েছেন আর ফয়েজ-বরকত অর্জন করার পর বলেন,

گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا

ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رہنما

দানের ভাণ্ডার, জগতের করুণা, খোদায়ী নূরের প্রকাশক তুমি
অধমদের মহাপীর তুমি, মহানদের রাহবার তুমি।

সুলতানুল আউলিয়া হযরত খাজা উসমান হারুনী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির আটবছর ব্যাপী অনবরত খিদমত করেন। তিনি বলেন, তখন দিনকে দিন হিসেবে এবং রাতকে রাত হিসেবে বুঝিনি। শরীরকে এক মুহূর্তের জন্যও পরিতৃপ্তি ও সুখ পেতে দেইনি। যেখানেই মুর্শিদে কামিল তাশরীফ নিয়ে যেতেন, তাঁর পোশাক ও



www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com



সফরের পাথেয় মাথায় নিয়ে সঙ্গী হয়ে যেতাম। আমার এই খিদমত কবুলিয়তের মর্যাদা লাভ করেছে। এর ফলে আমি মহা নেয়ামত লাভ করেছি।

হযরত খাজা রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে আল্লাহ তা'আলা খুবই প্রেম ও বেদনাসিক্ত অন্তর দান করেছিলেন। যখনই কোন ভীতি সঞ্চারী কথা বা কবরের আযাবের আলোচনা করা হত, তখন তিনি অনিচ্ছায় কান্নায় ভেঙ্গে পড়তেন। স্বীয় মজলিসে কখনো আল্লাহর মাহাত্ম্যের শান বর্ণনা করে বা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আলোচনা করে নিরুপায় হয়ে অশ্রু ছেড়ে দিতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে তাঁর সুগভীর ইশক-প্রেম ছিল। যেখানেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম মুবারক আসত, স্বাভাবিকভাবে তাঁর চক্ষুদ্বয় অশ্রুসজল হয়ে যেত।

একটি মজলিসে তিনি বলেন, যে ব্যক্তি রাতে অযু সহকারে ঘুম যায়, সে জাগ্রত হওয়া পর্যন্ত ফেরেশতাদেরকে তার মাথার দিকে দাঁড়িয়ে থাকার নির্দেশ দেয়া হয়। ফেরেশতারা তার মাথার দিকে দাঁড়িয়ে থেকে তার জন্য এ বলে দোয়া করে যে, হে পালনকর্তা! আপনার এই বান্দার ওপর করুণা বর্ষণ করুন। এই বান্দা পূণ্য ও পবিত্রতার সাথে ঘুমিয়েছে।

(একদিন) তাঁর মজলিসে আরেফদের আলোচনা শুরু হল। তখন তিনি বললেন, আরেফ বলা হয় ঐ ব্যক্তিকে, যার ওপর দৈনিক আল্লাহর দ্বীপ্তি (আনওয়ারে ইলাহিয়া) অবতীর্ণ হয়। যিনি স্বীয় জ্ঞান দ্বারা শত-সহস্র রহস্য ও গোপন বিষয় উন্মোচন করেন। সর্বদা আল্লাহর ইশ্‌ক-প্রেমে বিভোর ও আত্মহারা হন। চলতে-ফিরতে, উঠতে-বসতে, শয়নে-জাগরণে প্রতিটি মুহূর্তে আল্লাহর স্মরণে তিনি আত্মমগ্ন থাকেন। এক পলকও তার স্মরণ হতে তিনি গাফেল হননা।

তিনি বলেন, একদিন হযরত যুন্নুন রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে জনৈক সূফী জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, আরেফ কাকে বলে? উত্তরে তিনি বলেন, আরেফ বলা হয় ঐ ব্যক্তিকে যার অন্তর হতে মানব সত্ত্বার মলিনতা দূর হয়ে যায়। লোভ-লালসা হতে মুক্ত হয়ে যায় এবং তার মধ্যে আল্লাহর ইশক-প্রেম দৃঢ়তর হয়ে যায়। সে অন্যের দিকে দৃষ্টিও দেয়না। শুধু সূফী তত্ত্বের বিশেষজ্ঞ হয়ে সূফী হয়ে যাওয়াটা উচিত নয়, বরং এর সাথে নিজকে চরিত্র ও নৈতিকতার মূর্ত প্রতীক হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। আরেফরা দুনিয়া হতে বেঁচে থাকেন। কেননা এতে ক্রোধ-বিদ্বেষ ছাড়া কী বা আছে? যে ব্যক্তি দুনিয়া নিয়ে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছে, সে সত্য হতে ছিটকে পড়েছে।

তিনি বলেন, এভাবে একবার হযরত হাসান বসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে জনৈক ব্যক্তি আরেফের সংজ্ঞা ও পরিচয় জিজ্ঞাসা করল। উত্তরে তিনি





বলেন, আরেফ হচ্ছেন ঐ ব্যক্তি, যিনি পার্থিব জগতের সাথে কোন রকমের মতলব রাখেনা আর যা কিছু তার নিকট থাকে, তা সত্যপথে বিলিয়ে দেন।

আরেক মজলিসে তিনি বলেন, আরেফদের জন্য তিনটি জিনিস প্রয়োজন। প্রতাপ, সম্মান ও জিহাদ। গোনাহ হতে লজ্জিত হওয়াই হচ্ছে প্রতাপ। আনুগত্য করাই হচ্ছে সম্মান আর আল্লাহ ছাড়া কারো প্রতি দৃষ্টি না দেয়াই হচ্ছে জিহাদ।

আরও বলেছেন, একবার হযরত শায়খ দাউদ তায়ী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি স্বীয় হুজরা হতে বের হলেন। তখন তাঁর চক্ষুদ্বয় বন্ধ ছিল। জনৈক ব্যক্তি হযরতকে চক্ষু বন্ধ করার কারণ জিজ্ঞাসা করল। উত্তরে তিনি বললেন, পয়তাল্লিশ বছর হতে আমি চক্ষু খোলাকে ছেড়ে দিয়েছি, যাতে পরম বন্ধু ছাড়া অন্য কারো ওপর আমার দৃষ্টি না পড়ে। কেননা, পরম বন্ধু ছাড়া অন্য কাউকে দেখা মুহাব্বতের দাবি নয়। এরপর বলেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, ঐ ব্যক্তিদের আমলসমূহ যাচাই কর, যারা আমার ভালোবাসার দাবি করত, কিন্তু অন্যের প্রীতিতে স্বস্তি পেত।

একস্থানে তিনি বলেন, সাহচর্যের প্রভাব অবশ্যই পড়ে। যদি কোন অসৎ ব্যক্তিও সৎলোকের সঙ্গ লাভ করে, তাহলে সেও সৎ হয়ে যায় আর যদি কোন সৎ ব্যক্তি কোন অসৎলোকের সঙ্গলাভ করে, তাহলে সেও অসৎ হয়ে যায়। সুতরাং যে কেউ না ভালোফল লাভ করেছে, সে তা সৎলোকদের সঙ্গলাভ দ্বারা করেছে। সূফিদের মতে সৎলোকদের সঙ্গলাভ সৎকাজ করার চেয়েও উত্তম। কেননা, সৎকাজ করার আগ্রহ সৎলোকদের সঙ্গলাভ দ্বারা অর্জন হয় আর অসৎলোকদের সঙ্গলাভ অসৎকাজ করার চেয়ে অকল্যাণকর।

এক মজলিসে তিনি বলেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহর আশেকদেরকে আল্লাহ তা'আলা বলবেন, তোমরা সকলেই জান্নাতে প্রবেশ হয়ে যাও। তখন তারা বলবে, হে আল্লাহ! আমাদের প্রকৃত লক্ষ্য তো তোমার একক সত্তাই। তোমাকে যখন পেয়ে গেছি, তখন সবকিছু পেয়ে গেছি। জান্নাত তো তাদেরকেই দেবেন, যারা এটি লাভের জন্য তোমাকে খোদা মেনেছে এবং তোমার ইবাদত করেছে।

অতঃপর খাজা গরীবে নেওয়াজ বিষয়টিকে এভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। যে লোকেরা স্বীয় লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও মনোতুষ্টি আল্লাহর নিকট সোপর্দ করে দেয়, তারা বেহেশত ও এর নিয়ামতরাজীর সাথে কোন সম্বন্ধ রাখেনা। তাদের প্রকৃত লক্ষ্যই তো রব্বে করিম হয়ে থাকে।

একদিন বললেন, রাসূলের আশেকদের অন্তর ভালোবাসার অগ্নিতে প্রজ্জলিত থাকে। যা কিছু তার অন্তরে আসবে, জলে-পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। কেননা, ভালোবাসার অগ্নির চেয়ে অধিক তাপ অন্য কোন অগ্নিতে নেই।



www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com



এক মজলিসে তিনি বললেন, যে ব্যক্তির মধ্যে তিনটি বৈশিষ্ট্য থাকবে, জেনে নাও, সে আল্লাহর বন্ধু। এক. সমুদ্রসম দানশীলতা। দুই. সূর্যসম দয়া-স্নেহ। তিন. জমিনসম বিনম্রতা।

একদিন তিনি বললেন, ভালোবাসার নিদর্শন এই যে, তোমরা আনুগত্যশীল হয়ে থাক। এ কথায় ভয় করতে থাক যে, মাহবুব যেন তোমাদেরকে প্রীতির বন্ধন হতে বিচ্ছিন্ন করে না দেয়। তিনি বললেন, একজন ব্যক্তি তখনই আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করতে পারে, যখন নামাজকে তার যাবতীয় হক ও আদব সহকারে আদায় করা হয়। কেননা, নামাজই হচ্ছে মুমিনের মি'রাজ।

এক মজলিসে তিনি বলেন, তরীকত পন্থীদের জন্য নিম্নোক্ত বিষয়গুলো অনুসরণ করা একান্ত প্রয়োজন।

১. মা'রিফাতে পূর্ণাঙ্গতা অর্জন। ২. মুর্শিদের অনুসন্ধান। ৩. মুহাব্বত ও আযাব। ৪. রেজামন্দী ও সন্তোষ। ৫. অনর্থক ও অযাথা জিনিস হতে বেঁচে থাকা। ৬. তাকওয়া ও সংযম। ৭. শরীয়তের ওপর দৃঢ়তা। ৮. অনাহার ও অল্প খাওয়া। ৯. নামাজ-রোজার পাবন্দী করা। ১০. মাখলুক হতে দূরত্ব বজায় রাখা।

তিনি বলেন, উভয় জগতকে বিদায় দেয়ার কারণে যদি আল্লাহ তা'আলার সন্তোষ অর্জন হয়ে যায়, তাহলে এটি অতিমূল্যের সওদা নয়।

একবার তিনি বললেন, হাজীরা কা'বার চতুর্পাশে শারীরিক তাওয়াফ করে। কিন্তু আল্লাহর আরেফরা অন্তর দ্বারা আরশের চতুর্পাশে তাওয়াফ করে এবং আল্লাহর দিদারের আকাঙ্ক্ষায় সর্বদা ডুবে থাকে।





## হযরত খাজা বাহা উদ্দিন নকশবন্দী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

তাঁর নাম মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ আল-বোখারি। নিজের পিতার সাথে কাপড় বোনা এবং তাতে নকশা তৈরী করার কারণে নকশবন্দ উপাধি দ্বারা প্রসদ্ধি লাভ করেছে। তিনি বোখারা হতে তিন মাইল দূরে কসরে আরেফা এলাকায় ৭২৮ হিজরি সনে জন্মগ্রহণ করেন। ৩ রবিউল আওয়াল ৭৯১ হিজরিতে সোমবারে ওফাত লাভ করেন। ওফাতের সময় এ অসিয়ত করেন যে, আমার জানাযার সামনে এ কাবতাটি পাঠ করবে,

مفلسانیم آمده در کوے تو

شـــــــــینا لله از جمال روے تو

অসহায় নিঃস্ব এসেছি তোমার গলিতে
তোমার চেহারার শোভা হতে আল্লাহর জ্যোতি নীতি।

তিনি বলেন, উম্মত তিন ধরনের: এক. উম্মতে দাওয়াত অর্থাৎ সকল মানুষ মুসলিম ও অমুসলিম নির্বিশেষে। দুই. উম্মতে এজাবত অর্থাৎ মুসলমান। তিন. উম্মতে মুতাবাআত যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পূর্ণ অনুসারী।

একদিন কেউ তার নিকট কারামত তলব করল। তিনি বললেন, আমার কারামত এটি যে, পাপী হওয়া সত্ত্বেও না তো জমিন আমাকে উগরে ফেলেছে আর না আসমান হতে আযাব নাযিল হয়। কেউ তাঁকে জনাকীর্ণ পরিবেশে খিলওয়াত (নির্জনতার) মর্মার্থ জিজ্ঞাসা করলেন, তিনি বললেন, দৃশ্যতঃ মাখলুকের সাথে হওয়া এবং অন্তরের দিক দিয়ে আল্লাহর সাথে হওয়া। ঐ ব্যক্তি বলল, এটা কীভাবে সম্ভব? তিনি বললেন, আল্লাহর বাণী রয়েছে,

رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ ﴿٣٧﴾

'এমন লোকেরা, যাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য ও ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহর স্মরণ থেকে, নামায কায়েম করা থেকে এবং যাকাত প্রদান করা থেকে বিরত রাখে না।'[১]

[১], আল-কুরআন, সূরা নূর, আয়াত : ৩১



www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com



বুখারায় জনৈক আলেম তাঁকে জিজ্ঞাসা করল, নামাজে হুজুরী কীভাবে অর্জন হয়? তিনি বললেন, হালাল খাদ্য দ্বারা যা যাচাই-বাচাই ও সাবধানতার সাথে ভক্ষণ করা হয় আর এর দ্বারা সমস্ত সময়ে বিশেষ করে নামাজে হুজুরী অর্জন হয়।

তিনি আল্লাহর মা'রিফাতের রাস্তায় স্বয়ং মানব সত্তাকে বড় আড়াল হওয়ার ব্যাপারে বলেন, তোমার পর্দা বা আড়াল তোমার সত্তা। دع نفسك وتعال (স্বীয় নফসকে দরজায় ছেড়ে দাও এবং আল্লাহর মা'রিফাতে ডুব দাও।)

মন্দলোকের সান্নিধ্য হতে বেঁচে থাকার ব্যাপারে বলেন, যে ব্যক্তির যোগ্যতার প্রতিভা মন্দলোকদের সঙ্গ দ্বারা নষ্ট হয়ে গেছে, তার অবস্থা সংশোধন করা কঠিন। তবে চিন্তাশীলদের সুহবত, যারা খুবই বিরল।

একদিন তিনি বলেন, ইস্তিকামতের (দৃঢ়পদী) তালেব হয়ে কারামতের তালেব হয়োনা। কেননা, তোমার প্রতিপালক তোমার নিকট হতে ইস্তিকামত তলব করেন আর তোমার নফস তোমার নিকট হতে কারামত তলব করেন।

তাকে সেমা (আধ্যাত্মিক সংগীত) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, আমি তা অস্বীকারও করিনা, আর না তা করে থাকি।

তিনি বলেন, আমাদের তরীকত হচ্ছে আদবের ওপর ভিত্তি। তরীকত পন্থীদের জন্য প্রথম শর্ত হচ্ছে আদব। আদবের তিনটি প্রকার রয়েছে। এক প্রকার আদব আল্লাহ তা'আলার সাথে সম্পর্কীত। দ্বিতীয় প্রকার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে এবং তৃতীয় প্রকার তরীকতের মশায়েখদের সাথে।

আল্লাহ তা'আলার আদব এই যে, যাহের-বাতেন বান্দা পূর্ণাঙ্গ বন্দেগীর শর্তে তার বিধানাবলী পালন করবে এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য সকল কিছু হতে সম্পূর্ণভাবে বিমুখ হয়ে যাবে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে আদব এই যে, তাঁর পূর্ণাঙ্গ অনুসরণ ও অনুকরণ করবে আর সকল অবস্থায় তাঁর হকসমূহকে চোখের সামনে রাখবে। তাঁকে সকল সৃষ্টিজগত ও আল্লাহর মধ্যে সম্বন্ধকারী মনে করব। যে যত মহান হোক না কেন, তার মাথা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইজ্জত-আলয়ের সামনে অবনর্মিত।

তৃতীয় আদব তরীকদের মশায়েখদের সাথে। তালেবদের জন্য আবশ্যক যে, ঐ সকল মশায়েখ, যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছে, তাদের আদবকে সর্ববস্থায় ওয়াজিব মনে করবে।

একদিন তিনি বলেন, যিকিরের উদ্দেশ্য এই যে, যিকিরকারী কলেমায়ে তাওহীদের হাকীকতকে পেয়ে নিবে আর এর হাকীকত এই যে, কলেমা পাঠকারী আল্লাহ ছাড়া অন্য সকল বস্তু হতে সম্পূর্ণভাবে সম্পর্কহীন ও মুক্ত হয়ে যাবে।





একদিন তিনি মক্কায় দুইজন ব্যক্তিকে দেখলেন। তাদের মধ্যে একজন খুবই সাহসা এবং আরেকজন খুবই কাপুরুষ ছিল। কাপুরুষ ছিল ঐ ব্যক্তি, যাকে আমি তাওয়াফ করতে দেখেছি। অতঃপর ঐ ব্যক্তি খানায়ে কা'বায় হাত রেখে আল্লাহ ছাড়া অন্য বস্তুর জন্য প্রার্থনা করছে।

আর উঁচু সাহসী ছিল ঐ যুবক, যাকে আমি মিনার বাজারে পঁচিশ হাজার দিরহামের লেনদেন করতে দেখেছি। কিন্তু তখন এক মুহূর্তের জন্যও তার অন্তর আল্লাহর স্মরণ হতে বিরত হয়নি।

আরেফদেরকে সফলতার সাথে মঞ্জিলে মাকসুদের পথনির্দেশ করতে গিয়ে বলেন, ঐ রাস্তা, যার মাধ্যমে আরেফরা প্রকৃত উদ্দেশ্যকে পেয়ে নেয় এবং অন্যরা বঞ্চিত থাকে, তা তিনটি। মুরাকাবা, মুশাহাদ ও মুহাসাবা।

আল্লাহর দিকে সর্বদা দৃষ্টি দেয়া এবং মাখলুক হতে অমনোযোগী হওয়াকে মুরাকাবা বলা হয়। অর্থাৎ তরীকত পন্থীদের উচিত, তারা সর্বদা আল্লাহর সত্তার দিকে মনোনিবেশ করবে এবং মাখলুকের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করবে। যখন মুশাহাদা দ্বারা উদ্দেশ্য ঐ সকল গায়বী বিষয়বস্তুর প্রত্যক্ষ লাভ, যা অন্তরে অবতারিত হয়। আগত জিনিস দ্রুত চলে যায়। স্থির থাকেনা। অতএব তা আমরা বুঝতে পারিনা। তবে গুণাবলীর প্রসারণ ও সংকোচন দ্বারা এটি অনুমান হয়ে যায়। কব্জের মধ্যে সিফাতে জালালের (মাহাত্ম্য) মুশাহাদা করানো হয় এবং বসতের মধ্যে সিফাতে জামালের (সৌন্দর্য)।

মুহাসাবা এই যে, প্রতিটি মুহূর্তে আমাদের ওপর যা কিছু ঘটে যায়, তা পরখ করে দেখানো। তাতে কি গাফলতী করেছি নাকি হুজুরী করেছি। যদি পুরোপুরিভাবে ক্ষতি হয়, তাহলে চিন্তা করব এবং আমলকে নতুনভাবে শুরু করব। কামিয়াবীর সীমাবদ্ধতা এই পথের পথিক হওয়ার মধ্যেই।



www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com



## হযরত শিহাব উদ্দিন আবূ হাফস ওমর ইবনে মুহাম্মদ সোহরাওয়ার্দী

তিনি সোহরাওয়ার্দিয়া সিলসিলার প্রবর্তক। তার বংশধারা প্রথম খলিফা সৈয়দুনা আবূ বকর সিদ্দিক রাদিআল্লাহু আনহুর সাথে মিলে যায়। তিনি ৫৩৬ হিজরিতে ইরাকের সোহরাওয়ার্দ এলাকায় জন্মগ্রহণ করেন। তার জন্মের কারণে এই এলাকা গোটা জগতে প্রসিদ্ধি ও সম্মান লাভ করেছে।

তিনি তরীকতের স্তরসমূহ নিজ চাচা শায়খ আবূ নজিব সোহরাওয়ার্দির তত্ত্বাবধানে অতিক্রম করেন। তাঁর চাচা হযরত সৈয়দুনা আবদুল কাদের জিলানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সান্নিধ্যে বসতেন। একদিন তাকে নিয়ে হযরত জিলানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির দরবারে হাজির হলেন এবং আরজ করলেন যে, শিহাবুদ্দিন দর্শন শাস্ত্রের ব্যাপারে খুবই আসক্ত। আশা ছিল ভাতিজা দর্শন শাস্ত্রের নিগুঢ় তথ্যে ফেসে যাওয়ার পরিবর্তে আল্লাহর মা'রিফাতে মকাম অর্জন করে নিবে। সৈয়দুনা গাউসে আযম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাকে কিতাবাদির নাম জিজ্ঞাসা করলেন। এরপর নিজের হাত মুবারককে তার বক্ষের ওপর রাখলেন। তখন তিনি দর্শন শাস্ত্রের সকল বিষয় ভুলে গেলেন এবং তার আত্মা বাতেনী ইলম দ্বারা আলোকিত হয়ে গেল।

তিনি পারস্য উপসাগরের ইবাদান দ্বীপে নির্জনতা অবলম্বন করে ছিলেন। দীর্ঘকাল পর্যন্ত ইবাদত ও রিয়াজতে মগ্ন ছিলেন। বিশজন আবদালের সান্নিধ্য লাভে ধন্য হয়েছিলেন। হজ্বের সৌভাগ্য কয়েকবার লাভ হয়েছিল। বায়তুল্লাহ শরিফে কয়েক বছর অতিবাহিত করার পর বাগদাদ প্রত্যাগমন করলেন আর সেখানেই ৬৩২ হিজরি সনে ওফাত লাভ করলেন।

তিনি তার চাচার ওফাতের পর মসনদে ইরশাদে আরোহণ করলেন। আল্লাহর সৃষ্টির একটি জামাত তার দিকে মনোনিবেশিত হল। তার সান্নিধ্য অসংখ্য-অগণিত মানুষকে শুধু সঠিক পথে আনেনি বরং অনেক পথভ্রষ্ট নিজেদের পূর্বোক্ত জীবন হতে তাওবা করে হেদায়তের পথের পথিক হয়েছেন।

তিনি ইলমে লাদুনী লাভ করেছিলেন। তিনি বলেন, ইসলামের ইলমুল কুলুব (আধ্যাত্মিক জ্ঞান) দু'প্রকার। একপ্রকার সর্বসাধারণের জন্য অন্যপ্রকার বিশেষ শ্রেণীর জন্য। সাধারণের হচ্ছে ইলমুল ইয়াকীন (বিশ্বাসের জ্ঞান), যা চিন্তা-ভাবনা ও দলিল-প্রমাণের দ্বারা অর্জন হয়। তাতে দুনিয়াদার আলেম ও সুলাহায়ে আখেরাত সমানভাবে অংশ লাভ করে।





দ্বিতীয় প্রকারের ইলম হচ্ছে বিশেষ শ্রেণীর জন্য, যা লাভ করে শুধু উলামায়ে আখেরাত। এই ইলমকে কুরআন সকিনা (প্রশান্তি) দ্বারা বিবৃত করেছে। যা মুমিনদের অন্তরে নাযিল হয়ে তাদেরকে শান্তি ও প্রশান্তি দান করে। তিনি বলেন, যখন কারো অবস্থা বিগড়ে যায়, তাহলে সে যেন মুযাহাদা করে। সত্যদিল দ্বারা কৃত মুযাহাদার শর্ত এই যে, তাতে ধৈর্য পাওয়া যাবে।

একদিন বলেন, প্রাথমিক স্তরের তরীকতপন্থীদেরকে দুনিয়াদারদের সঙ্গলাভ হতে বেঁচে থাকতে হবে। তাদের সাথে সম্পর্ক রাখা এদের জন্য ঘাতক বিষ। এক রেওয়ায়তে রয়েছে, দুনিয়া আল্লাহর নিকট অপছন্দনীয়। যে কেউ এর একটি রশিকেও ধরে, তা ঐ ব্যক্তিকে দোযখের দিকে নিয়ে যায়। আরো বলেন, প্রাথমিক স্তরের তরীকত পন্থীদেরকে নামসর্বস্ব তথাকথিত দরবেশদের সঙ্গলাভ হতেও বেঁচে থাকতে হবে। যারা বিনিদ্র রজনী যাপন এবং রোজা রাখেনা এদের জন্য আরো জরুরী যে, তারা দৈনিক কুরআন শরীফ তেলাওয়াত করবে এবং কুরআনের কিছু অংশ মুখস্থও করে নিবে। যে ব্যক্তি নিজের একাকিত্বের মধ্যে কুরআন তেলাওয়াতকে আবশ্যক করে নিল এবং দৃঢ়ভাবে তা পালনও করল, তাহলে এটি তাকে নামাজের অনুরূপ উপকার দেবে। তবে শর্ত হচ্ছে, মুখে যখন কুরআন তেলাওয়াত করবে, তখন মুখকে অন্য কোন কথায় লাগাতে পারবেনা। এভাবে যখন কুরআনের অর্থ অন্তরে করবে এবং মনের কুমন্ত্রণার সাথে মিলাবেনা, দৃঢ়তা ও স্থিতিশীলতার সাথে এ আমল পালন করে, তখন সে মুশাহাদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

দ্বীনের প্রচার-প্রসারের ব্যাপারে ইরশাদ করেন, ইসলাম প্রচারের ধারাবাহিকতায় আমি হাজারো ক্রোশের চেয়ে অধিক পথ পরিভ্রমণ করেছি। কারণ সময় পথ খরচের এভাবে সঙ্কট দেখা দিত, তিনদিন পর্যন্ত পানাহারের জন্য কিছুই পাইনি আর কখনো কখনো এমনও হত যে, রাত-দিন চব্বিশ ঘন্টা অনবরত সফর করতে হত, কিন্তু এক ফোঁটা পানিও পেতাম না। তবে আলহামদুলিল্লাহ! দৃঢ়তা ও স্থিরতা সর্বাবস্থায় বহাল আছে এবং দ্বীনের খেদমত চালু রয়েছে

সবরের ব্যাপারে তিনি শায়খ আবূল হাসান ইবনে সালেমের বাণী নকল করেন।

ধৈর্যধারণকারীদের তিনটি স্তর রয়েছে :

১. মুতাসাব্বির, ২. সাবির ও ৩. সব্বার।

মুতাসাব্বির ঐ ব্যক্তি, যে ﷲ فی আল্লাহর মধ্যে ধৈর্য ধরে। কিন্তু তার অবস্থা এই হয় যে, কখনো ধৈর্য ধারণ করে আবার কখনো ভীত হয়ে যায়। সাবের ঐ ব্যক্তি, যে ﷲ فی আল্লাহর মধ্যে এবং ﷲ আল্লাহর জন্য ধৈর্য ধারণ করে। কখনো অধৈর্য হয়না, তবে অভিযোগের আশঙ্কা রাখে।



www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com



সব্বার ঐ ব্যক্তি, যিনি فى الله, لله এবং بالله ধৈর্য ধারণ করে। তার সবর পরিপূর্ণ। তিনি ঐ ব্যক্তি, যার ওপর অসংখ্য মুসিবত নাযিল হওয়ার পরেও ভীত হন না। ইমাম জাফর সাদেক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, সকল পয়গাম্বর সবরের হুকুম পেয়েছেন; কিন্তু এর চূড়ান্ত স্তর ও অংশ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দান করা হয়েছে।



www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com